আহরণী

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

১৩২২

উপহার

এই গ্রন্থ

অর্পিত হইল।

শ্রী

রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ হইতে

প্রণীত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত পুস্তকাবলী।

শ্রীকালিদাস রায়

পর্ণপুট ১ম (৪র্থ সংস্করণ)	১৲, ১।০
পর্ণপুট ২য় (২য় সংস্করণ)	১।০
বল্লরী (৩য় সংস্করণ)	॥০, ॥৵০
ব্রজবেণু (২য় সংস্করণ)	১৲
ঋতুমঙ্গল (২য় সংস্করণ)	৸০, ১৲
রসকদম্ব (কমিক গান)	॥০, ॥৵০
ক্ষুদকুঁড়া (পল্লী-গাথা)	॥০
লাজাঞ্জলি (গার্হস্থ্য-চিত্র)	॥৵০
বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশ	।০

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ

ঘূর্ণি (উপন্যাস)	১॥০
স্বপ্নশেষ (ঐ)	১॥০

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

জমাখরচ (কথাসাহিত্য)	১॥০
মুক্তাঝারি (ঐ)	১।০

প্রাপ্তিস্থান—১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

পরিচায়িকা

আহরণীতে কালিদাসবাবুর বিবিধশ্রেণীর রচনা হইতে কয়েকটি করিয়া কবিতা নিদর্শনস্বরূপ আহৃত হইল। নানাকারণে কেবলমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিকেই একত্র চয়ন করার সুবিধা হইল না। বলা বাহুল্য, উৎকৃষ্ট রচনার সংখ্যাই যাহাতে বেশি হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। কালিদাস বাবুর রচিত অধিকাংশ কবিতা গ্রন্থের আকার লাভ করে নাই। সেজন্য অগ্রথিত কবিতাবলী হইতেই অধিকসংখ্যক নিদর্শন সংগ্রহ করা হইয়াছে। 'ব্রজকথা'-পর্য্যায়ের কবিতা কয়টি পর্ণপুট ও ব্রজবেণু হইতে সংগৃহীত। 'চিত্রকথা' পর্য্যায়ের ৮টি কবিতার মধ্যে মাত্র একটি ব্রজবেণু হইতে গৃহীত। 'রঙ্গ ও ব্যঙ্গ' পর্য্যায়ের ১২টি কবিতার মধ্যে ৫টি রসকদম্ব হইতে গৃহীত, বাকী ৭টি অগ্রথিত ছিল। রসকদম্ব এই শ্রেণীর কবিতার প্রায় একশত পৃষ্ঠার একখানি স্বনামপ্রসিদ্ধ পুস্তক। 'ভারত-ভারতী' পর্য্যায়ের ৩৫ পৃষ্ঠাব্যাপী কবিতাগুলির মধ্যে একমাত্র 'তুলসী' গ্রন্থ হইতে গৃহীত। এই কবিতাগুলিতে কবি ভারতের অধ্যাত্মসাধনাকে নানারূপে রূপদান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কালিদাসবাবুর যদি কোন বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য থাকে তবে এই গুলিতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। 'কাব্যকণা'-পর্য্যায়ের ক্ষুদ্র কবিতাগুলি কবির বল্লরী নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে আহৃত। বল্লরীর এখন তৃতীয় সংস্করণ চলিতেছে। স্মৃতিকথা পর্য্যায়ের 'চিত্তবিয়োগে' চিত্তচিন্তা নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত। বাকীগুলি কোন গ্রন্থে নাই। সামাজিক পর্য্যায়ের কোন রচনা কোন গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই। এইগুলির সম্বন্ধে মন্তব্য পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

'পল্লীচিত্র' পর্য্যায়ের কবিতাগুলির সবই ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ হইতে আহৃত। এই শ্রেণীর অজস্র কবিতা পর্ণপুট, ক্ষুদকুঁড়া ও লাজাঞ্জলিতে আছে। এক সময় পল্লীর কবি বলিয়াই কালিদাসবাবুর খ্যাতি ছিল। 'গার্হস্থ্য-চিত্র' পর্য্যায়ের একটি বাদ সবই গ্রন্থ হইতে গৃহীত। এ শ্রেণীর রচনা ক্ষুদকুঁড়া ও লাজাঞ্জলিতে প্রচুর। বাংলার গার্হস্থ্য জীবনের কবি বলিয়াও কালিদাসবাবুর প্রতিষ্ঠা আছে।

'পৌরাণিক' পর্য্যায়ের কবিতাগুলিও গ্রন্থাহৃত। কালিদাসবাবু পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে এক একটি বিশ্বজনীন তত্ত্ব বা ভাবের প্রতীকস্বরূপ দেখিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর কবিতা পর্ণপুটেই বেশি আছে। 'তত্ত্বমূলক' পর্য্যায়ের ছোট কবিতা দুইটি

লাজাঞ্জলি হইতে গৃহীত। বাকীগুলি অগ্রথিতই ছিল। বড়গুলি হয়ত ঠিক গীতিকবিতাই নয়। কেবল নিদর্শন হিসাবেই এগুলি সঙ্কলিত হইল।

'প্রেমাত্মক' পর্য্যায়ে প্রেমতত্ত্বমূলক রচনাও আসিয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা কালিদাস বাবুর খাঁটী প্রেমকবিতা পড়িতে চাহেন—তাঁহারা ক্ষুদকুঁড়া ও পর্ণপুট পড়িবেন। এ পর্য্যায়ের কবিতাগুলির অধিকাংশ ক্ষুদকুঁড়া হইতেই সংগৃহীত। কালিদাস বাবুর ঋতুমঙ্গলখানি নিসর্গচিত্রেরই পুস্তক। ঋতুচক্রের ক্রম অনুসরণ একটা কাব্যপদ্ধতিমাত্র। ঐ ক্রম অনুসরণ করিয়া নৈসর্গিক মাধুরীকে রূপরসে সম্ভোগই কবির উদ্দেশ্য। নিসর্গচিত্র পর্য্যায়ের কবিতাগুলি ঋতুমঙ্গল হইতেই আহৃত। রূপকাত্মক পর্য্যায়ের সম্বন্ধে মন্তব্য পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

গানগুলির অধিকাংশই গ্রন্থাহৃত। কালিদাস বাবুর রচিত গানের সংখ্যা অনেক, কিন্তু অধিকাংশই গানের আকারে কবিতাই। সুরতাল-যোগে সেগুলি উদ্গীত হয় নাই। যে গানগুলিতে সুরতাল-যোগ সহজ তাহাদেরই কয়েকটি মাত্র সংগৃহীত হইল।

'ভাষান্তরী' পর্য্যায়ের কবিতাগুলির অধিকাংশ অগ্রথিত ছিল। সংস্কৃত-সাহিত্য হইতে অনূদিত কবিতা ঋতুমঙ্গলেই বেশি আছে। পারস্য কবি ও ইউরোপীয় কবিদের বাছাবাছা কবিতার অনুবাদ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ছড়ান আছে—অধিকাংশ এখনো অগ্রথিত। কালিদাস বাবুর অনুবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেন। এমন কি অনেকগুলিকে তিনি অনুবাদ বলিয়াই চালান, কিন্তু সেগুলি মূল-কবিতার ভাব লইয়া নূতন সৃষ্টি, ভাষানুবাদ না বলিয়া ভাবানুবাদ বলিলে বোধ হয় ঠিক হয়। উদাহরণ স্বরূপ,—আহরণীর 'পাড়ার মেয়ে' ও 'রামের প্রতি সীতার' নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। 'চিত্রে গীতগোবিন্দ'—কালিদাস বাবুর একখানি স্বনামখ্যাত অনুবাদ পুস্তক। উহা হইতে কোন কবিতা আহরণীতে লওয়া হয় নাই।

আহরণীতে ৮টি মাত্র সনেট লওয়া হইল। ৫টি কোন গ্রন্থেই নাই। কবির ক্ষুদকুঁড়াতেই সনেটের প্রাচুর্য্য—উহা হইতে ২টি এবং লাজাঞ্জলি হইতে ১টি লওয়া হইল।

কবির ঐতিহাসিক কবিতাগুলি দীর্ঘ এবং বৈদিক কবিতাগুলি দুষ্পাচ্য, সেজন্য গ্রন্থে স্থান দেওয়া হইল না।

প্রচ্ছদপটের দুইরঙা চিত্রটি রসচক্র-সংসদের অন্যতম সদস্য শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরীর একরঙা চিত্রখানি কবির বন্ধু শ্রীসতীশ চন্দ্র সিংহের অঙ্কিত।

রসচক্র-সাহিত্য-সংসদের সভ্যগণ।

উৎসর্গ

কবিবন্ধু

ডাঃ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে

শ্রীকরকমলেষু

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

আহরণী

ব্রজকথা

মথুরার দ্বারে

চরণে মিনতি প্রহরি তোমার ব'সোনা অমন বেঁকে,
মোরা তোমাদের রাজারে হেরিতে এসেছি গোকুল থেকে।
ছেঁড়াধড়া-পরা পথধূলি ভরা শরীরে ঘামের রেখা ;
তাই ব'লে কিরে যেতে হবে ফিরে পাব না কানুর দেখা ?
তুমিত জান না, প্রহরি, তোমার রাজাটি মোদের কে !
এই ধূলিমাখা বুকে মাথা রেখে মানুষ হয়েছে সে।
আমরা কাঙাল, অবোধ গোয়াল, সে আজ অনেক বড় ;
ও চরণে ধরি তোরণ-প্রহরী, তাড়ায়ো না, দয়া কর'।

আমাদের কানু তা-র কাছে যেতে তো-র পায়ে সাধাসাধি !
চোখে আসে জল মুখে আসে হাসি তাইত হাসি কি কাঁদি !
দাঁড়াইয়া ঠায় দ্বারে ধূলা পায় কানু শুনে তাই যদি,
কত ব্যথা মরি পাবে সে, প্রহরি, আঁখিনীরে ব'বে নদী।

আহরণী

রাজার দণ্ড ধরেছে কানাই ছেড়েছে মোহন বাঁশী,
সেই হ'তে তার বুঝি মুখ ভার, নাই খেলাধূলা হাসি।
আহা সে কত না পেয়েছে যাতনা কেঁদেছে মোদেরে ছাড়ি ;
অমন করিয়া দিওনাক ঠেলি, ভ্রূকুটি করোনা দ্বারি।

কালীদহ হ'তে এনেছি তুলিয়া তার তরে শতদল,
যে বনে বেড়াত চরাত গোধন, সে বনের পাকা ফল ;
শাঙলীর দুধে মথিয়া নবনী, ধবলীর দুধে ক্ষীর ;
এনেছি মালতী ফুলে মালা গাঁথি, যমুনার কালো নীর।
এনেছি পাঁচনী, শিখিচূড়া, ননী, কোঁচান রঙীন ধড়া,
বাঁশবন ঢুঁড়ি এনেছি বাঁশরী যতনে ছিদ্র করা,
গোটা গোকুলের আঁখিজলে ভেজা এসেছি আশিস্ নিয়ে !
ভাঙ্গা হৃদিভার রাঙ্গা আঁখি আর,—একবার বল গিয়ে।

বলিস্ তাহার রোপিত লতাটি আজি ফুলে আলো করা,
ঘেরি নীপতল আসিয়াছে জল যমুনা দুকূল ভরা,
যা ছিল মুকুল এখন তা ফল, চারা বাঁধিয়াছে ঝাড়।
আদরের বুধু হয়েছে ডাগর শিঙ উঠিয়াছে তার।
কোথা র'বে তার রাজসভা, দ্বারি, র'বে না সে গৃহকোণে
বুকে এসে ছুটে পড়িবে সে লুটে একবার যদি শোনে !
নয়ন রাঙায়ে দিওনা তাড়ায়ে প্রহরী নিঠুর হিয়া,
দিব ক্ষীর, সর, বনফুল তোরে, একবার বল গিয়া।

লুকোচুরি

তোর সনে ভাই লুকোচুরি-খেলা চলিতেছে মোর চিরকাল,
ধ'রে ফেলি তোরে যেমনই লুকাস্ শ্যামলাল।
লুকাস যেথায় সে ঠাঁই হরষে মস্‌গুল,
গরবে গোপন করিতে সদাই করে ভুল,
আঁধারে লুকালে পায়ে পায়ে ফুটে তারাফুল.
ভিড়ে লুকাইলে বেজে উঠে খোল করতাল।
তোরে ধরা ভাই বড় সুবিধাই, তবু চলে খেলা চিরকাল।

গগনে যখন লুকাস্ তখন দেখি যে স্বচ্ছ মেঘে মেঘে,
হয় ঘন শ্যাম তোর তনুটির রঙ লেগে।
চিনি-চিনি ব'লে যদি দেরী হয়, তবে তায়
হাসিয়া ফেলিস্ রে চপল, তুই চপলায়।
মেঘের আড়ালে শিখি-চূড়া ঢাকা নাহি যায়,
ইন্দ্রধনুতে মাঝে মাঝে তাই উঠে জেগে।
ধরা প'ড়ে গিয়ে চেঁচাস্ আবার বজ্রে গরজি রেগে-মেগে।

কাননে যখন লুকাস্ তখন সহজেই তোরে খুঁজে পাই ;
বৃন্দাবন যে স্মরিয়া সেদিকে আগে যাই।

বনমালী, তুই নূপুর না খুলি যাস্ ছুটে,
ঝিল্লীর তানে বল্লীর প্রাণে বেজে উঠে,
অধর চরণ পরশে বাঁধুলী উঠে ফুটে—
কীচক-বনেও 'কূ' দিয়ে লুকাস্, রে কানাই।
ভারি তুই চোর, চপল কিশোর, বারবারই মোরা জিতে যাই।

হ্রদের সলিলে ডুবিয়া ভাবিলি এইবার বুঝি যাব' হারি।
জলে ডুব দেওয়া নূতন তোর কি সহচারী?
দেরী হ'লে তুই উঁকি দিস্ আধ-আঁখি মেলি
ফোট'-ফোট' নীল কুমুদ-কলিতে ধ'রে ফেলি।
রাঙা পাণি দুটি বশ তো মানে না, করে কেলি,
জাগে যে মৃণালে কমল-কলিকা সারি সারি,
ঢেউএর নাচন, নটবর তোর গোপন নটন-অনুকারী।

শেষে ঘরে ঘরে হৃদয়ে হৃদয়ে লুকাতে লাগিলি ননীচোরা,
গৃহকোণগুলি খুঁজিতে কি বাদ দিব মোরা?
প্রিয়ার প্রণয়ে প্রতিবিম্বিত তোর প্রীতি
সখার সখ্যে শুনি তোর দূর বেণু-গীতি,
চিনি যে শিশুর চারু চাপল্যে নিতি-নিতি,
নিষেধ মানে না গোপন কথাটি কয় ওরা।
কান্না-তো লুকাস্, ছায়াটি লুকাতে পারিস্ না যে রে ননীচোরা

বৃন্দাবন অন্ধকার

নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার,
চলে না চল মলয়ানিল বহিয়া ফুলগন্ধভার।
জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ ফুটে না বনে কুন্দনীপ,
ছুটে না কলকণ্ঠ-সুধা পাপিয়া-পিক-চন্দনার।
বৃন্দাবন অন্ধকার।

ছোঁয় না তৃণ গোঠের ধেনু, ব্রজের বনে বাজে না বেণু,
করে না শ্যাম রাধিকা লয়ে সারিকা শুক দ্বন্দ্ব আর।
পিয়ালফুল-পরাগ মাখি' আয়ত-তরলায়িত-আঁখি,
হরিণী আজি লেহন করে চরণ সুধাস্যন্দ কার?
বৃন্দাবন অন্ধকার।

শিখীরা আর মেলিয়া পাখা করে না আলো তমালশাখা
কমলকলি ফুটে না, অলি লুটে না মকরন্দ তার।
রুচে না কারো নবনীসর, হেলায় লুটে অবনী'পর
করে না দধিমন্থ বধূ নাচায়ে চারু চন্দ্রহার।
বৃন্দাবন অন্ধকার।

ফেনিল কেলি সলিলে নাহি তটিনী আর ছুটে না গাহি
পাটনী কাঁদি তরণী বাঁধি, করেছে খেয়াবন্ধ তার।
নূপুর-হার-হারানো ছলে গোপীরা সাঁঝে যমুনাজলে
করে না দেরী আজিকে হেরি হাসিটী শ্যামচন্দ্রমার।
বৃন্দাবন অন্ধকার।

বাতাসে শ্বসি' বেতসীবন   হুতাশে মরে হতাশ মন'
রচে না কোলে ঝুলন দোলে মিলন-প্রেমানন্দহার।
সখারা শোকবিবশ বেশে   মূরছি পড়ে দিবসশেষে,
গাঁথে না মালা, ভরিয়া ডালা তুলে না ফুল বন্দনার।
বৃন্দাবন অন্ধকার।

গোপললনা নায়কহীনা   শোকশায়কে শায়িতা দীনা,
নয়ননীরে বাজায় ব্যথা-পাথার ভানুনন্দনার।
চিৎকুমুদী ঢুলিছে মুদি'   থেমেছে গীত কণ্ঠ রুধি'
গোকুল মৃৎপিণ্ড হলো, চলে না হৃৎস্পন্দ আর।
বৃন্দাবন অন্ধকার।

উভয়সঙ্কট

সখি এ কেমন ধারা ?
যে জন কাঁদায় সে বিনে গোকুল অকূল পাথারে হারা !
যে বাঁশী জ্বলায় অন্তরে
গৃহকাজ হ'তে মন হরে,
গৃহ আঙিনায় মনোবেদনায় যা' শুনিয়া হই সারা,
একদিন যদি সে বাঁশরী নাহি বাজে,
আরো যেন প্রাণ করে আনচান মন নাহি লাগে কাজে।

যমুনার পথে ঘাটে
কত লাঞ্ছনা করে সেই জনা, সে জানে যে পথে হাঁটে।
তবু যদি আসাযাওয়া-পথে,
না দেখি তাহারে কোন মতে,
লাজে শঙ্কায়—বিড়ম্বনায়—পথটি যদি না কাটে,
গৃহে ফিরে যেতে চাই আশে পাশে পিছে,
যমুনায় যাওয়া ব্যর্থ সে দিন জল বহা হয় মিছে।

দধি সর ক্ষীর ননী
তাহার জ্বালায় রয় না শিকায়, এমনি সে নীলমণি।
কোন' দিন নাহি হরে যদি,
প'ড়ে থাকে তবে ক্ষীর দধি,
শিশুগণে কেউ দেয় না বাঁটিয়া তায় বিষসম গণি।
দিনের অন্ন সেদিন কারো না রুচে,
প্রভাতের সেই মনের বেদনা সারা দিনে নাহি ঘুচে।

হোলীর দিনেও ভয়,
তাহার নিলাজ রঙের খেলায় ইজ্জত নাহি রয়।
তবুগো সেদিন কোন্ নারী
ফেলি রঙভরা পিচকারী,
গৃহকোণে রহি গুমরি গুমরি একাকিনী ব্যথা সয়?
কারো গায়ে যদি ফাগ নাহি ছুড়ে কালা,
সারা বরষেও যায়নাক তার সে অবহেলার জ্বালা।

দুই কৃষ্ণ

"অসি ও কিরীট ধরি'
মহীর শাসন করেছে কৃষ্ণ সিংহাসনের' পরি।"

"মহী কা'রে বলো ? অহির শাসন করেছে তা' আছে মনে।
সিংহাসনেত নহে, তবে বটে কালীয়ের ফণাসনে,
দেখিতে ভুলেছ অসি নহে সেটা, বাঁশী বটে প্রাণচোরা,
কিরীট বলিবে বলোগে' তোমরা, শিখিচূড়া কই মোরা।"

"রক্ত-প্রবাহ মাঝে
শিশুপাল সহ যুঝিলেন তিনি বীরকেশরীর সাজে।"

"সেটা একরূপ যুদ্ধ বই কি ?—রক্ত নয়ত, রঙ্!
হোলীর দিনে সে পিচ্কারী খেলা ? যুদ্ধেরি মত ঢঙ্।
শিশুপাল নহে পশুপাল বলো—গোপালগণের সহ
বীর-কেশবের ফাগ-কুঙ্কুম—কেলি-রণ তাহে কহ।"

"কুরুক্ষেত্র' পরি
ধর্ম্মেরে জয়ী করিতে রথের রশ্মি ধরেন হরি।"

"রথের রশ্মি কোথা পেলে ? তবে তরীর কর্ণ বটে,
নর্ম্মের লাগি বাহিলেন তরী যমুনার তটে তটে।
কুরুক্ষেত্র,—সে কেমন কথা ? মথুরার পার-ঘাটে,
পার হ'য়ে যেত গোপ-গোপী যত দুধ বেচিবারে হাটে।"

"বিজয়-রক্ত-কেতু
"রথের উপর গাহিলেন গীতা ভূভার-হরণ হেতু।"

রথ নয় সে ত ঝুলন-দোলায়, গীতা নয় সে ত,—গীত।
পতাকার কথা বলিতেছ যাহা, রক্ত নহেত,—পীত।
'ভূ-ভার-হরণ'? আজ্‌গুবী কথা পেলে তুমি কোন্‌ খানে?
গোপীজন-মনোহরণের লাগি' গাহিলেন বেণু-তানে।"

চিরবন্দী

চিরবন্দী তুমি,
ভক্তচিত্ত-কারাগারে এবে তব নব ব্রজভূমি!
ধরা দিলে একদিন অতর্কিতে পড়ি রস-কূপে,
বন্দী হ'লে বৃন্দাবনে 'ননীচোরা' 'মন'চোরা'-রূপে।
রাখালেরা বাহুডোরে, গোপগণ উত্তরীয়-বাসে,
মা যশোদা উদূখলে, গোপীগণ বেণীনাগ-পাশে,
বাঁধিল কালিন্দীকুঞ্জ, নীপবন,—মাধবী-লতায়।
বন্দী আজো ছন্দে, গন্ধে, নার্ম্মা বন্ধে, যথায় তথায়।
কপট লম্পট শঠ! সেই হ'তে নাহি অব্যাহতি,
এত যুগ দণ্ডভোগে আজো তব হলো না সুমতি,
আজিও পলাতে চাও ছলে বলে কৌশল-প্রসাদে,
বাড়ে দণ্ড নব অপরাধে।

সিন্ধুকূলে

নন্দদুলালে খুঁজিতে, সিন্ধু, তোমার বৃন্দাবনে,
এসেছি, বন্ধু দেখাও আমার সুন্দর শ্যামধনে।
নীলমণি-ধনে বক্ষে ধরিয়া কেমনে লুকাবে হায় ?
তার তনু আভা লেগে তব প্রাণ ভ'রেছে যে নীলিমায়।
শ্যাম-বিরহের অশ্রু ঝরিয়া মিলে তায় কোটি ধারা,
নীলকালিন্দী ! সিন্ধুর রূপ ধরিয়াছ সীমাহারা।

লোকে কয়,—খোঁজ' ব্রজবান্ধবে নগরের মন্দিরে,
সেথা গিয়ে তারে না পেয়ে সিন্ধু এসেছি তোমার তীরে।
সেথায় হেরিনু বিশাল সৌধ পাষাণ-প্রাচীরে ঘেরা,
রাজকীয় ভোগ বহিতেছে তথা শতশত বাহকেরা।
বাজে দুন্দুভি ডঙ্কা সেথায়, পত-পত উড়ে ধ্বজা,
সে-রাজপ্রাসাদে জুটেছে রাজার হাজার হাজার প্রজা।
রাজ-বৈভবে গুরু গৌরবে সেথা হায় কোথা মোর
প্রাণের গোপাল ব্রজের রাখাল নীলমণি ননীচোর ?
তোমার সদনে এসেছি বন্ধু সন্ধান জানো তুমি।
অশ্রুপাথার-প্লাবিত গোকুল, তুমি শোক-ব্রজভূমি।
জানি জানি আমি ; ঊর্ম্মি-পাণিতে 'না না' বলো অকারণে,
নিমাই গিয়াছে ঢুঁড়িতে সে ধন তোমারি তমাল-বনে।
মিছে লুকায়ো না, দেখায়ো না ভয় উত্তাল কল্লোলে,
শ্যামসুন্দর কোথা আছে মোর দাও হে সিন্ধু ব'লে।

চিত্রকথা

তীর্থের পথে

দূর বেহারের একটি সহরে চৌদ্দ বছর গতে
হেরিলাম তারে বারাণসী হ'তে ফিরিয়া আসার পথে।
পাঁচটি ছেলের জননী হয়েছে স্বচ্ছল সংসারে,
ধীর গম্ভীরা আজি মন্থরা মাতৃ-গরিমা ভারে।
রাণীর মতন করিছে শাসন সতত হাস্যমুখী
অতি দুরন্ত ছেলেদের শত সহিছে বায়না ঝুঁকী
স্ত্রৈণ স্বামীটি কথায় কথায় করে ধমকের ভয়,
শুভঙ্করী সে স্ত্রীবুদ্ধিটির কাছে লভি পরাজয়।
প্রতিবেশিগণ নানা ভাবে পায় তার কাছে উপকার,
অতিথ ভিখারী যাত্রীর লাগি খোলা আছে তার দ্বার।
দাসদাসীদের করিছে শাসন, হিসাব লিখিছে ব'সে,
সকলে ব্যস্ত সদা তটস্থ তার কৃত্রিম রোষে।

আমিত অবাক! আমাদের সেই দুষ্টু চপল সোণা,
কেমন ক'রে সে এতবড় হ'য়ে করিছে গিন্নীপণা।
দেহে মনে সাজে গলার আওয়াজে বদ্‌লেছে বিল্‌কুল,
মাঝখানে একজন্ম তফাৎ,—মেলেনাক এক চুল।
দেখি চেয়ে চেয়ে বয়স কমায়ে ভাবি তারে ছোট ক'রে,
স্মৃতির সোণারে বড় ক'রে ভাবি—মেলেনাক জোড়ে জোড়ে

মনে পড়ে সেই নব কৈশোরে ঘাটে মাঠে মাতামাতি
কাজলা দীঘির পাথারে সাঁতার—বটতলে খেলাপাতী।
শৈশবে সেই পূজার দালানে আগাডুম—বাঘাডুম,—
আম-বাগানের ঠাণ্ডা দুপুর,—জাম কুড়ানোর ধুম,
পায়রা উড়ানো,—ঘুড়ি কাড়াকাড়ি—কথায় কথায় আড়ি,
রাগ অভিমানে চোখ ভরা বানে ভাব-ই যেত আরো বাড়ি।

মনে জাগে আজি একে একে ক্রমে বাকী সখীগুলি মোর,
সোণার মতন তাদের সবার নয়ত কপাল-জোর।
পনেরো বছরে শাঁখা শাড়ী ছেড়ে ফিরে এলো কেউ গাঁয়,
দুটী ছেলে রেখে ইহলোক থেকে কেউ চলে গেছে হায়,
পল্লী-কুটীরে খেটে খুটে কারো দুবেলা যোটে না ভাত,
বৃদ্ধ রুগ্ন স্বামীর শিয়রে কেউ জাগিতেছে রাত।
বছর বছর বুকের বাছারে বিদায় দিতেছে কেউ,
কাহারো বুকের পাঁজরা ভাঙিছে নিত্য শোকের ঢেউ।
কারো হাতে পাই অশ্রু-চুয়ায় ভাইদ্বিতীয়ার ফোঁটা,
কেউবা জায়ের কেউ ননদীর সহিছে ধমক খোঁটা।
তাহাদের কথা, প্রীতি-স্মৃতি-ব্যথা মনে জাগে পাশাপাশি,
একটিও সখী সুখে আছে দেখি অশ্রুর ফাঁকে হাসি।

রহিনু দু'দিন, চলে দুই বেলা ভুরিভোজনের পালা,
খোলা মাটী নয়—পাই তার হাতে খাঁটী মিঠায়েরি থালা।

পুতুলের ছেলে নয় ক, তাহার পাঁচ জীবন্ত ছেলে
ঘাড়ে পিঠে মোর চড়িবার লাগি একে আর দেয় ঠেলে।
কেউ চড়ে কোলে, কেউ কাঁধে ঝোলে ; বেসামাল হই আমি।
চিনি না যাদের তাদেরি কথাই বলে যায় অবিরামই।
ছোট জীবনের কাহিনী শোনায়—দেখায় কত না বাজী,
নিঃশেষ ক'রে জানায় তাদের বাহাদুরী কারসাজী।
একটি দিনেই আপন বলিয়া কেমনে চিনিল মোরে,
জানিনা 'সোণার' কণায় কোথায় ছিল তারা ঘুমঘোরে।
মা বলে ওদের, 'মামারে তোদের ঘুমুতে দিবি না নাকি ?
অমন জ্বলালে যাবে মামা চলে, হিসেব রাখিস্ তা কি ?'

সে কথা কে শোনে ? বাড়ী হ'তে টেনে রাজপথে নিয়ে যায়,
চলে কলরবে, অযথা গরবে সাথীদের পানে চায়।
ইস্কুল যাওয়া বন্ধ করেছে—মাষ্টারো গেল ফিরে,
নজর বন্দী সজোর বন্দী করি সদা রয় ঘিরে।
পরের চাকরী,—নাচার,—কি করি, এলো বিদায়ের বেলা,
ছেলেদের মুখ শুকাল সহসা, থেমে গেল হাসি খেলা।
সোণার নয়নও করে ছল ছল,—আমিও পাষাণ নই।
বুদ্ধিমতী সে রাগ করা তার উচিত কেমনে কুই ?
বহুদিন হ'তে রুদ্ধ ছিল ত আত্মীয়তার ধারা,
বিবাহের পর হতেই সোণাও হইয়াছে দেশছাড়া।

আমি যে আসিব, করেনি ক আশা, ছিল না আসার কথা,
অযথা তাহার অভিমান আর অযথা তাহার ব্যথা।
ছেলেরা কাঁদিয়া তাহারে কাঁদায়, চোখভরা অভিমানে
জননী সোণায় বালিকা সোণার্ধে চিনিলাম মনে প্রাণে।
অবুঝ ছেলেরা লয় না কিছুতে টাকা দিতে গেলে হাতে,
বায়না ধরিয়া খায়না কিছুই যেতে চায় মোর সাথে।

বলিল ভগিনী—"বিদেশ বিভূঁই, পড়ে আছি হেথা একা,
আপন জনের সঙ্গে এখানে কচিৎ কখনো দেখা,
বারো বছরের গোটা গ্রামখানি এ বুকে রয়েছে জাগি
সবি মিঠে তার, প্রাণে তোলপাড় নিশিদিন তারি লাগি।
পুরুষ মানুষ, কি যে ব্যথা তায়, তুমি কি বুঝিবে দাদা ?
কেন এলে শুধু ব্যথা বাড়াইতে ? এস গে—দিবনা বাধা।"

বিদায় নিলাম, প্রণাম লভিতে মনে হলো বারবার,
কার কাছে কার নেবার প্রণাম সত্যই অধিকার।
এক দিন যারে কথায় কথায় মেরেছি চাপড় চড়,
তার কাছে আজি মাথা হেঁট হয়—মনে মনে করি গড়।
গা'ল খেয়ে নিজে অপরাধী ভেবে রহিত যে মুখ বুজে
সে ভগিনী মোর কোথা গেল হায় দেখি নি কখনো খুঁজে।
তীর্থের পথে পেলাম আজিকে নব তীর্থের দেখা
আমার জীবন-পুরাণে ইহার মহিমা-কাহিনী লেখা।

লালাবাবুর দীক্ষা

সিত মর্ম্মরে খচি' বিরাট দেউল রচি'
আর্ত্ত আতুর তরে খুলি দানসত্র,
গড়িয়া অনাথশালা, সার করি ঝোলামালা,
ভক্তগণের নামে লিখি দানপত্র,
লালাবাবু বৈরাগী,— গুরুকরণের লাগি,
সারা পথ ভরি ভেট-উপহারপুঞ্জে,
বাবাজী কৃষ্ণদাস যেখানে করেন বাস,
একদা এলেন সেই নিভৃত-নিকুঞ্জে।
সাধুমুখে নাম গান শুনিয়া জুড়াল প্রাণ
বাজিয়া উঠিল তাঁর হৃদয়ের যন্ত্র,
সাধুর চরণে ধরি' ক'ন লালা, "কৃপা করি'
এ অধমে দি'ন তরী,—তরণের মন্ত্র।"

সাধু ক'ন স্নেহভরে "এবে ফিরে যাও ঘরে,
এখনো আসেনি তব দীক্ষার লগ্ন,
নিজে যাবো, এলে দিন রবো নাক উদাসীন।"
এত কহি আঁখি মুদি পুন জপে মগ্ন।

লালাবাবু যা'ন ফিরে বুক ভাসে আঁখিনীরে,
ভেট দক্ষিণা সাথে ধিক্কারে ক্ষুণ্ণ,
ভাবেন, "হায় রে তবে যশই কিনেছি ভবে,
পারের কড়ির থলি একেবারে শূন্য?

পুণ্যের আহরণে এখনো মনের কোণে,
ছায়ারূপে বিরাজিছে অভিমান দম্ভ,
ছাড়িয়া বিষয়-মায়া সে বুঝি ধরেছে কায়া,
বাহিরে তাহার রূপ,—মঠ, বেদী, স্তম্ভ।
যার ধন সেই পায়, লোকে মোর গুণ গায়,
তাই শুনি নিশিদিনই, ভাবি তাই সত্য।
ব্রজনাথ করে দান, জাগে মোর অভিমান,
ভবরোগীটির এ যে দারুণ কুপথ্য।"
এই ভাবি সব ছাড়ি মন্দির মঠ-বাড়ী,
চলিলেন লালাবাবু ঝুলি লয়ে স্কন্ধে,
পথে পথে ব্রজধামে জয় শ্যাম রাধা নামে,
মাধুকরী করি সদা ফিরেন আনন্দে।
ব্রজবাসিগণ তায় সবে পিছু পিছু ধায়,
লাখপতি ভিখ মাগে 'বলি রাধাকৃষ্ণ',
দীন ভিক্ষুক যারা দুই পাশে কেঁদে সারা,
দু'ধারে ভবনগুলি চাহিছে সতৃষ্ণ।
ভাণ্ডার খালি ক'রে আনে থালী ডালি ভ'রে
দিতে রাজভিখারীরে,—ছুটে সবে ত্রস্ত,
ভিখারী লয় না কিছু বদন করিয়া নীচু,—
মুষ্টি ভিক্ষা তরে পাতে এক হস্ত।
মাস-ছয় গেল চ'লে গুরুর চরণ তলে
জানালেন লালাবাবু পুন সঙ্কল্প,
হেসে তারে গুরু ক'ন, "দেরী নাই, সুলগন
নিকটে এসেছে বাছা,—বাকী আছে অল্প।"

লালাবাবু ফিরে যা'ন, ভেবে খুঁজে নাহি পান,
দীক্ষার বাধা কোন্ ঐহিক সূত্র,
কোথা কোন্ ফুটা দিয়া যায় হায় বাহিরিয়া
সঞ্চয় তাঁর,—কী সে ডুগ্ধে গো-মূত্র ?
সারা পথ আঁখি-জলে তিতাইয়া লালা চলে,
নয়নে নাহিক নিদ—রুচে না ক অন্ন,
শেঠেদের বাড়ীটার পাশ দিয়ে যেতে তাঁর,
জাগিল সহসা চিতে নব-চৈতন্য।
সহসা ভাবেন থামি; "কি ধন পেলাম আমি,
কে করিল করাঘাত হৃদয়-মৃদঙ্গে ?
এই শেঠেদের বাড়ী, রেশারেশি আড়া আড়ি,
চলিয়াছে কতদিন—ইহাদের সঙ্গে,
ব্রত দান খয়রাতে কতই এদের সাথে,
প্রতিযোগিতায় আমি ছিনু রজোদৃপ্ত,
পুণ্য-পণ্য তরে দর-ডাকাডাকি ক'রে,
যশ-পিপাসারে মোর করিয়াছি তৃপ্ত।
মনের কুহর মাঝে আজো অভিমান রাজে,
হায়, হায়, অধমের হলো না ক' শিক্ষা,
এ ব্রজের দ্বার-দ্বার গেছি আমি বারবার,
পারি নাই এ দুয়ারে মাগিবারে ভিক্ষা।"
এত ভাবি একেবারে শেঠের তোরণ-দ্বারে,
হাঁকিলেন লালাবাবু, "রাধে গোবিন্দ।"
শেঠেদের ঘরে ঘরে সে ধ্বনির সাড়া পড়ে,
ছুটে আসে পরিচর-পরিজনবৃন্দ।

কাঁদিল প্রহরী দ্বারী,— কেঁদে উঠে ভাণ্ডারী,—
দেওয়ান কাঁদিয়া চুমে পদধূলিপঙ্কে,
শেঠ্‌জী ছুটিয়া আসে বাঁধে তাঁরে বাহুপাশে,
নারীরা ফুঁপায়ে কাঁদে ফুকারিয়া শঙ্খে।
ভেদি' রোদনের রোল, হরিবোল, হরিবোল,
টলমল সারা বাড়ী প্রেমের তরঙ্গে,
উদ্দাম কীর্ত্তনে তাণ্ডব নর্ত্তনে,
প্রেমের গুরুর নাম ঘোষিল মৃদঙ্গে।
শেঠ কয় জুড়ি পাণি "আজি পরাজয় মানি,
ইহলোকে পরলোকে জিতে গেলে বৈরী,
ঝুলিখানি তব কাঁধে ভরা জয় সংবাদে,
সোনা দিয়ে পরাজয় করিয়াছি তৈরী।"
শেঠ হাঁকে, বার বার "সারা শেঠ-ভাণ্ডার
সাথে দাও বন্ধুর, তবে পাবো তুষ্টি।"
লালাবাবু ক'ন "ভাই, এ জঠরে ঠাঁই নাই
এক কটোরারো, চাই শুধু এক মুষ্টি।"
এক মুঠি প্রেমকণা,— ভিখারী হাজার জনা,
লালাবাবু ফিরে যান, সাথে চলে হর্ষে
সবে হরি হরি বলি,' করতাল কুতূহলী,
শেঠকুল-মহিলারা ফুল লাজ বর্ষে।
ফিরে যেতে দ্বারদেশে হেরিলেন, গুরু এসে
কহিছেন, "আজি শেষ হয়েছে পরীক্ষা,
নেচে হরি হরি বলো, যমুনার ঘাটে চলো,
লগ্ন এসেছে লালা, লও আজি দীক্ষা।"

গজপুরী গিরিসঙ্কটে

আফজলসুত ফজলের আজ জ্বলেছে কোপ,
করিবে আজি সে শিবাজীর সব দর্প লোপ।
না ধরি তাঁহারে আজি ফিরিবে না,
ঘিরেছে দুর্গ বিজাপুরী সেনা
গিরিশির হতে কুপিত ফজল ছাড়িছে তোপ,
পিতৃবধের প্রতিহিংসার জ্বলেছে কোপ।

পবন-দুর্গে মারাঠা সিংহ পড়িল ফাঁদে,
রক্ষা যে নাই মারাঠার রাজলক্ষ্মী কাঁদে।
সুড়ঙের পথে পলায় শিবাজী,
চক্রীর কেবা বুঝে কারসাজী ?
মাওয়ালীর গিরি-প্রপাত-ধারায় কে হায় বাঁধে ?
মারাঠা-সিংহে বিজাপুরী ফেরু ধরিবে ফাঁদে ?

সুড়ঙের মুখে সলাবৎখাঁর সেনা-শিবির,
রুধিবারে পথ এল জোহর হাবশী-বীর।
কি কথা হইল নয়নে নয়নে
বুঝিল না কেউ থাকিল গোপনে।
হ'ল তার সেনা মাওয়ালী-স্রোতের দুইটি তীর,
ছুটিল শিবাজী ভেদি বিজাপুরী সেনা-শিবির।

ছুটিল শিবাজী নিশার আঁধারে শৈল-বনে,
হাজার খানেক বাছা-বাছা বীর তাহার সনে।

ফজল যখন পেল এ খবর
তখন বিগত রাত্রি দুপর,
দশগুণ সেনা সাথে লয়ে পিছে ছুটিল বনে,
ছুটেছে শিবাজী পরিচিত পথে শৈল-বনে।

বন পর্ব্বত দুর্গম পথ আঁধার ঘোর
গজপুর গিরিসঙ্কটে হ'ল রাত্রি ভোর।
ক্লান্ত অবশ সবার শরীর
অশ্বের মুখে ফেনিল রুধির
হাঁকিল শিবাজী, "ফেলে দাও জিন লাগামডোর,
বেশী পথ নাই ছুটাও অশ্ব ছুটাও জোর।"

এখনও বিশাল-দুর্গের পথ দশটি ক্রোশ,
পিছনে ছুটিছে মশালে জ্বলিছে ফজলী রোষ।
শুনা যায় দূরে সেনাকোলাহল
দিবালোকে হ'বে সকলি বিফল,
বিশালগড়ের এত কাছে আসি, কি আফশোষ!
এখনো হায় রে পথ সম্মুখে দশটি ক্রোশ।

হেথা গজপুরী-সর্দ্দার এসে কহিল—"প্রভু,
প্রাণ দিবে দাস তোমারে ধরিতে দিবে না তবু।'
ভয় কি, এদেহে থাকিতে পরাণ
ফজলের সেনা হবে আগুয়ান?
প্রভুর কার্য্য সাধিতে মাওয়ালি পিছ-পা কভু?"
হাতজোড় করি কহিল তখন বাজী-প্রভু।

বুকে ধরি তায় কহিল শিবাজী,—তোমার ঋণ,
অপরিশোধ্য। শোধ হ'তে পারে শুধু সেদিন
যেদিন এ ব্রত হইবে পূর্ণ
অরাতি দর্প করিয়া চূর্ণ
এ দেশ আবার স্বীয় গৌরবে হবে স্বাধীন,
চলিনু বন্ধু বুকে ধরি তব শোণিত-ঋণ।"

ছুটিল শিবাজী আবার নূতন অশ্বে উঠি,
ডঙ্কা শুনিয়া গজপুরী প্রজা আসিল ছুটি।
বাজী-প্রভুর লস্কর যত
সে আর কতই? হবে পাঁচশত!
গিরি-সঙ্কটে পরাণ সঁপিতে পড়িল জুটি।
শপথ করিয়া গজপুরী বীর বাঁধিল ঝুঁটি।

হাঁকে সর্দ্দার, "চল বীরগণ সমরে সাজি,
ভবানী-দেবীর পুত্রের তরে মরিব আজি।
বৈরী-দর্প করিয়া চূর্ণ
মোদের আশা যে করিবে পূর্ণ,
তাহার লাগিয়া সঁপিব জীবন,—জয় শিবাজী।
গর্জ্জিয়া চল গিরি-সঙ্কটে মরিতে আজি।"

হাঁকে সর্দ্দার, "বিজাপুরী সেনা ক্ষণেক রহ,
শিবাজীরে চাও? আগে আমাদের জীবন লহ।
তোমাদের পথ করিতে পিছল
রুধির ঢালিবে গজপুরী দল।"

গিরি-সঙ্কটে বাধিল সমর—শঙ্কাবহ
হাঁকে সর্দ্দার—'বিজাপুরী সেনা ক্ষণেক রহ।'

বৃথাই করিল ফজল মারাঠা-কেল্লা ফতে,
বিজাপুরী সেনা বৃথাই বিশাল এ গিরিপথে।
দুই-দুই জন যেমন আগায়
মরে গজপুরী বর্শার ঘায়,
দুর্গম পথ আরো দুর্গম আহত হতে,
দশ সহস্রে রোধিল কেবল পঞ্চশতে।

পঞ্চশতের দুইশত আছে, মরেছে বাকী
সর্দ্দার হাতে বক্ষের ক্ষত রেখেছে ঢাকি,
নয়নে জাগিছে স্বর্গের রথ,
"এখনও ফজলে ছাড়িও না পথ,
এখনও শুনিনি তোপের শব্দ,"—কহিল হাঁকি,
বিশাল গড়ের দিকে কান খাড়া করিয়া রাখি'।

দুপুরে হইল তোপের শব্দ কর্ণগত,
সর্দ্দার শুনি মুক্ত করিল বুকের ক্ষত।
হাঁকিল, "আর কি, পলাও এবার,
সময় হয়েছে বিদায় নেবার।"
দলি তার দেহ ছুটে এল বিজাপুরীরা যত।
শিবাজী তখন বিশাল-দুর্গে বিরামরত।

নন্দ-কল্যাণী

ছয়টি বছর অতীত হইল কুমার গিয়াছে চলি'।
কপিলাবস্তু-প্রাসাদে সেই যে নিভিয়াছে দীপাবলী
আজো জ্বলে নাই, পুরী-মাঝে আজো উঠিতেছে হাহাকার,
একটি একটি করি পুরবাসী গেরুয়া করিছে সার।
প্রাসাদ-কারায় করে ছটফট নৃপতি শুদ্ধোদন,
ধীরে ধীরে দৃক্‌শক্তি গলায়ে ঝুরে তাঁর দু'নয়ন।

"জীবনের দিন শেষ হ'য়ে আসে, ক্ষোভ নাই, সে ত ভালো
এখনো নয়নে যায় নি ঘুচিয়া তপনের ক্ষীণ আলো।
এই আলোটুকু থাকিতে থাকিতে একবার এসো ফিরে,
শেষ-দেখা দেখে মুদি এ নয়ন রোহিণী নদীর তীরে।"—
কেঁদে কেঁদে কয় জীর্ণ নৃপতি। মন্ত্রীরা কয়, "প্রভু,
আপনার মত এমন ভাগ্য কাহারো হয় না কভু!
সম্বোধি লভি কুমার মোদের আজিকে বিশ্বত্রাতা,
পীড়া-জরা-ব্যথা-মরণ-সাগরে জীবে আশ্রয়-দাতা।
বিশ্ব-জগতে আলো করে দান শাক্য-কুলের রবি,
শান্ত করুন চিত্ত, রাজন্ এই সান্ত্বনা লভি'।"

কুমারে পত্রী লিখিয়া জানায় মন্ত্রীরা বারবার,
"তোমারে না হেরে জনক তোমার করিতেছে হাহাকার।
দেশে দেশে কত বিলা'লে কুমার, অমৃতমন্ত্র তুমি
কোন্ অপরাধে অপরাধী এই ব্যথিত জনম-ভূমি?"

পত্রী বহিয়া চলেছে কতই দূতের উপরে দূত—
বৃথা পথ চাওয়া, কেহ ফিরে নাক। অপরূপ অদ্ভুত

কুমার নন্দ গর্ব্বে কহিল, "শুনে মোর হাসি পায়,
যত নির্ব্বোধে দৌত্যে পাঠাও দু'কথায় ভুলে যায়।
হয় তৎসেখানে ভূরি-ভোজ মিলে, শ্রম-ক্লেশ কিছু নাই,
নিঃস্ব লুব্ধ দূতেরা তোমার ফিরিয়া আসে না তাই।
দেখি একবার আমি নিজে গিয়ে, আনিবই নিশ্চয়,
দাদারে সঙ্গে যদি নাহি আনি—নন্দই নাম নয়।
আমি আকণ্ঠ সম্ভোগ লাগি উন্মুখ দিবা-যামী—
এ রাজ-কুলের সব সম্পদ্ ভুঞ্জিতে চাই আমি
আমারে ভুলানো নয়ক সহজ। সে মূঢ় মুড়া'ক মাথা
ভোগের শক্তি লুপ্ত যাহার—আর যার সার কাঁথা।"

অশ্ব-পৃষ্ঠে চড়িল নন্দ দৃপ্ত বীরের বেশে,
জননী বলিল, "হাঁ বৎস, আর দূত মিলিল না দেশে?
সপ্তাহ পরে বিবাহ যে তোর, প্রস্তুত আয়োজন,
বহুকাল পরে উৎসব পুরে,—এ কি এ অলক্ষণ—
এ কি বাবা তোর দুর্ম্মতি হলো? কি জানি কপালে আছে!
অজ্ঞাত ভয়ে বুক কাঁপে মোর—ডান চোক্ মোর নাচে।"
"মা তুমি ক্ষেপেছ?"—কহিল নন্দ হাসিয়া উচ্চ রবে,
"দেখিলে আমায় সংসার-সুখে উদাসী বিরাগী কবে?
শৈশব হ'তে করুণা-কাতর তিনি গিয়াছেন ব'লে,
আমি নিষ্ঠুর ক্ষত্রিয় শূর সব ফেলে যাব চ'লে?

বিবাহ, বেশ ত! বিবাহোৎসবে দাদাও র'বেন পুরে—
তা হ'তে ভাগ্য কি আছে আমার? শীঘ্র আসিব ঘুরে।"

চলিল নন্দ অশ্বারোহণে পৌর মার্গ ছাড়ি,
পুরপ্রান্তের উপবন হ'তে বাহিরিল তাড়াতাড়ি
তরুণী ললনা কুসুম-ভূষণা রূপে আলোকিয়া দিক্।
চাহিল নন্দ অশ্ব থামায়ে তার পানে অনিমিখ।
কহিল রমণী "এক্ষণি ফের, কোথায় চলেছ নাথ?
আজ বাদে কাল তোমার সঙ্গে যাপিব বাসর-রাত।
শাক্যসিংহ ঐন্দ্রজালিক, কি যাদুমন্ত্র জানে'
যারা যায় সেথা কেহ নাহি ফেরে র'য়ে যায় সেইখানে।
জীবনে আমার কত সাধ, প্রভু!—তবু যেতে চাও যদি
যাও তবে নাথ, শাণিত কৃপাণে এ নারী-জীবন বধি।"
হো-হো ক'রে হেসে কহিল নন্দ, "তুমিও পাগল হ'লে,
শাস্ত্রের দুটা মামুলী বুলিতে পাহাড় যাইবে ট'লে?
যেখানেই যা'ন শুনি তাঁর কাছে জুটিতেছে সারা দেশ,
সবাই তারা কি হতেছে ভিক্ষু মুড়ায়ে মাথার কেশ?
নব-যৌবন, হৃদয়ে লালসা, ভোগ-সাধ মনে পূরো,
বিশেষ করিয়া তোমারে ছাড়িব? নইক এমন মূঢ়।
দাও চুম্বন, পাথেয় আমার। তোমার হাতের কুঁড়ি
শুকাবার আগে, কুমারে লইয়া আসিব ত্বরায় ঘুরি।"

ছুটিল অশ্ব দূর প্রান্তরে কশার আঘাত পেয়ে,
যত দূর তার দৃষ্টি চলিল তরুণী রহিল চেয়ে।

গত দুই মাস,—কুমার নন্দ ধরেছে ভিক্ষু-বেশ
পরনে গেরুয়া, মুড়ায়ে ফেলেছে চিকন চাঁচর কেশ।
উরুবিল্বের বিহার-কক্ষে কুশ-শয্যার' পরে
বিষম দ্বন্দ্বে সন্দেহ-দোলে শুধু হায় হায় করে।
গভীর রাত্রে স্মরে প্রেয়সীরে স্মরে যত ভোগসুখ,
নিজ বেশ পানে যত চায় তত ফেটে যায় তার বুক।
প্রেম-শুক তার ছটফট করে পিঁজরে চঞ্চু হানি—
চীর-গেরুয়ার বন্ধনে ভোগ-লালসার কাৎরানি।
প্রভাত হইতে প্রভুর শ্রীমুখে ধর্ম্ম-দেশনা শোনে,
প্রভুর আঁখির হুতাশনে 'মার' ম'রে রয় তার মনে।
পুন নিশীথের নির্জ্জন গৃহে গর্জ্জিয়া উঠে 'মার'—
বাসনা-দহন শত রসনায় ক'রে উঠে হাহাকার।

*   *   *   *

ছয় মাস গত। নন্দে ডাকিয়া কহিলেন তথাগত,
"কপিলাবস্তু ফিরে যাবে না ক? আসে দূত শত শত।"
নন্দ কহিল, "হে জীবনগুরু, বুঝি না তোমার খেলা
কোনো অপরাধ করেছি কি পায়? কেন এত অবহেলা?
যে ধন পেয়েছি, মহাসত্যের পেয়েছি যে সন্ধান,
তার কাছে হেয় তুচ্ছ রাজ্য গৃহ-সুখ-ধনমান।
আজি মনে হয় শিশুর খেলানা নিয়ে ভুলেছিনু হায়,
পারিজাত-মধু যে পেয়েছে সে কি ক্ষতরস ফিরে চায়?
শাক্য-নগরে ফিরে যেতে হবে তবু মোরে একবার—
মোচন করিতে এক ঋণভার—পালিতে অঙ্গীকার!"

কপিলাবস্তু নগরে নন্দ আবার এসেছে ফিরে
বটতরু-তলে পেতেছে আসন রোহিণী-নদীর তীরে।
পুরবাসিগণ দলে দলে এসে ব'সে রয় জুড়ি' পাণি,
কহেন নন্দ-ভিক্ষু তাদেরে নবধর্ম্মের বাণী।

হোথা গৃহ-কোণে রহি কল্যাণী লুটায়ে লুটায়ে কাঁদে,
রুচে না অন্ন, চোখে নাই ঘুম, কেশ-পাশ নাহি বাঁধে
হাতের কুঁড়িটি গুঁড়া হয়ে গেছে শুকায়ে এখন ধূলি—
আশার বৃন্তে হৃদয়-কুঁড়িও শুকায়ে পড়েছে ঢুলি?
একবার ভাবে 'এই কি ধর্ম্ম?' গিয়ে কয় নিষ্ঠুরে,—
অভিমান এসে বাধা দেয় তারে গুমরে হৃদয় জুড়ে'।

দুই মাস গেল এমনি করিয়া যাই-কি-না-যাই করি'—
হায় মূঢ়া নারী,—পুষিবে ও তেজ আর কত দিন ধরি?
শেষ কথা শেষে কহিতে দয়িতে বাহিরিল কল্যাণী,
সহচরীগণ ভূষিল অঙ্গ নানা বেশভূষা আনি'।
বহুদিন পরে বাঁধিল কবরী ভূষিয়া কুসুমদামে,
নয়নে কাজল, চরণে লাক্ষা কটিতে বাঁধিল কামে।
প্রতি অঙ্গের সুষমা ফুটায়ে সঞ্চারি' পরিমল,
সারা দেহ জুড়ি তপোভঙ্গের ঘটা করে কোলাহল।
ক্ষণিক বিজলী হাসিল অঙ্গে বেদনার আঁধিয়ারে,
বিষ-শরাহত ময়ূরী চলিল মৃত্যুর অভিসারে।
সহচরী-সাথে কল্যাণী ধীরে ভুবনমোহিনী বেশে,
নন্দের পায়ে করেন প্রণাম রোহিণীর কূলে এসে।

"আসুন ভদ্রে, কল্যাণ হো'ক্",—বলিয়া তাপস সুধী
পুন দশশীল-ব্যাখ্যানে মন দিলেন নয়ন মুদি'।
দণ্ডের পর দণ্ড বিগত,—ভিক্ষু নির্ব্বিকার!
শুনিতে লাগিল জনতা শ্রীমুখে মৈত্রী-তত্ত্বসার—
কহিল রমণী—"এসেছি হে প্রভু, পাই যদি নির্জ্জন
দুটি কথা শুধু ব'লে যাব আমি প্রাণের আকিঞ্চন।"
কহিল নন্দ "ভিক্ষু-জনের গোপন প্রকট নাই,
জনতায় যাহা নহে শ্রোতব্য শুনিতে তাহা না চাই।"
হুহু ক'রে কেঁদে উঠিল রমণী ভূতলে পড়িল লুটি।
শূন্যের ধ্যানে বীরাসনে সাধু মুদিলেন আঁখি দুটি।
বলিল রমণী, "ওগো সন্ন্যাসী, কি হবে আমার গতি?"-
কহিল ভিক্ষু,—"বলিবেন তাহা মাতা মহাপ্রজাবতী—
তাঁর ভিক্ষুণী-বিহারে গেলেই জানিতে পারিবে সবি,—
রূপসম্পদ-মোহ দূর হবে উপসম্পদা লভি'।"

*　　*　　*　　*

ব্রত সমাপ্ত। অঙ্গীকারের ঋণ-পরিশোধ সারি'
পরদিন প্রাতে চলিল নন্দ কপিলাবস্তু ছাড়ি।
পিছে চলে কে ও মুণ্ডিত শিরে যৌবন ঝাঁপি চীরে?
মেঘময়ী উষা অরুণের পিছে চলিয়াছে ধীরে ধীরে।
অশ্রুতরল পুরীর কণ্ঠ জয়তরঙ্গময়।
"ধন্য ধন্য শাক্য-বংশ, শাক্যসিংহ জয়।"

নারীর শক্তি

সূর্য্যসিংহ বজ্রভীষণ করে রোষানল বরষণ,
গুম্ফ ফুলায়ে সিংহ-নিনাদে করে ঘন ঘন গরজন,—
“প্রতাপগড়ের অবমাননার
শূরসিং, তুমি কর প্রতিকার
শিরোহীর পানে চালাও তোমার দুর্জ্জয় বীর সেনাগণ !”
গর্জ্জন করে সূর্য্যসিংহ—“কর রে তূর্য্য নিনাদন।”

রাঠোর-বংশে কন্যা সঁপিতে চাহে না যে তার অভিমান,
পদাঘাতে কর চূর্ণ তূর্ণ—নাই নাই তার নাই ত্রাণ।
বাঁধিয়া আনিবে শিরোহী-পতিরে
এ রাজ-পাদুকা বহাব সে শিরে,
শিরোহীর শিরে বজ্র হানিতে সত্বর কর অভিযান,
বর-দান যেবা করেনি গ্রহণ, করুক সে মূঢ় করদান।

শূর সেনাপতি শূরসিং চলে সাথে তার শত শত যোধ,
কেতনে তাহার লালে-লাল হ'য়ে পতপত করে রাজক্রোধ।
কালবৈশাখী ঝড়ের ধূলায়
লুটাতে বুঝি বা সুখের কুলায়
বাজায়ে দগড় নাকাড়া, করিল নগরদুর্গ অবরোধ।
শত শত অসি-ফলক ঝলকি গর্জ্জিল “চাই প্রতিশোধ।”

মেঘের মতন ছাইল গগন ঝকমকি' খোলা তরবার,
হ্রেষা-বৃংহণ-মন্দ্রের মাঝে রুধির ঝরিল খরধার।

যুঝিতে লাগিল ভদ্র ইতর,
পুরমহিলারা গড়ের ভিতর
নিল আশ্রয়। শিরোহীর সেনা হঠে' হঠে' গেল বার বার।
শোণিত-সাগরে দ্বীপসম পুরী—চারিদিকে উঠে হাহাকার।

*

থেমে গেছে রণ, চলে লুণ্ঠন, সন্থোবিজয়কৌতুকে,
কন্যা মিলেনি প্রতাপগড়ের রাজকোষ ভরে যৌতুকে।
অর্জ্জুন সিং দুর্গে বন্দী
বিজয়ীর সাথে মাগিল সন্ধি,
অর্পিতে রাজী যুবরাজ-করে স্নেহের দুলালী সরযুকে,
নির্জ্জিত হয়ে সূর্য্য-চরণে মার্জ্জনা চায় দূত-মুখে।

শূর শূরসিং অবিচল আজি অসুরের মত নিষ্ঠুর,
সকল ভিক্ষা সব আবেদন তর্জ্জিয়া দেয় করি দূর।
পুরবৃদ্ধেরা পায়ে পড়ি' কাঁদি'
মুক্তির লাগি করে সাধাসাধি,
গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ আদি শিরোহীর যত ব্যথাতুর,
প্রাণ বিপন্ন করি কৃপা মাগে ;—অচল অটল তবু শূর।

শিরোহীমহিষী মায়াবতী শেষে এলেন শিবিরে ঘোর রাতে,
পুরমহিলারা শত শিবিকায় সন্তানবুকে এলো সাথে।
রাণী ক'ন "শূর, মা আমি তোমার,
ভগিনীরা তব করে দরবার,

বীর তুমি, রাখ নারী-মর্য্যাদা।" জল ঝরে তাঁর আঁখিপাতে।
প্রণমি চরণে কহে শূরসিং, "উত্তর দিব কালি প্রাতে।"

প্রভাতে উঠিয়া হাঁকে শূরসিং,—"গুটাও শিবির, চল' ফিরে,
বরযাত্রায় মিত্রের বেশে আবার ভেটিব শিরোহীরে।"
কহে যোধমল, "হায় সেনাপতি,
এ কথা কি শুনি? একি দুর্ম্মতি?
মরণ-দণ্ড অনিবার্য্য যে ছেড়ে গেলে রাজবন্দীরে!"—
শূরসিং কয়, "জানি তা বন্ধু, ভেবেই ব'লেছি চল ফিরে।"

*　　　　*　　　　*

সূর্য্যসিংহ রোষে হুঙ্কারে, সভাভরা ছলছল চোখ,
নিগড়বদ্ধ শূর তথা শুধু শুষ্ক নয়ন অপলক।
রাজা কয়, "তুমি হীন নির্জ্জীব,
নারীর কাঁদনে ভুলিয়াছ, ক্লীব,
মৃত্যুদণ্ড তোমারে দিলাম।" শূর কয়, "জানি, তাই হোক।"
ফুকারিয়া কেঁদে উঠে যুবরাজ,—সভাজন সবে করে শোক।

আবার বসেছে বিচারসভাটি, এবার মশান-চত্বরে!
সূর্য্যসিংহ ক'ন "শূরসিং, লভিয়াছ ক্ষমা যাও ঘরে।
আর কোনদিন নারীর বচনে
বিচলিত যেন হ'য়োনা জীবনে,
মহিষী দেছেন জীবনভিক্ষা, ঘটক-বিদায়ও এর পরে
দিবেন শীঘ্র।"—শূরসিংহের চোখে হুতাশন নিঃসরে।

ক্রীতদাস

বোগ্‌দাদ পথে করেন ভ্রমণ লোকমান পণ্ডিত,
জীর্ণ-বসন শীর্ণশরীর কদাকার কুৎসিত।
নিজ পলাতক ক্রীতদাসভ্রমে একজন নাগরিক,
গৃহে লয়ে এসে তাঁহারে প্রহার করিল অত্যধিক,
সপ্তাহ ধরি' বন্দী রাখিল অন্ধকূপের মাঝে,
অবশেষে তারে নিয়োজিল নিজ গৃহনির্ম্মাণ কাজে।
রোদে পুড়ে, শীতে জমে', জলে ভিজে অবিরত দিনরাত,
খাটিতে লাগিল সুধী লোকমান করিয়া শরীরপাত
আসল নফর ফিরিল, এদিকে আসিল বছরও ঘুরে,—
তাহারে হেরিয়া গৃহস্বামীর ভ্রান্তি যাইল দূরে।
লজ্জিত হ'য়ে জোড় হাতে কয় নাগরিক সদাগর,
"ক্ষমা কর মোরে, কে তুমি অতিথি, কোথায় তোমার ঘর?"
লোকমান কয়, "ওগো নির্দ্দয়, মিছে চাও আজি ক্ষমা,
গোটা বছরের লাঞ্ছনা ঢের পিঠে হয়ে আছে জমা।
মম শ্রমজল হয়নি বিফল, বছরটি গেল কেটে'
বহু জ্ঞান আমি লভিয়াছি স্বামী, তোমার দুয়ারে খেটে।
বুঝেছি সত্য,—ক্রীতদাসত্ব কত যন্ত্রণাময়,
মানুষেরি হাতে হায় রে মানুষ কত লাঞ্ছনা সয়!
এ জ্ঞানের ভাগ, কিছু লও তুমি, হ'য়োনাক নির্ম্মম,
পলাতক দাসে দাও স্বাধীনতা, অন্ততঃ তারে ক্ষম'।
গৃহে ফিরে মম ক্রীতদাসগণে মুক্ত করিব আমি,
বোগ্‌দাদে এসে যে জ্ঞান লভিনু সব হ'তে তাহা দামী।"

অপূর্ব্ব প্রতিহিংসা

"পুত্র তোমার হত্যাকারীরে পাইনিক আজো ঢুঁড়ে,
আফ্‌শোস্‌ তাই জ্বলিছে সদাই তামাম কলিজা জুড়ে'।
তার তাজা খুনে ওজু করে আজো নামাজ করিনি তাই,
আত্মা তোমার ঘুরিছে ধরায়, স্বর্গে পায়নি ঠাঁই।
বাঁচিয়া থাকার কথা নয় আর তোমারে হারায়ে, বাপ,
কেবল তোমার মুক্তির লাগি সই দুনিয়ার তাপ।"
বলিতে বলিতে রুমালে অশ্রু মুছিলেন ইউসুফ,
হেন কালে এক ঘটনা ঘটিল অদ্ভুত, অপরূপ!

শশকের মত ত্রস্ত ব্যস্ত পলাতক এক ছুটে'
থর থর ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে চরণে পড়িল লুটে'
কহিল,—"জনাব, রক্ষা করুন, দুষ্‌মণ পিছে ধায়।
দিন্‌ দয়া ক'রে আপনার ঘরে আশ্রয় অভাগায়।"
ইউসুফ ক'ন,—"আল্লার ঘর, মোর ঘর কেন কহ?
অজানা অতিথি, নির্ভয়ে তুমি তাঁর ইদ্‌গাতে রহ!"

বহুদিন পরে ঘুমাল অতিথি মখ্‌মলী বিছানায়,
হেন দামী খানা বহুকাল তার জুটেনিক রসনায়।

"সুখসুপ্তেরে জাগাইয়া কন শেষ রাতে ইউসুফ,
অজানা অতিথি পলাও এবার দুনিয়া এখনো চুপ।

লও টাকাকড়ি দুদিনের খানা আর লও তরবারি,
আশ্‌খানা হ'তে ঘোড়া বেছে নিয়ে চলে যাও তাড়াতাড়ি ”
নড়িতে চাহে না মুসাফির, বলে,—“বাঁচিতে চাই না আর
জীবন আমার সঁপিলাম, পীর, শ্রীচরণে আপনার।
ইব্রাহিমের গুপ্ত ঘাতক আমি ছাড়া, কেউ নয়।
ঐ অসিখানা এ বুকে হানুন,—ইমানের হোক জয়।”

সত্যদেবতা জাগিলেন ক্ষমাসুন্দর আঁখিতলে,
মরণের ভয় করি পরাজয় হৃদয়-পদ্ম-দলে।
বৃদ্ধের আঁখি বজ্রের মত সহসা উঠিল জ্বলি'
বজ্রদীর্ণ মেঘের মতনই অশ্রুতে গেল গলি'।
বলিল বৃদ্ধ—“এত দিনে, এলি এতকাল খুঁজিলাম,
নিজে এসে হাতে ধরা দিলি আজ। ঘাতক, কি তোর নাম?
থাক,—নামে আর কি কাজ আমার—মাফ করিলাম তোরে,
সব-সেরা ঘোড়া দিলাম, এখনি পালা তার পিঠে চড়ে'।
পাঁচগুণ টাকা নিয়ে যা সঙ্গে—চলে যা' সুদূর দেশে
মানুষের মন বড় দুর্ব্বল, কাজ কি এদিকে এসে?”

তারপর চেয়ে আশ্‌মান্ পানে বৃদ্ধ কহিল—“বাপ!
শত্রুরে তোর কৃপাণের তলে পেয়েও করিনু মাফ।
এতদিন পরে তোর হত্যার লইলাম প্রতিশোধ,
খুনের তৃষায় আর করিব না স্বর্গের পথরোধ।”

সঙ্গীতের প্রভাব

কবি গাহে গান সারাদিনমান নৃপতির সভাতলে
অলস উদাসী শ্রোতৃবৃন্দ আন্‌মনে 'বা-হা' বলে।
তোষামোদ-রণে কে পারে জিনিতে সভাজন ভাবে তাই,
বিষয়ের বিষে বিভোর রাজার সুধার তৃষ্ণা নাই।
গাহিতে গাহিতে থেমে যায় কবি রাজা কহে "গাও গাও,
"আমার কর্ম্ম আমি করি, তুমি নিজ কাজ করে যাও।"
অপমান-শেল বিঁধিয়াছে বুকে, সহিতে না পারি ঘৃণা
কবি সভা হতে বিদায় লইল স্কন্ধে তুলিল বীণা।

কবি গাহে গান পুলকিত প্রাণ দূরে বকুলের তলে
কুণ্ঠাবিহীন অবাধ কণ্ঠে মাধুরীর ধারা গলে।
শুনে পশুপাখী শুনে লতাশাখী আজিকে কবির গান,
রাজ-প্রাসাদের বাতায়নে শুনে দুটী সুন্দর কাণ।
তন্ত্রীর সাথে বাতায়নপথে মঞ্জীর রিণিঝিনি
তালে তালে বাজে হর্ম্মের মাঝে কঙ্কণ কিঙ্কিণী।
দুটি পাণি যেন ইঙ্গিত করে, "কাছে এস কবিবর,
তব সঙ্গীতনীরে দিবে ঝাঁপ তৃষ্ণাহত অন্তর।

কবি গান গায় মধু সন্ধ্যায় চাপা কণ্ঠের স্বরে,
অন্তঃপুর উপবন মাঝে সরসী-সোপান পরে,
অনিমিখ্ আঁখে মীন ঝাঁকে ঝাঁকে সোপানের পরে লুটে,
পালিত ময়ুর হরিণ শিশুরা চারি পাশে তার জুটে।

বিহগ সেখানে কি গান গাহিবে মুখর যেথানে গুণী,
কুঞ্জের মাঝে ঝিল্লীপুঞ্জ নীরব হয়েছে শুনি'।
শুনে রাজবালা—কুঞ্জশালায় আধ আঁখিপুট খুলি'
কপোলপদ্ম বাহুর মৃণালে ভাব-ঘোরে পড়ে ঢুলি'।

কবি গাহে আজ বধ্যের সাজ জল্লাদ করে দান,
নৃপতির পায় শেষ নিবেদন, শুনাবে সে শেষ গান।
নব বিরচিত প্রেমের কাহিনী কবি গাহে প্রাণপণে,
শোণিত-সিক্ত শেষ সঙ্গীত জয়ী হ'য়ে উঠে রণে।
বিষয়ের বিষে বিকৃতচিত্ত হেলায় শুনেনি গান,
মরুপিপাসিত পান্থ আজিকে নির্ঝরে করে পান।
স্বপ্ন-ভঙ্গে জাগিল চিত্ত কল্পলোকের মাঝে,
ছল ছল আঁখি মুগ্ধ নৃপতি বুকে ধরে কবিরাজে।

কবি গাহে গান খুলি মন প্রাণ বিবাহবাসরে বসি,
বিজয়োজ্জ্বল জলদমুক্ত হাসে তার মুখশশী।
লাজকুণ্ঠিতা আধগুণ্ঠিতা নৃপবালা তার পাশে
ফুলকেলি করে হুলাহুলি করি সহচরীগণ হাসে।
বিয়ের আংটী হ'য়েছে তাহার আজি সুধামণিময়,
সিন্ধু-মিলনে মুক্ত তটিনী গাছে প্রণয়ের জয়।
চারি পাশে আজি বিবাহোৎসবে কিন্নরসভা রাজে,
গত-ব্যাধভয় গাহিছে কোকিল আম্র মুকুল মাঝে।

সঙ্গীতের প্রভাব

কবি গাহে গান প্রিয়া সহ তার নৃপের প্রসাদ কুটে
নূতন ছন্দে চারিদিক হতে বন্দনা গান উঠে।
ভুলি রাজকাজ নৃপ গাহে আজ সিংহাসনের পরে,
বাদী প্রতিবাদী বিচার ভুলিয়া একতানে গান ধরে।
ভুলি মন্ত্রণা জরাযন্ত্রণা মন্ত্রীও গাহে ধীরে,
রাণী গাহে গান নবযৌবন এল যেন তার ফিরে।
তেয়াগিয়া বাঁশী ধরিয়াছে অসি সেনাপতি রণ ভুলি
কোষাধ্যক্ষ গান গেয়ে যায় ভুলে কোষাগার খুলি।

কবি গাহে গান চারিপাশে তার নাগরিকগণ জুটে
শত্রু মিত্র প্রভুও ভৃত্য একসাথে গেয়ে উঠে।
গান গেয়ে গেয়ে বিক্রেতা ক্রেতা বেচাকেনা করে হাটে
পয়সা না লয়ে গান গেয়ে নেয়ে পার করে দেয় ঘাটে।
নাগরীরা গেয়ে করে জলকেলি কূলে হেমভূষা খুলে
গীততন্ময় চোর আজি সে সুযোগ গিয়াছে ভুলে।
সকল দ্বন্দ্ব মিলে আনন্দে যেন সব বর-বধূ
সব কোলাহল হইল ছন্দ—সব হলাহল মধু।

রঙ্গ ও ব্যঙ্গ

সিজুবনের সরস্বতী

মনসা সিজুর কুঞ্জে জননি এসেছ কমল-কানন ছাড়ি
মানসী-দেবতা মনসা হয়েছ বীণাটিতে শুধু চিনিতে পারি।
মরালেরা তব হারায়ে চরণ,
হারায়ে পক্ষ ধবলবরণ,
ফণা তুলে ঘুরে তব আশে পাশে লগুড় হাতেও আগাতে নারি।
কণ্ঠেই তোমা চিনিতে পারি।

গুঞ্জন যারা করিত সতত তাহারা এখন করিছে ফোঁস,
কণ্ঠে তাদের যত রস ছিল এখন দন্তে হয়েছে রোষ।
চাঁদ সদাগরে পাইনিক খুঁজি,
হেঁতালের লাঠি তাও নাই পুঁজি,
শ্রীপঞ্চমী কি নাগপঞ্চমী বলিয়া পাঁজিতে হইল জারি?
জননি তোমারে চিনিতে নারি।

'মণিনা ভূষিত'—প্রহরী তোমার আরো ভয়ানক তাহারে গণি,
ওঝা না ডাকিয়া সোজা নয় পূজা—সঙ্গে তো নাই গরুড়মণি।
ধুনোর গন্ধে কি জানি কি হয়
পূজিতে যে যাব? পাই বড় ভয়।
দুই পা আগাই তিন পা পিছাই দূর হতে তাই প্রণাম সারি।
জননি তোমারে চিনিতে নারি।

গুরু চাই

গুরু চাই, গুরু চাই কোথা গেলে গুরু পাই,
গুরু বিনা ভেউ ভেউ কাঁদে সারা প্রাণটা।
তরুহীন মরুসম গুরুহীন মন মম,
উসখুস সুড় সুড় করে ডা'ন কানটা।
পাঠশালা হ'তে সুরু, কলেজেও ছিল গুরু,
ফুটবলে গুরু ছিল 'দত্ত প্রফুল্ল',
প্রিয়তমা যৌবনে, গুরু ছিল গৃহকোণে,
চাকরীতে ছিল গুরু সাদা শিবতুল্য।
আজি মোর গুরু নাই, বুক দুরু দুরু তাই,
ভবনদী-খেয়াঘাটে কেমনে বা তর্‌বো ?
এক পা চলিনি কভু, গুরু ছাড়া। কই প্রভু ?
হাত ধরো, কোথা যাই ? কারে গুরু ধর্‌বো ?
কত শত স্থলচর, তরী ছাড়া জলচর,
সবি যে খেয়েছি গোটা গোটা রাম-পক্ষী,
কাসিম মিঞার হাতে, খেয়েছি মেমের পাতে,
গুরু ছাড়া পরকাল কেমনে বা রক্ষি ?
খেয়েছি অনেক ঘুষ, ভয়ে কাঁপে ফুসফুস,
কারে ঘুষ দেব আজ পরলোক কিন্‌তে।
ঢালিবারে লাল পাণি, কাঁপে ডরে হাতখানি,
কাহার প্রসাদী করি খা'ব নিশ্চিন্তে ?

শিরে চুল নেই কালো, হজম হয় না ভালো,
কাহিল হয়েছে দেহ পড়ে' গেছে দন্ত,
অর্শে শোণিত ঝরে, বুক ধড়ফড় করে,
কোথা গুরু, কোথা গুরু, হায়রে, হা হন্ত।
পুরী কাশী কোথা যাবো ? কোথা গেলে গুরু পাবো ?
বেলুড় কি বোলপুর, কোথা গিয়ে খুঁজ্‌ব ?
শ্মশানে কি মন্দিরে, মঠে, ঘাটে, নদীতীরে
কোথা গিয়ে শ্রীগুরুর শ্রীচরণ পূজবো ?
ন্যাড়া মাথা পাকা দাড়ী, কারে ধরি কারে ছাড়ি,
মাপিয়া দেখিব কার জটা কত লম্বা ?
হাঁচিতে, তুলিতে হাই, কিবা জপি ভাবি তাই।
'জয় রাধে' বলিব কি 'জয় জগদম্বা' !
গুরু মোর পাব যবে জানি না কি হ'তে হবে,
সৌর কি শাক্ত কি বৈরাগী শৈব।
কার উপদেশামৃতে, সাহস পাইব চিতে ?
কার কথা গিন্নীরে রাত দিন কৈব ?
আমি এত যাই ব'কে মিথ্যাই ভাবে লোকে,
বিশেষতঃ শালাশালী উড়ায় তা হাস্যে।
গুরু পেলে বেশ জোরে, সে নামে শপথ ক'রে,
চালাব সকলি, নাহি ডরি টীকা ভাষ্যে।
তা'ছাড়া ভক্ত ব'লে নাম ডাক নাহি হ'লে
পসার খাতির খ্যাতি কেমনে আকর্ষি ?
লোকে যে দেয় না দেনা, ধারে এটা-ওটা কেনা,
চলে না, সেয়ানা কিনা যত পাড়াপড়সী।

গুরু নিয়ে কারবার আনে কিছু রোজগার,
গুরু-কৃপা মূলধন এ বয়সে সার যে।
গুরুর দোহাই দিলে, সদয় বেহাই মিলে,
অল্প টাকায় মেয়ে হ'য়ে যায় পার যে।
পারাকে কে সোনা করে, ছাই দিয়ে রোগ হরে,
আঙুল ঘষিয়া বা'র করে নানা গন্ধ ?
করে কেবা ট্রেণ রদ, দুধকে কে করে মদ,
কোথা পাব অবধূত অদ্ভুতানন্দ ?
লয়ে পৈতৃক বাড়ী মামলা বেধেছে ভারী,
খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভায়াদের সঙ্গে।
এ বিপদে গুরু বিনা উপায় ত দেখছি না।
গুরু গুরু ডাক ছাড়ে প্রাণের মৃদঙ্গে।
গুরু চাই, গুরু চাই, চাই বড় গুরু-ভাই,
ডেপুটী, দেওয়ান, জজ, বড় বড় চাকুরে।
ছেলেদের চাকরীর কিছুই হয়নি স্থির,
হিল্লে লাগাতে হবে তাহাদেরে পাকড়ে'।
গুরু-ভাই মিলে আর যদি রাজা জমিদার,
পেট ভরে খেয়ে নিই, চড়ি গাড়ী হস্তী।
মহাজনে বলি তবে, 'কার সাথে দেখ সবে
দহরম মহরম গলাগলি দোস্তি।'
বুকে জ্বলে দিবানিশা গুরু-ভজনের তৃষা,
গুরু ছাড়া ভবভার লঘু কেবা কর্‌বে ?
পাদোদক করি পান, পদরজে করি স্নান,
ধরারে দেখিব সরা কবে গুরু-গর্ব্বে ?

রাজাবাহাদুর

রাজা সাহেব এলেন তাঁহার দেখ্‌তে জমিদারী,
পরগণাতে সোর-গোলে তাই ধূম লেগেছে ভারি।
নায়েব বাবুর ঘুম চোখে নাই ষণ্ড-নিনাদ ছাড়ে,
পিঠ চাপ্‌ড়ায় হেসে কারো, কাউকে ধ'রে মারে।
মফঃস্বলের গোমস্তারা জুটল সবাই এসে,
মুখর ক'রে তুল্লে মাহাল তামাক খেয়ে কেসে।
প্রজারা সব আপন আপন গোরুর গাড়ী সহ,
ছ'মাস হ'তে মোতায়েনী কর্‌ছে অহরহ।
কেউ বহিছে জ্বালানী কাঠ, কেউ বহিছে বাঁশ,
কেউ বহিছে হাতীর দানা, কেউ বা ঘোড়ার ঘাস।
ছিল কলার গাছ যা-যত প্রজার বাড়ী-বাড়ী
চলে এল সবাই তারা চড়ে' মো'ষের গাড়ী।
দাঁড়িয়ে গেল রাজা আসার পথের ধারে ধারে,
নীল রাঙা পীত নিশান ধ'রে দিব্যি সারে সারে।
দেবদারু আম নিম গাছে আর থাক্‌ল নাক পাতা,
স্থানে স্থানে মস্ত মস্ত ফটক হলো গাঁথা।
এলো বড় জোত্‌দারদের ছোট বড় হাতী,
পথ কাঁপিয়ে চল্‌ছে যেন ঐরাবতের নাতি।
রইলনাক অশথ বটের একটি ডালও আর,
হাতীর শুড়ে কাঁটাল গাছের বংশটি সাবাড়।
মৎস্য-মশান ব'সে গেল আম-বকুলের ছায়,
কাক-কুকুরে করলো তুলে শ্মশানভূমি তায়!

ময়রারা বয় মোণ্ডা-মিঠাই, কুমোর বহে হাঁড়ী,
গয়লারা সব দুধ দই বয়, চাষীরা তরকারী।
ভক্ত প্রজার জীবন্ত ভেট খাসী পাঁটার পাল,
কুলপাতা খায় ভ্যা ভ্যা করে, ঝরায় মুখের লাল।
রাজা আসেন, রৈ রৈ রব পড়ে গেল গ্রামে,
হাতীর পিঠে ব'সে রাজা ছাতার তলে ঘামে।
শিঙা বাজে ডঙ্কা বাজে, সানাই বাজে আর,
ঘন ঘন শঙ্খ বাজে, খাপে তলোয়ার।
করতে বরণ বেশ্যারা সব আসল পুতুল সেজে,
গেটের উপর রশানচৌকী ফুঁপিয়ে উঠে বেজে!
যাত্রাদলের জুড়ীর মত কর্ম্মচারীর দল,
পোষাক এঁটে হাঁপিয়ে ঘেমে ছুট্‌ছে অবিরল।
পা'ক, পেয়াদা, বরকন্দাজ, সিপাহী, চোপদার,
যষ্টি এবং মুষ্টিতে পথ করছে পরিষ্কার।
পথের দিকে ঝুঁক্‌ছে যদি কেউ বা সাহসভরে,
ধাক্কা খেয়ে টক্করে সে পাঁচ পা দূরে পড়ে।
যাত্রাদলের কংস হ'য়ে অঙ্গে জরির সাজ,
এলেন রাজা মাথায় শোভে পালখ-দেওয়া তাজ।
দরবারে লাল গদীর পরে লাল চাঁদোয়ার তলে,
আসীন হলেন গণিকাদের হুলুর কোলাহলে।
আম্‌লারা সব সাম্‌লা প'রে গরুড় পাখীর মত,
হাঁটু গেড়ে দিলেন নজর বরাদ্দ যার যত।
জোতদারদের নাম ডাকিল চোপদারেরা হেঁকে,
তাদের পিছে প্রজারা সব আসলো একে একে।

মহাষ্টমীর ছাগের মত গুড়ি গুড়ি যায়,
হাঁটু গেড়ে নজর রাখে রাজ-হুজুরের পায়।
অর্থে কতই অনাসক্ত রাজা নির্ব্বিকার,
আঙুল দিয়ে স্পর্শ কেবল করেন বারংবার।
প্রণামী লন চক্ষু বুজে কন না কোন কথা,
রাজা যেন বোবা কিন্তু জীবন্ত দেবতা।
হাজার প্রজা কাতার দিয়ে দাঁড়ায় কৃতাঞ্জলি,
নাটদেউলে দেখছে যেন আরতি হোম বলি।
শেষকালেতে নায়েব বাবু কইলেন হেসে হেসে,
"তোমাদেরে ধন্য হুজুর করলেন এবার এসে,
এবার তিনি আসেননিক শুনতে আবেদন,
তোমাদিকে দেখতে শুধু এ শুভাগমন।
হুজুরের এ হাজার কাজে নেইক অবসর,
তোমাদের যা আর্জ্জি তাহা শুনব দুমাস পর।
রাজ দর্শন পুণ্য পেলে, লাভ হয়েছে ঢের,
এখন সবাই গৃহে ফিরো হুকুম হুজুরের।
আসেনিক যারা তাদের পাঠাও তড়িঘড়ি,
পনের দিন মাত্র আছেন মেহেরবাণী করি।"
প্রজারা সব চ'লে গেলে নাজিরে কন রাজা,
"কত টাকা নজর হলো, ভালো ক'রে বাজা।"
নায়েবে কন—"ওহে তোমার ব্যবস্থা কোন্ দেশী,
প্রথম দিনের পক্ষে নজর আদৌ নহে বেশী।"
নায়েব বলেন "আনছি ধরে পাক পেয়াদা দিয়ে,
সব বেটাকেই আসতে হবে নজর টজর নিয়ে।"

সন্ধ্যাবেলা আলোকমালা জ্বল্‌ল ভিতে ছাতে,
দশটী ঘানীর তেল পুড়িল সে দিনের সন্ধ্যাতে।
শিক্ষানবীশ আমলারা সব মিলে কয়েক জনে,
লাগিয়ে দিল নাট্যাভিনয় কাছারী প্রাঙ্গণে।
তয়ফা চপের আয়োজনও ছিল তাহার পরে,
মেজেজোড়া গাল্‌চে-মোড়া খাস-কাছারী ঘরে।
নাইক ভিড়ের ঠেলাঠেলি, নেইক কোলাহল,
তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সব চাষাভূষোর দল।
বাজে লোকে ঢুক্‌তে যেন পায়না কোন মতে,
বরকন্দাজ দাঁড়িয়ে গেল বার দেউড়ির পথে।

বিশেষতঃ সদর এবং মহকুমার যত;
নিমন্ত্রিত কর্ত্তারা সব হলেন সমাগত।
অতিথিদের অসুবিধা হয় না কিছু যাতে,
ব্যবস্থা তার ছিল বিশেষ কঠোর পাহারাতে।

মাথায় ঘাড়ে ব'য়ে যারা আন্‌ল নানান ভেট,
শুধাও যদি কেমন করে ভরল তাদের পেট।
অত ছোট কথা রাজা তোলেন নাক কানে,
না খেলে ক্লেশ হয় না বিশেষ নায়েব ভালই জানে
হাটবাজারের মুড়কী মুড়ি চিড়ে এবং গুড়ে,
কতক কতক পেটটা তাদের ভর্‌ল সেঁচেকুঁড়ে।
'রাজবাড়ীতে খেতে পা'র' এই ভরসায় তারা,
সঙ্গে কিছুই আনেনিক দু'চার আনা ছাড়া।

এ-কি রাজার কম করুণা দোকান ছিল খোলা,
পয়সা শুদ্ধ ল'ননি কেড়ে ঝেড়ে ঝুলি ঝোলা।
নদীতে জল ছিল, সবাই আঁজুল আঁজুল খায়,
এ-কি রাজার কম করুণা, তবু না ফুরায়।
পাট-গুদামের ছাউনীতে আর বটপাকুড়ের তলে,
আটচালাতে প্রজারা সব জুটল দলে দলে,
কেউ বা শুয়ে কেউ বা ব'সে কেউ বা হ'য়ে কাৎ,
মশার কামড় খেয়ে সবাই কাটিয়ে দিল রাত।
মাথায় বয়ে রাজদর্শন-পুণ্যধনের বোঝা,
সকাল হ'লে গেল আপন গ্রামের দিকে সোজা।

* * *

ক'দিন বাদে দেখি 'ঢাকার 'সত্যবাদী' পড়ে',
রাজার কথা লিখেছে তায় দুইটি 'কলাম' ভ'রে।
"অমুক রাজা গেছেন তাঁহার দেখ্‌তে জমিদারী,
প্রজাহিতের জন্য কলি-কাতার আরাম ছাড়ি।
ঠাকুরবাড়ী, ডাক্তারখানা, পাঠশালা, টোল, স্কুলে,
দেছেন তিনি রীতিমত দানসত্র খুলে।
ঝোপ জঙ্গল পুকুর নদী ক'রে দেছেন সাফ,
শুন্‌ছি নাকি হাজার ষাটেক খাজনা দেছেন মাফ।
পঞ্চ হাজার প্রজা নিতি খাচ্ছে কাছারীতে,
তুষ্ট তারা হচ্ছে ভোজে নৃত্যে এবং গীতে,
এমন রাজার জন্য মোরা করছি জয়ধ্বনি,
Knight কিংবা মহারাজা হউন নৃপমণি।"

বনেদী ঘরের ছেলে

হঠাৎ-বাবুরা শুনে রাখ মোরা বনেদী ঘরের ছেলে।
এখনো কেউটে গোখরোই ধরি, ধরিতে পার না হেলে ॥
মড়াহাতী তাও শ'লাখ টাকার
কাঁটাটাও ভাল বড় মাছটার
দুঃখ কেবল দু দশ টাকার কর্জ্জ আজি না মেলে ॥

কর্ত্তারা সব ছিলেন, এদেশ আজো নাম শুনে কাঁপে।
বাঘে বখ্রীতে এক ঘাটে জল খেত তাঁহাদের দাপে।
মাহালে যেতেন—বসি হাওদাতে
দুই হাতে টাকা ছড়াতে ছড়াতে
প্রজারে শাসিতে গোটা গাঁয়ে তাঁরা আগুন দিতেন জ্বেলে।

রমণী-রসিক এমনি ছিলেন কোথা লাগে সুলতান,
বাগানে করিত গুলবদনারা সারারাতি গুলতান।
শহরের সেরা নাচআউলীরে
এনে দিতেন না যেতে আর ফিরে
পোষা বাঁদরীর বিয়েতে তাদের দুলাখ দিতেন ঢেলে ॥

উপপত্নীরে যে বাড়ী দিতেন চক্ষে দেখনি তাও,
তোমাদের কাছে দৌলতখানা কুকুরের বাড়ীটাও।
তাঁদের বেহারা চাকরবাকর
পড়িত রেশমী শালের চাদর
দাসীরা পরিত জওসম, খোঁপা বাঁধিয়া ফুলেল তেলে ॥

দুর্গোৎসবে ছিল বড় ঘটা সারাবাড়ী গমগম,
বলির রক্ত নর্দ্দমা দিয়ে বয়ে যেত হরদম।
থাকিত মদের পিপে দেউড়ীতে
যত পারো খাও আসিতে যাইতে।
বাড়ীতে ঢোকাই ছিল যত ঠেলা দেউড়ীর ভিড় ঠেলে :

ঘোড়া চড়ে তাঁরা সরাসর গিয়ে উঠিতেন দোতালায়,
ছিলনাক ভয় খুন করে এসে আশ্রয় নিলে পায়।
প্রতি টিকি পিছু দিয়ে বিশ সিকি
কিনিতেন তাঁরা বামুনের টিকি।
সারাপথ শাল পাতিয়া দিতেন ছোটলাট গৃহে এলে।

পেলা দিতে দিতে তয়ফাউলীরে বন্ধুর বাড়ী আসি
ফিরিতেন দিয়া গরদখানাও পরিয়া 'বঙ্গবাসী।'
যে বেটা তাদের দিত ঘর ঝাঁট,
মোহর কুড়িয়ে সেও আজ লাট।
বকসিস্ পেয়ে ভাগ্য ফিরিত তাঁহাদের জুতা খেলে॥

মিহিন ঢাকাই কাপড় ফাটায়ে হাঁটু চুলকাত তারা,
তাদের একটা গুড়গুড়ি দিয়ে কেনা যেত গোটা পাড়া।
যারা সব জুতো ঝাড়িত দুবেলা
তাদের নাতিরা করে আজ হেলা !
তোমাদের মত এম-এ বি-এদের পাঠাতে পারিত জেলে

আতিথ্য-ধর্ম্ম

অতিথিদের বলির যূপে হে দেশ, আছ বাঁধা,
আতিথ্যটা ধর্ম্ম কি পাপ লাগিয়ে দিলে ধাঁধা।
অতিথি যে 'গুরুর গুরু' কয় তব পুরাণ,
মুখের অন্ন বুকের রক্ত তাহারে প্রদান,—
রাজকন্যা, রাজ্য দিয়ে শ্মশানে আশ্রয়,—
পুত্র-বলি ইত্যাদি সব, মিথ্যে কিছুই নয়।
শত্রু-সখা-ধর্ম্ম-জাতি-নির্ব্বিশেষে তাই
দরাজ তোমার দরদালানে অতিথিদের ঠাঁই।

যুগে যুগে আস্‌ল যত লুণ্ঠক-মণ্ডল
মঠদেউলে কর্‌লে বরণ, অতিথি-বৎসল!
কোষাগারের হদিশ দিলে, রসুই ঘরের চাবি
পরলোকের মোক্ষ-দুয়ার খুল্‌বে তাতেই ভাবি'।
এলো কুশান শক হুন গ্রীক ঐ আতিথ্য-লোভে,
ঘর ছেড়ে তায়, ভাবলে না হায়, আপনি কোথায় শোবে

মরুতৃষায় কাতর হয়ে পরে এলেন যাঁরা
তৃষ্ণা-নিবারণে তাঁদের দিলে শোণিতধারা।
বিশেষতঃ 'গোঘ্ন' তাঁরা, গোয়াল ছিল ভরা,
শাস্ত্রে মধুপর্কে পশুবধের আছে ছড়া।
কামাখ্যা-মা'র মন্ত্র তোমার সিদ্ধ ছিল বেশ,
কিন্তু বৃক বৃকই র'লেন, হ'লেননাক মেষ।

এঁরা ছিলেন মানুষ তবু, নিত্য সেবার ফলে,
কালক্রমে ঠাঁইও পেলে এঁদের চরণ-তলে।
বন্যা এলো মড়ক এলো কাল আকালের সনে,
নয়ন-জলের পাদ্য দিয়ে বর্‌লে পরাণ-পণে।
বস্‌তে তাদের দিলে সবুজ গাল্‌চেখানা পেতে,
বসা শোওয়ায় লম্বা হলো, চায় না কেহই যেতে।
নতুন নতুন ব্যাধি এলেন যমের সুপারিশে,
সগৌরবে সবার সাথে দিব্যি গেলেন মিশে।

তামাক এলেন, সুরা এলেন, নেশায় হ'য়ে বুঁদ,
নতুন নতুন বিলাস এসে চাহেন বাঘের দুধ।
কেউ বা ঘরে আগুন লাগান, কেউ বা কাসান কেসে,
কেউ বা কেবল বমন করেন ভোজন ক'রে ঠেসে।
সইলে সবি, নইলে পরে ধর্ম্ম পাবে লোপ,
বেড়ে যাবে ওলাইচণ্ডী শীতলা মা'র কোপ।

অনেক পীড়াই দেখা দিলেন রীতি-প্রথার বেশে
অসদাচার লোকাচারের রূপে এলেন শেষে,
কেউ বা রাজার পঞ্জা নিয়ে, পঞ্জী নিয়ে কেহ,
কেউ বা ঢেকে গেরুয়াতে কুষ্ঠভরা দেহ।
সংস্কারের ভূত-প্রেতেরা এলো শ্মশান থেকে;
গয়ায় পিণ্ড না দিয়ে তা' ঘরেই দিলে ডেকে।
পাপেরা সব আস্‌ল ক্রমে বন্ধুগণের ডাকে,
কারো মাথায় লম্বা টিকি, তিলক কারো নাকে,

জালকরা কেউ পুঁথি আনে তৈলবটের লোভে
স্বার্থপরের হাড়ের পাশা কারুর হাতে শোভে।
কারো আসার নেইক বাধা, নেই ফেরানর রীতি,
অ-তিথি ঠিক কেহই নহেন সবাই চির-তিথি।

সত্য কেবল উঁকি দিয়েই পলায়ে যান দূরে,
মুক্তি এসে ঠাঁই না পেয়ে বারবারই যায় ঘুরে।
শক্তি এলে সবাই মেলে তাড়ায় পরিহাসে,
লক্ষ্মী এসে পক্ষীবেশে উড়ে পালায় ত্রাসে।
দেবতারা সব আসেন বটে ভিড়ের ঠেলা দেখে,
যা'ন চলে হায় অশ্রুধারায় রোষ অভিশাপ রেখে।

এম্‌নি ক'রে পাল্‌ছ তুমি আতিথেয়-ব্রত,
দেখুক জগৎ মহাব্রতের মাহাত্ম্যটা কত।
গৃহে তোমার ঠাঁই জোটে নি আছ গোয়াল-ঘরে,
গো-দেবতার চরণতলে কুণ্ঠিত অন্তরে।
এঁটো পাতার নেইক অভাব গোয়াল ঘরেই জড়ো,
লেহন এবং চর্ব্বণে তার ভাগ বখারা করো।
দেবতা তোমার চিবায় পাতা, তুমি তাহাই চাটো,
দুগ্ধ তোমার ভোগ্য নহে যতই গোবর ঘাঁটো।
অঙ্গে তোমার বস্ত্র না থা'ক শাস্ত্র আছে শিরে,
সঙ্গে তোমার গোবর আছে গণ্ডী দিয়ে ঘিরে।
অতিথ-সেবার ধর্ম্ম তোমার ঠিকই থেকে গেছে,
মৃত্যু যদি হয়ও তোমার, চক্ষু যাবে বেঁচে।

ছত্রবিয়োগ

বর্ষাসাথী আমার ছাতি, আজ্‌কে তুমি নাই,
যাচ্ছে ফাটি বুকের ছাতি তোমার শোকে ভাই।
মাথার' পরে বাদল ঝরে, তার চেয়ে মোর চোখেই পড়ে,
অশ্রুধারা তোমার তরে, কোথায় তোমায় পাই ?

চারটি টাকায় কিনেছিলাম তিনটি বছর আগে,
সঙ্গে ছিলে পাট্‌না ভাগল-পুর হাজারিবাগে।
নতুন ছিলে যখন তুমি বুলিয়েছিলাম গালে চুমি',
আজো মধুর গন্ধ পরশ স্মৃতির পুটে জাগে।

থাক্‌তে তুমি আমার কাঁধে, রইতে কাছে কাছে,
আজো জামার দাগটি বাঁটের মলিন হ'য়ে আছে।
তোমায় জীবনসঙ্গী ভেবে রেখেছিলাম বগল দেবে,
বস্‌লে তুমি থাক্‌তে কোলে হারাও ভেবে পাছে।

ছিলে কি আর শুধুই ছাতি, তুমিই ছিলে ছড়ি,
গ্রীষ্মিকালে ঘাম মুছেছি তোমায় রুমাল করি'।
হাত চলে না পিঠে যেথায়, চুল্‌কে দিতে তুমিই সেথায়
তোমায় দিয়ে আম পেড়েছি পাঁচির' পরে চড়ি'।

রৌদ্রে পুড়ে বাঁচিয়ে দিলে চক্‌চকে টাক মাথা,
ওরে আমার দিলদরদী—পথের সাথী ছাতা।
সে দিন যখন গ্রহের ফেরে পাগ্‌লা কুকুর আস্‌ল তেড়ে,
তুমিই তখন মধ্যে পড়ে' হলে' আমার ত্রাতা।

এড়িয়ে যেতাম আড়াল দিয়ে যতেক তাগিদদারে,
ব্যাঙের ছাতা—মাসিকগুলোর ডাকাত এডিটারে।
নেইক তেমন আঙুলে বল কাজেই লেমনেডের বোতল
তোমার ডগায় খুলে আমি খেইছি বারে বারে।

খোকার ঘোড়া ছিলে, খোকা ছুট্‌তো তোমায় চড়ে'।
খেলাপাতী পাত্‌ত খুকী তোমারে ঘর করে'।
লুকিলে নভেল টেবিলতলে যে সব ছাত্র কৌতূহলে
পড়ত, তুমি ছত্র, তাদের পড়তে পিঠে জোরে।

হয়ত নূতন লোকের কাছে সুখেই আছ নিজে,
হায়রে আমি পথে পথে মরছি ভিজে ভিজে।
মরছি হেঁচে মরছি কেসে, জান্‌ছনাত, মলিন বেশে
শালিক সমান কাঁপছে হেথায় তোমার মালিকটি যে।

হয়ত নেহাৎ দায়েই পড়ে' গিয়েছে কেউ নিয়ে,
বেরোয়নাক ধরাপড়ার ভয়ে মাথায় দিয়ে।
হয়ত মাকড়শাদের জালে বন্দী হয়ে ঝুলছ চালে,
আরশুলারা ডিম পেড়েছে তোমার মাঝে গিয়ে।

নতুন মালিক হয়ত দালাল, নয়ত ভবঘুরে,
নয় উমেদার, সারাটি দিন মরছ ভিজে, পুড়ে'।
কেমন আছ নতুন হাতে সইবেত ভাই তোমার ধাতে ?
তোমার শোকে প্রাণের সাথী, পরাণ আমার ঝুরে।

অযাচিত উপদেশ

গিন্নীর কাছে হঠাৎ আজকে শুন্‌লাম, হৃষীকেশ,
(ভুতনাথো যেন বলছিল,) তুমি পদ্য লিখছ বেশ।
চাও যদি তবে বাগাতে চাকরী   গোটা-পাঁচ-সাত নকল না-করি,
মোদের আফিসে বড়বাবুটির বরাবর কর পেশ॥

ভাল কথা, শোনো, পদ্য লিখছ অমৃতাক্ষরে লেখ,
অমৃতছন্দে লিখে মাইকেল কত বড় হলো দেখ।
শক্ত শক্ত শব্দ লাগিয়ে   লেখ দেখি ভাই পদ্য বাগিয়ে,
'নভেল প্রাইজ' পেতে পারো যাতে দেব তার উপদেশ॥

গল্প লেখ'ত ডিটেক্‌টিভিই সব হতে ভাল' জেন,
সাতকড়িবাবু দেখতে দেখতে বড়লোক হ'ল কেন ?
গুপ্তহত্যা, গুম, রাহাজানী,   জেল, দাগাবাজী, জাল, বেইমানী,
ইত্যাদি কর লোমহর্ষণ ঘটনার সমাবেশ॥

নাটক লেখত লিখ' ভাই যেন খাস-দখলের মত,
নইলে লিখিবে যাহাতে থাকিবে নাচ-গান-হাসি যত।
কারো না গিরীশঘোষের মতন,   কেবল কাঁদুনী-কথার বাঁধন,
ট্র্যাজেডি করোনা, মিলন করিয়ে বিয়ে দিয়ে ক'রো শেষ॥

রাজনীতি নিয়ে লিখ না কিছুই, হয়ে যেতে পারে জেল,
ব্রাহ্মদিগকে গালাগালি দিয়ে লেখ না আর্টিকেল ?
উৎসাহ চাও ? তা-আর দেব না ?   ছাপার জন্য কিছু ভেব না।
আর্য্য-ভারতী-আফিসে রয়েছে আমাদের অমরেশ।

পাঁচ মিনিটের কর্ত্তা

আজকে বসি' ঠাকুর দাদার কেদারায়
খোকা আমি গিয়াছি তা ভুলিয়া।
ছোঁয়না মাটি দুলাচ্ছি তাই দুটি পায়
খবরের এই কাগজখানা খুলিয়া।
চশ্‌মাটা তাঁর, কাণে দিছি লাগিয়ে
চোখ ছাড়িয়ে নাকের পরে ঝোলে যে।
গুড়গুড়টির নলটা নিছি বাগিয়ে
লাগ্‌ছে নাকি ঠাকুরদাদা বোলে হে?
কে আছ হে এস দেখি এদিকে
তামাক দিতে বল না রামনিধিকে।

সাদা কাগজ সাম্‌নে এত কি লিখি!
পট্‌লা কেন জট্‌লা করিস্‌ ওখানে।
রোকা নে যা পান্তুয়া আর জিলিপি
গামলা ভরে আন্‌ত গিয়ে দোকানে।
হাস্‌ছ মাখন? মেজাজ আমার বোঝ না
চামড়া পিঠের তুলব সবার চাবুকে,
দাঁড়িয়ে আছ? চাবি কোথায় খোঁজ না
গ্রাহ্য তোমার হচ্ছে না যে বাবুকে।
চালাও আজি ঢালাও পোলাও খিঁচুড়ি,
হবেনাক অভাব কোন কিছুরি।

ডাকের চিঠি রাখ্‌বে আমার দেরাজে
জবাব টবাব লিখ্‌ব আমি দুপরে,
[গ্রাহ্য মোটেই কচ্ছে নাক এরা যে
কড়া শাসন চাই ইহাদের উপরে !]
অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে কেন হাঁ করে
ডাকবে মোরে মোটর গাড়ী থামায়ে,
চাদর লাঠি আন্‌ দেখি রাম ধাঁ করে
নাপিতও ডাক-গোঁপদাড়ী নিই কামায়ে।
যাচ্ছ কোথা ? হয়না বুঝি কেয়ার-এঃ
দেখ্‌ছনা যে বাবু তোমার চেয়ারে।

ঠাকুর দাদা যদিই পড়ে আসিয়া
ভাবছো বুঝি, হব বেকুব বোকাটি ?
হাত বুলিয়ে বলবো আমি হাসিয়া,—
"এ-ঘরেতে গোল করো না খোকাটি।
একশতবার মক্‌সো কর লেখাটা
মাধব খুড়ো আসবে তোমা পড়া'তে
আজকে যে চাই নামতা-ঘোষা-শেখাটা
নইলে প্রহার আছে তোমার বরাতে।
পাকা চুল মোর তুল্‌তে বাবার মামাকে
ডাক্‌তে না হয় পাঠিয়ে দিও রামাকে।

রোদে রোদে আজ হবে না বেড়ানো,
ঘরে বসে ছবিই আঁকো শেলেটে।

হবে না আম কুড়ানো, নাই এড়ানো
দুধ খাবে আজ ঢেলে চায়ের পেলেটে
পাড়ার যত দুষ্ট ছেলে বকাটে
সঙ্গে মিশে বদ্‌মায়েসী শিখালে।
দুপুর বেলা বন্ধ রবে কপাটে।
ছুটি পেলে পড়লে বেলা বিকালে,
ছাদের পরে উড়িয়ে দিবে ঘুড়িটি
সঙ্গে শুধু থাকবে দিদি-বুড়িটি।"

বদান্যতা

যাহা কিছু কামাই সবি চ্যারিটিতেই যায়,
দানের পুণ্য ছাড়া আমার কিছুই নাহি হায়।
বড় ছেলেয় দিচ্ছি পঁচিশ, মাসে বাইশ নিচ্ছে শচীশ,
দুধের রোজও আছে খোকার, গয়লা টাকা চায়।
গয়লা পালন হচ্ছে, কাজেই দানই বলা যায়।

পাঁচশ' টাকার গয়না দিয়ে দিলাম মেয়ের বিয়ে,
ফেরত ত আর দিলনাক, বেহাই গেল নিয়ে,
তা' ছাড়া এই পূজার সময় কাপড় চোপড় তা'ও দিতে হয়,
মুল্যটা তার রাখছি লিখে খয়রাতী খাতায়।
বাধ্য নহি দিতে, কাজেই দানই বলা যায়।

ভায়ের মায়ের (আমারো তাই, তার-ও হলো মা।
ভায়ের কাছেই থাকে তাইতে বল্‌ছি ভায়ের মা),
কাশী যাওয়ার সময় যখন, টাকার জন্য লিখ্‌ল মাখন,
দশটি টাকা—দুইটি আনা খরচ হলো তায়,
ভায়ের দেওয়ার কথা,—তাই তা দানই বলা যায়।

গিন্নীকে দেই দু'দশ টাকা প্রায়ই মাঝে মাঝে,
তিনি তাতে গয়না গড়ান, একেবারেই বাজে।
মায়ের শ্রাদ্ধে ভাগ্‌নে বেচু চাইলে টাকা, দিলাম কিছু
বাবার মেয়ের শ্রাদ্ধ, তা'ত আমার নহে দায়,
দেখ্‌লে ভেবে এরে নিছক দানই বলা যায়।

গিন্নী আমার রাঁধতে জানেন, তবু ঠাকুর পুষি,
গরীব বামুন পাচ্ছে খেতে তাতেই আমি খুসি।
যেদিন আমি যাইনা বাজার ঝি-চাকরের জয়জয়কার
চুরি করে' নিশ্চয়ই'ত বেশীর ভাগই খায়,
প্রকার-ভেদে পরোক্ষে তায় দানই বলা যায়।

তা' ছাড়া প্রায় সকল জিনিষ পয়সা দিয়েই কিনি,
দেখ্‌তে গেলে পয়সা নিয়ে খেল্‌ছি ছিনি মিনি।
পাঁচটা লোককে কোনরূপে পালন করি চুপে চুপে
কোনো রূপে পরোপকার একটা অছিলায়,
ঢাক পেটাতে কিন্তু ভায়া দেখবে না আমায়।

মদনমোহন

শ্রীমান মদনমোহন বাবুর রূপে সবার মন ভুলে,
কে রঙালো এ কার্ত্তিকে এমন কালো রঙ গুলে ?
দশগাছি চুল একটি দিকে অন্য ভাগে পাঁচটি রেখে,
টেরি তিনি কেটে থাকেন স্নানের পরে টাকচুলে।

তার উপরে চলেন তিনি বাবুগিরির তাক্ মেরে।
খেংরা গোঁপে তা দেন সদা কোষ্টা যেন পাক মেরে।
গোঁজ-আঙুলে আবার যখন হীরের আংটী পরেন মদন,
লোকে বলে ফুলের মালা দুম্বা ভেড়ার লাঙ্গুলে।

বাঁধা দাঁতে হাসলে পরে, (বেশ কথাটি কয় নালু)
মদনবাবু হাসেন যেন ভালুকে খায় শাঁক আলু।
থাকলে গায়ে লাল জামিয়ার কুঁচের মতন খোলে বাহার।
ফ্রেঞ্চকাটে কাটা ছাঁটা, দাড়ী তাঁহার জঙ্গুলে।

আধেক ধরা টিকের মত, পান খেলে হয় রঙ, ঠোঁটে
কাকের মুখে সিঁদুরে আম এম্নি প্রবাদ যায় রটে'।
গোদা পায়ে পম্পসু জোড়া গোদের উপর দু'বিঘ ফোড়া,
শ্যাওড়া গাছে আলোক লতা, মিহিন চাদর গায় ঝুলে।

এর উপরে রেশমী কামিজ পরতে না হন লজ্জিত,
ময়লা যেন তাকিয়াটি রেশমী-ওয়াড়-সজ্জিত।
নাইতে গেলে জলে যেমন চেহারা হয় চেপ্টা বামন,
তেম্নি বেঁটে মদন বাবুর বিপুল ভুঁড়ি যায় দুলে।

জুতা-বদল

দিলীপ রায়ের গান শুন্‌তে সুধীন ভায়ার বাড়ী,
গিয়েছিলাম। ফেরার সময় পরতে তাড়াতাড়ি
বদ্‌লে গেল জুতো অর্থাৎ একপাট হলো আমার
আর একপাট রামার শ্যামার কিংবা কারো মামার।
পরের পাটি পায়ে পায়ে জানায় অসন্তোষ
একপাটি কয় কঁ্যাচর এবং অন্য পাটি ফোঁস।
আগন্তুকের বয়স বেশী এবং বেজায় ঢিলে,
নৌকো হয়ে ঝুল্ল পায়ে একবারে না মিলে।
এ যে হলো বৃদ্ধজনের বালাবধূর প্রায়
কোন ঘটকে এমন অঘটন ঘটালে হায়।
পড়েছিলাম ডি এল রায়ের 'আষাঢ়ে' যৌবনে,
বৌ-বদলের রসের কথা কেবল পড়ে মনে।
কে ঘটালে এমন বিপদ কোথায় তুমি ভাই
তোমার কি ভাই একেবারেই হুঁস কি হদিস নাই?
আমার পাটি তোমার পায়ে ঢুক্‌ল কেমন ক'রে?
তুমি কি ভাই নিয়ে গেছ বগল দেবে ওরে?
তোমার চরণ চালাও যদি আমার পাটির পেটে
গোচর্ম্ম যে তোমার পায়ের চর্ম্ম হবে এঁটে।
এই পাটিটির হাম্বা রোদন পশ্‌ছে নাকি কাণে
প্রাচীন প্রণয় তোমার পাটির কেমন কে বা জানে!
হয়ত অনেক জোড়া জুতো আছে তোমার ঘরে,
নয়ত জুলুম করছ তুমি ভাইএর জুতোর পরে।

তা যদি হয় বিপদ আমার ভাবনা তোমার কিসে ?
বদল ভাঙার নেইক আশা দ্বিতীয় মজলিসে।
আঁস্তাকুড়ের পাশ হতে ভাই জীর্ণ জোড়া এনে
কাঁটির বিঁধন সহ্য ক'রে বেড়াচ্ছি তাই টেনে।
কেমন ক'রে বেরুই আমি অমিল পায়ে পথে ?
বদল ভাঙো, জানাই আমি মাসিকের মারফতে।

শুদ্ধি কথা

শুদ্ধ করে' কথা বলার আমার সদাই চেষ্টা,
আমি বলি কেষ্টপ্রসাদ লোকে বলে কেষ্টা।
মাছেরে তাই কহি মচ্ছ, কাছারে তাই বলি কচ্ছ,
কোটেরে তাই কোষ্ঠ কহি পিপাসারে তেষ্টা।

আমেরে কই আম্র, যেমন জামেরে কই জাম্র,
তামায় যেমন তাম্র কহি মামায় কহি মাম্র।
পাঠশালাকে পট্টশালক, আটচালাকে অষ্টচালক,
কম্বলে কই অল্প-শক্তি ভেবে ভেবে শেষটা।

চিত্র কলায় চিত্তরম্ভা, কাঁচিরে কই কাঞ্চী,
কাসিরে কই বারাণসী, হাঁচীরে কই হাঞ্চী।
আলুরে কই অলাবু তাই শ্বশুরে কই শ্বশ্রূ-মশাই,
অবাক হয়ে চেয়ে রহে মু-মুক্ষু এই দেশটা।

ভারত-ভারতী

নমি সুরধুনী পতিতপাবনী তুমি সনাতনী সারাৎসারা,
নমি মা অমলা, কমলা-দয়িত-চরণ-কমল-মধুর ধারা।
তুমি তরলিত সৃজনকামনা, বিধি-ভৃঙ্গার-কুহর হ'তে,
কবে বাহিরিলে স্রষ্টার মহাযজ্ঞভস্ম ভাসায়ে স্রোতে?
সুরললনার স্তনতটঘাতে কনকরাজীব তোমাতে ফুটে,
পুরন্দরের মন্দার-বুলি লভিলে ত্রিদিবে উর্মিপুটে।
বহি কোটি কোটি মুক্তজীবের মুক্তিসিনানে পাবন বারি,
মানবে তরিতে নেমেছ মহীতে বেদনা সহিতে দ্যুলোক ছাড়ি।

তুমি হরহরি-মিলন-মাধুরী, ধারারূপ ধরি মধুস্রবা,
সুরলোক হ'তে পরিবহ-পথে কল্লোলময়ী ক্ষণপ্রভা।
নারদবীণার হরিনামামৃতে দরপ্রেমাশ্রুধারায় পীনা,
হরের অট্টহাস্যে ফেনিলা কভুবা পিঙ্গজটায় লীনা।
উমামুখ আর ললাটশশীর বিম্বশতকে গাঁথিয়া মালা
হরের কণ্ঠে দুলালে তরলা জুড়ালে তাহার গরল-জ্বালা।
নীরস শুষ্ক হরজটাজাল সরস করেছ হে রসময়ি,
বিনিময়ে শিব-তপোগৌরব লভেছ শিবের শীর্ষে বহি।
শূলীর মৌলিভূষণ সোমের সুষমা পেয়েছ তরলদেহে,
হিমাচল তোমা পেলেছে আদরে শুভ্র মধুর তুষার স্নেহে।

পাষাণরাজের মর্ম্ম উৎসে হরিয়া নিখিল বৎসলতা
মমতাময়ি কি হয়েছ জননি বুঝিতে শিখেছ মোদের ব্যথা ?
দেবতা পেয়েছে ধন্বন্তরি তব মৃত্তিকা পেয়েছি মোরা
আমরা হারিনি পেয়েছি ও বারি, সুধায় কলস ভরুক ওরা ।

তুমি যোগধারা স্বর্গেমর্ত্তে, ইহপরত্রে, দেবতানরে,
মহাপারাবারে মহামহীধরে, অমৃতে ও মৃতে, আত্মাজড়ে ।
মুক্তিপথের সাধনা দিয়েছ ভারতে নিখিল বিরোধজয়ে,
মহামিলনের ধরার স্বর্গ গড়েছ দ্বন্দ্বসমন্বয়ে ।
দুটী বাহুতট বিস্তার করি সৃষ্টির সেই আদিম প্রাতে
ভারত-মাতার ইহ সংসার গড়েছিলে তুমি শোণিতপাতে ।
কুশসঙ্কুল মরুদেশ হতে আর্য্যগণেরে আনিলে ডেকে,
পালিলে ধাত্রী বটচূতছায়ে মার মমতায় হৃদয়ে রেখে ।
তপোবন শত রচিয়াছ মাতঃ, হিমাচল হ'তে অঙ্গদেশ
তীর্থায়তনে মঠমন্দিরে ধরেছে অঙ্গে দণ্ডিবেশ ।
শোভি শিলাতীর প্লক্ষ, নমেরু, শাল, দেবদারু, খদির, বটে,
ভূর্জ্জকাননে তূর্য্যবাদনে ডেকেছ সাধকে অদ্রিতটে ।
ভৃগুভার্গব অত্রিগালব চ্যবনসনক তাপসলোকে
হোমধূমে কেশ করিল সুরভি, ভস্মে কাজল পরা'ল চোখে ।

কণ্ঠে তোমার বলাকার হার অলকে দুলিছে তুষারমোতি
হংসমিথুন অঞ্চলে আঁকা, নয়নে তোমার উষার জ্যোতিঃ ।
মৃগমদোশীর-সুরভিশরীরা, কাশের চামরে বীজ্যমানা,
দেবদারু-বন-ঘনকুন্তলে কুসুমভূষণ শোভিছে নানা ।

ফেনিলোচ্ছল হাস্য তোমার অমৃতের নবনীতের মত,
উল্লাস তব প্রপাত-ধারায়—শিখরে শিখরে নৃত্য রত।
আরতি তোমার মুক্তজীবের চিতার আলোকে রাত্রিদিবা,
ভারতী নিত্য নবীন সূক্তে বন্দনা গায় আনতগ্রীবা।
গিরীশজায়ার মুকুতার হার স্তনকূট হ'তে ঝরিলে তুমি,
সূত্র ছিঁড়িয়া সাগরাঞ্চলে—যার ধন সেই লইল চুমি।
হরিপদাব্জ-মৃণালিকা তুমি পঙ্কে পাবন করেছ নিজে,
উর্ম্মিপর্ণা মুক্তিলতিকা জনম তোমার ব্রহ্মবীজে।
তুমি কনখল-মরুকঙ্কালে দিয়াছ পুণ্য নীলদ্যুতি,
দক্ষরাজের রাজধানী যথা মোক্ষ মিলায় যজ্ঞাহুতি।
দেশদেশ হতে বিশ্বজনেরে মিলাইছ তুমি তীর্থঘাটে
কুম্ভমেলায় মিলালে অমিলে দেয়াসিনী তুমি প্রেমের হাটে।
ভরেছে তোমার দুই তীর পুন বিহার, চৈত্য, সংঘারামে,
জ্ঞানের কেন্দ্র, ধ্যানের গুম্ফা রচিয়া রেখেছ ডাহিনে বামে।
মৃতকেরই শুধু নহ শরণ্য, জাতকেরো দাও সম্ভাবনা,
তোমারি চরণে লভে যে শরণ সন্তানকামে কুলাঙ্গনা।
কুশণ্ডিকার ভস্মে মিশিয়া চিতার ভস্ম তোমাতে হারা,
তর্পণ-বারি দর্পণে তব প্রেতলোক হেরে বংশধারা।
কোশাকুশী, ঘট, তাম্রকুণ্ড, কুম্ভ, সলিলে ভরিছে গৃহী,
পিতৃলোকেও বহিছ তাদের কুশপিণ্ডক-তিল-ব্রীহি।
এক কণা তব অমৃত সলিলে স্বর্গপথের পাথেয় জানি
সিংহল হ'তে এসেছে যাত্রী পথের ক্লেশেরে ক্লেশ না মানি।
শবসাধনায় বৃস্রালে অঙ্কে অঘোরপন্থী কৌল-বীরে,
পাষাণে শ্মশানে বন্দী করিয়া রেখেছ ঈশানে তোমার তীরে।

পাতালে তুমি মা অতলা শীতলা কোটি-কোটি ফণিফণার ছায়ে
শেষের অশেষ মৌলি-মাণিকে হাজার নূপুর পরেছ পায়ে।
কর্ণে তোমার মণিকর্ণিকা, কেশে তব হৃষীকেশের পাণি,
কটিতে পীঠের মেখলা, শীর্ষে গঙ্গোত্তরী-বসনখানি।
বঙ্গে তোমার দুই কূলে হরিকীর্ত্তনে প্রেম-অশ্রু গলে,
অঙ্গে তোমার হরিনামাবলী মালতী-মল্লী-তুলসী দলে।
হেরি ভগীরথে মানসনেত্রে হর্ষে প্রণত হরিদ্বারে,
বহু বরষের তপের সিদ্ধি ঝরিতেছে শিরে করুণাসারে।
চণ্ডালবেশী হরিশ্চন্দ্রে হেরি মা তোমার চরণমূলে,
ভীষ্ম তোমায় পূজে এককূলে, বাল্মীকি পূজে অন্যকূলে।
যুগযুগ ধরি যজ্ঞভস্ম, দর্ভাঙ্গুরী, বোধন-ঘটে
মহাকাশভেদী রচিয়াছ বেদী সুকৃতিনিবিড় তোমার তটে।
যুগযুগ হতে স্তবের মন্ত্র শ্রুতির সূক্ত, তোমার জলে,
চিরপুঞ্জিত প্রতিঝঙ্কৃত আজো কলনাদ করিয়া চলে।
কোটি কোটি সুতে বক্ষে নাচাও অর্দ্ধোদয়ের মহোৎসবে,
ভবমুমুক্ষু ডুবি আকণ্ঠ তোমার সলিলে দীক্ষা লভে।
কাব্য-পুরাণ-দর্শন-গীতা সবাই মেনেছে বরদা বলি'।
ঘোর মায়াবাদী গুরু শঙ্কর তোমার চরণে কৃতাঞ্জলি।
কমলাকান্ত রামপ্রসাদের শেষগান গীত তোমারি কানে,
দাদু, রঘুনাথ, তুলসী, কবীর, ধাত্রী বলিয়া তোমারে মানে।
বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পারসীক তব সৈকতে নোয়ায় মাথা,
যবনো রচেছে খল্লির ছন্দে তোমার স্তুতির ভক্তিগাথা।
কত দেবতার আসন টলেছে কত বিগ্রহ ধূলায় লীন,
স্থিরা ভক্তির মকর আসনে ধ্রুবা তুমি চির রাত্রিদিন।

ভীষ্মজননি, গ্রীষ্মহননি, ভস্মজীবনী পরমা গতি,
দুঃখ-দৈন্য-দুরিত-হারিণি, তুমি দশহরা সত্যবতী।

তব আহ্বানে দেবতারা নামে যুগে যুগে নরলীলার ছলে।
তোমারি সলিল সেচনে তাদের সাধনা-লতায় সিদ্ধি ফলে।
পরমহংস করিলেন কেলি তব কালীপদকমল-বনে।
হরিনামাবলি তিলকভূষায় মণ্ডিলে তব নিমাই-ধনে।
তুমিই গড়েছ কোশল, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, গৌড়, কাশী,
কত যে রাষ্ট্র দুই কূলে তব গর্ভ হইতে উঠিল ভাসি।
অলকাপ্রতিম পুর-পত্তনে সৃজিলে মা কত অবনী-তলে,
ফেনিলোজ্জ্বল বুদ্‌বুদ সম ভাঙিলে গড়িলে লীলার ছলে।
কত নৃপালের রাজ্যাভিষেকে আশিস-সলিল ঢালিলে সতী,
হে রাজপ্রসূতি, প্রজার ধাত্রী, চির বৎসলা, স্তন্যবতী।
রাজায় রাজায় দারুণ দ্বন্দ্বে বিচারিকা নিজে হয়েছ তুমি,
আপনার দেহে গণ্ডী রচিয়া বিভাগ করেছ রাজ্যভূমি।
আর্য্যাবর্ত্তে তুমি মা মর্ত্ত্যে অতুল করেছ শ্রীবৈভবে
তাই কালে কালে লুণ্ঠকদলে লুব্ধ করেছে ভোগোৎসবে।

গায় শ্রুতি-স্মৃতি-গৌরবগীতি সরস্বতী ও দৃষদ্বতী,
পুরাণে, তন্ত্রে, ভক্তিতত্ত্বে ত্রিধারা তোমার শুদ্ধিমতী।
জাতিবিচারের রীতি আচারের সকল গণ্ডী দিয়াছ মুছি'
বহ্নির মত পাবন পরশে সবারে করেছ সমান শুচি।
ব্রহ্মবাদিনিপতিত-পাবনি, ভেদবুদ্ধি কি তোমার সাজে?
সত্যব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত তোমার অমল অম্বু মাঝে।

সব ভেদাভেদ বিদ্বেষ ক্লেদ খর-তরঙ্গে ভাসায়ে দিলে,
তোমার শরণে হরিস্মরণে বিশ্বাসে মহাশুদ্ধি মিলে।
তব তীরে তীরে কৃষ্ণসারেরা কুশ চর্ব্বণ করে না বটে,
কৃষ্ণে তুমি যে সার জানিয়াছ গোষ্ঠ রচেছ শ্যামল তটে।
হোমের বহ্নি তুমি নিভাওনি প্রেমে তবু বড় জান' মা মনে।
স্থণ্ডিল হ'তে মন্দিরে তারে এনেছ প্রেমের আবেষ্টনে।
তপে আর জপে, সামে—নামগানে, শঙ্খে—প্রণবে, যূপে ও ধূপে,
ভক্তি-সাধনে, শক্তি-বোধনে, মিলালে মা তুমি ধ্যানে ও রূপে।
দ্রাবিড় আর্য্যে শবর ম্লেচ্ছে লিচ্ছবি শকে মিলালে ডাকি।
মোঙ্গল এলো লঙ্ঘিয়া গিরি মঙ্গলডোরে পরিল রাখী।
শত বাহু দিয়ে আত্মীয় পরে বাঁধিলে তোমার অঙ্ক-তটে,
যুগে যুগে অববাহিকায় তব তাদের শোণিত-সঙ্গ ঘটে।

দেবতা ভূদেব ক্ষত্রই শুধু তোমার করুণা লভেনি দেবি,
ধনসম্পদে ঋদ্ধ হয়েছে বৈশ্যেরা তব চরণ সেবি'।
শূদ্রেও তুমি মর্য্যাদা দিলে উন্নীত করি' বৈশ্য-পদে,
কিরাত নিষাদো তোমার প্রসাদে বিরত পশু ও পক্ষিবধে।
ক্ষীরদা তোমার প্রসাদে আমরা কামধেনুসম গোধনে ধনী,
তোমার গোমুখী-ক্ষরিত অমৃত, কূলের শষ্পে যোগায় ননী।
দেশ বিদেশের কত যে পণ্য ভাসায়ে এনেছ মমতা-স্রোতে
সিন্ধু তীরের সিন্ধু নীরের ধন সম্পদ ভরিয়া পোতে।
তোমার কূলের শ্রেষ্ঠী বণিক চীন'কার্থেজে দিয়াছে পাড়ি,
যোগাল তাদের পণ্য জীবন তোমারি স্তন্য তোমার নাড়ী।

কাঞ্চী হইতে চন্দনভার, সিংহল হতে মুক্তারাজি
আনিয়া দিয়াছ পাটলিপুত্রে, সে সব কল্প-স্বপ্ন আজি।

কোথা গেল সেই পাটলিপুত্র কোথায় লুপ্ত সপ্তগ্রাম?
কোথায় কর্ণসুবর্ণ আজি, সে সব বিশ্বব্যাপ্ত নাম?
কোথায় গঙ্গারাঢ়ের রাষ্ট্র কোথা গেল মাগো আজিকে উড়ে,
যার নাম শুনি পাঞ্জাব হতে যবন বিজয়ী যাইল ঘুরে।
কোথা সন্তোষক্ষেত্র-সত্র তোমার কুলের কীর্ত্তি আজি?
কোথায় অশ্বমেধের হোতারা? কোথা সেই দিগ্‌বিজয়ী বাজি?
কোথায় মৌর্য্য, কোথা সে শৌর্য্য, কোথায় গ্রাসিলে গুপ্তভূপে?
দুই তীর তব সাজাল যাহারা মঠমন্দিরে যজ্ঞ-যূপে।
কোথা ভোজরাজ প্রতিহারকুল কোথায় তাদের দীপ্তিদাম?
মহাভারতীর আসন অঙ্গ কোথায় কান্যকুব্জ-ধাম?
কোশল-চম্পা-কাম্পিল্যের সম্পদ আজি কোথায় লীন?
পঞ্চগৌড়-পৌরবর্গ আজি কি তোমার স্রোতের মীন?

রাজা, রাজপথ, রাজাসন, রথ, কিরীট-ছত্র চামর সবি,
তব সৈকতে ধ্বস্ত প্রোথিত হায় আজি চির সমাধি লভি।
তোমারি গর্ভে সকল কীর্ত্তি শায়িত এখন অগাধ ঘুমে,
রাজগৌরব পুরবৈভব বিলীন আজিকে চিতার ধূমে।
তোমার পুলিনে রাজরাজেন্দ্র প্রেতরূপে আজি শ্মশানচারী,
যুগে যুগে নর-রুধিরের ধারা বাড়ায়েছে শুধু তোমার বারি।
গিরি হতে এসে গৌরীর রূপে অরুণা হইয়া সাগরে গেলে
মশানের জবা ভাসায়ে চলিলে, গিরিমল্লিকা রহিয়া এলে।

গোত্রভিদের ঐরাবতেরে ভাসাইলে তুমি যাত্রাপথে,
বারিতে নারিলে ধ্বংসবারিনি, কালের করাল ঐরাবতে?

এককূল তুমি ভাঙো বটে মাগো আর কূল তুমি গড়িয়া তোলো,
কতদিন গেল এখনো তোমার ভাঙনের কাজ শেষ না হলো।
গড়' মা আবার সকলি তেমনি কালের মূষলে যা হলো গুঁড়া,
পুরজনপদ, রাজ-পরিষদ, আশ্রম-মঠ কনক-চূড়া।
গড় মা আবার মধুকর পোত, ভর' মা দেশের পণ্যভারে,
শোভুক তোমার কটি-তট পুন মর্ম্মরময় সোপানহারে।
মণ্ডিত কর' তব তীর নব পাটলিপুত্র সপ্তগ্রামে,
নূতন সাকেত মায়া পাঞ্চাল নূতন পঞ্চপ্রয়াগধামে।
সামসঙ্গীতে, হরিনাম গীতে, স্তবের মন্ত্রে, শাস্ত্রপাঠে,
স্পন্দিত হও, বন্দনা গা'ক রাজা ঋষি মিলে স্নানের ঘাটে।
ভস্মে নবীন জীবন জাগাতে ভগীরথ সাথে আসিলে ভবে,
দুটী পুলিনের ভস্মশৈল নির্জীব জড় অসাড় র'বে?

তোমার পুলিনে দাঁড়ায়ে আজি মা বন্দনা গাই কৃতাঞ্জলি,
বন্দনা ছলে শুধু অতীতের রাজারাজ্যের কথাই বলি।
দীন দুখীদের অনেক কথাও বলিবার আছে তোমার পাশে,
বিরাট ক্ষুদ্র বিপ্র শূদ্র সবে অন্তিমে হেথায় আসে।
তোমার শ্মশানে চেয়ে তোমা পানে না কেঁদে কি কেহ থাকিতে পারে?
মহাপথ তুমি তোমার প্রান্তে স্থির কে চিত্ত রাখিতে পারে?
কত জন তব অনল অঙ্কে তুলিয়া দিয়াছে প্রাণের ধনে,
আহা তাহাদের শেষ স্মৃতিটুকু তুমিই রেখেছ সংগোপনে।

পতিরে হারায়ে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়িয়াছে সতী তোমার কোলে,
শোকাতুরা মাতা ঝাঁপায়ে পড়েছে—'আমারেও টেনে লও মা ব'লে
মায়েরে খুঁজিতে মা-হারা বালিকা তোমার শ্মশানে হারায় দিশা,
প্রিয়তমা-হারা ফিরে ফিরে আসে তোমার কূলেই কাটায় নিশা।
সব ধুয়ে মুছে নিয়ে যাও, মিছে মরে সে প্রিয়ার ভস্ম খুঁজে।
ভাঙা ঘট আর পোড়া কাঠ বুকে কাঁদে সে বালুতে মুখটি গুঁজে।

চিতাই জীবের নয় শেষগতি—শিবপদ লভে অমৃত-লোকে,
মুক্তি দিয়াছ, তুমি জান, তাই অনধীরা তুমি সবার শোকে।
জীবনের ধন তোমারে সঁপিলে অক্ষয় সে যে ধ্রুবের সাথে,
মূঢ় শিশু হায় সংশয়ে চায় খেলানাটি সঁপি মায়েরো হাতে।
তার দশা হেরে হেসে কেঁদে তুমি মনে মনে বলো 'অবিশ্বাসি,
মম তরঙ্গ-সোপান সবারে করে যে-রে হরিচরণবাসী।'
অজ্ঞান তারা, অগাধ ভক্তি-বিশ্বাস-বল কোথায় পাবে?
ঐন্দ্রজালিকে অঙ্গুরী সঁপি চিরতরে গেল কেবলি ভাবে।

মন্ত্রদাত্রী তুমি বৈষ্ণবী মহাসাম্যের প্রবর্ত্তনে,
তব সংসারে মানবে মানবে অন্তর কিছু জাগে না মনে।
বিপ্র শূদ্রে, ধনি দরিদ্রে, মহৎ ক্ষুদ্রে একই রথে
তুই চিরদিনই পাঠাও তারিণি একই সেই মহাযাত্রাপথে।
যাদের মাঝারে হেথা চির ভেদ দন্ত-বর্ণ-দ্বন্দ্ব ফলে,
ভস্ম তাদের তব তরঙ্গে প্রেম-কীর্ত্তনে নাচিয়া চলে।
মৃত্যুরো পরে সমাধি-লিপিতে যাদের দৃপ্ত প্রভেদ রটে,
তারা দেখে যাক কি মহাসাম্য ভৈরবি তব শ্মশান-তটে।

তব কূলে আজি কল্পনা মম হেথা হতে ছুটে অন্য লোকে,
ঘন চিতাধূম আবছায়া-ফাঁকে মহাপথ জাগে আমার চোখে।
পিতা পিতামহ পরিজনসহ সবে এই পথে গিয়াছে চলি,
শত শত পাণি দেয় হাতছানি ডাকে 'আয় আয় আয়রে বলি'।
অনাবিষ্কৃত পথরহস্য ভয়ে নিরাশায় আকুল করে,
তব আশ্বাস শীত নিশ্বাস ললাটের স্বেদ-বিন্দু হরে।
কল্পনয়নে হেরিতেছি আজি সজ্জিত মোর আপন চিতা,
অনলে এ তনু আহুতি সঁপিতে আহূত স্বজন বন্ধু মিতা,
উঠে অবিরল হরিহরি বোল, রোদনের রোল আমায় ঘিরে,
থাক্ মা সে কথা,—কত না চিন্তা উঠে মনে আজ তোমার তীরে।

পূর্ব্বপুণ্যে তোমার পুলিনে জনমেছি যবে বঙ্গভূমে,
আছে মা ভরসা একদিন লবে অঙ্কে তুলি এ দুলালে চুমে।
তবু জানিনা মা ভাগ্যচক্রে যদি দূরে রই, সময় হ'লে,
ডাকিতে ভুল' না ভক্তে তোমার, মরণের আগে স্নেহের কোলে
এতদিনকার লালিত এ তনু শিয়াল কুকুরে ছিঁড়িতে র'বে,—
একথা ভাবিতে শিহরে মা প্রাণ, তুমি কি এমনি নিঠুর হ'বে ?
তব সিকতায় মার মমতায় অনলশয্যা পাতিয়া রেখ,
তারকব্রহ্ম নাম কাণে দিও, জননি আমার শিয়রে থেক'।
তোমার মেধ্য উর্ম্মিকৃপাণে জন্মবন্ধ ছেদন করি,
পতিতপাবনী নামে সার্থক ক'রো মা নারকী পতিতে তরি'।
দেহজকর্ম্ম-ফলসহ মোর চিতার ভস্ম অর্ঘ্য নিও,
শরটকরটো লভে যে মুক্তি, আমারে তা' শেষে দিও মা দিও।

হিমাদ্রি

প্রণমি সহস্রফণ অনন্তের রসঘন শিলাব্রহ্মরূপ,
পরিবৃত সংখ্যাহীন নগনাগে, যোগাসীন জয় নগভূপ।
শশি-সূর্য্য-করস্নাত ভালে তব হরহাস্যসংহত মুকুট,
তব পাদপীঠতলে শ্রিতাঞ্জলি কুবেরের ঐশ্বর্য্য সম্পুট।
অভ্রময় তনুত্রাণ অংস হ'তে লম্বমান ধরার ধূলায়,
তব হেমজঙ্ঘা ঘেরি ঝঞ্ঝা শিশুসম তারে খেলায় দুলায়।

জ্ঞানদীপ্ত আত্মতৃপ্ত তব-চিত্ত-নয়নের ধ্যানকেন্দ্র হ'তে
কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তিধারা নেমে আসে ব্রহ্মপুত্র-সিন্ধু-গঙ্গাস্রোতে।
তোমার 'মানস-পদ্মে' মহাসরস্বতী রাজে 'লক্ষ-স্বরা' করে,
তোমার বাঙ্ময় সত্তা সঙ্গীতে মূর্চ্ছিত তায় বিশ্বচরাচরে।
পঞ্চপ্রাণধারা তব পঞ্চনদে বিগলিয়া নামি, তপোবলে
ব্রহ্মজ্ঞানাঙ্কুর মর্ত্তে জাগাইল ব্রহ্মাবর্ত্ত-মৃত্তিকার তলে।
দেশান্তর হ'তে সেথা ভূ-যজ্ঞে ঋত্বিকগণে করেছ আহ্বান,
অন্ন সোম হবি দুগ্ধ মধুময় মধুপর্ক করি অর্ঘ্যদান।
তোমার দেবতাগণে তাহারা তুষেছে নিত্য উক্‌থ, সূক্ত, সামে,
হোমধূম সঞ্চারিয়া মণ্ডিয়াছে তোমা তারা তড়িদভ্রদামে।

মহাসিন্ধু সনে রচি নব নব মেঘমাল্যে মৈত্রীর বন্ধন,
বাৎসল্যের উৎসধারা মধুস্রবা দিগ্বিদিকে করিয়া প্রেরণ,
রচিয়াছ ক্ষেত্রোদ্যান, বনকুঞ্জ, পণ্যবীথি, পুরজনপদ,
দীক্ষাশ্রম, শিক্ষাকেন্দ্র, তপোবন, তীর্থ, পীঠ, জ্ঞানপরিষদ,

গড়িয়াছ রাষ্ট্র, রাজ্য, রাজধানী, দুর্গ, মঠ, জনোপনিবেশ,
করিয়াছ আর্য্যাবর্ত্তে দ্বিতীয় দ্যুলোক মর্ত্ত্যে পুণ্যঘন দেশ।

শাসনে ইঙ্গিতে তব উৎসঙ্গের ছায় শুভ সভ্যতাবিস্তার,
মিলায়েছ সর্ব্বজীব রচেছ আদর্শ শিবসমাজ-সংসার।
বরুণের আশীর্ব্বাদ দেবেন্দ্রের পরসাদ রয়েছ আগলি,
ব্যোমযাত্রা রোধ করি, তাই মুঠি-মুঠি ধরি ছড়াও কেবলি।
তুষিয়া দ্বাদশাদিত্যে দাহদৈত্যে করি জয় কর' শৈত্যদান,
শরণ্য, চরণে তব রুদ্ররোষবহ্নি হ'তে লভে দেশ ত্রাণ।

হে বিশ্ব-পুষ্পের বৃন্ত, মধুমান সর্ব্বসৃষ্টিরজোময়-কায়,
সর্ব্বলোক সর্ব্বভূত কেশরদলের মত গুম্ফিত তোমায়।
অপ্সর কিন্নর যক্ষ গুহ্যক অমর রক্ষঃ সিদ্ধ বিদ্যাধর,
ঋভুনাগ পিতৃগণ সকলেরি লীলাঙ্গন ও শিলা-চত্বর।
আতিথ্য উৎসবে তব বিশ্ব মিলে নানা ছলে তুঙ্গ শৃঙ্গকূটে,
বিষাণে বিষাণে তব সেই মহাসঙ্গমের ঐক্যতান উঠে।

সহস্রকরের স্পর্শে রজতবীণায় তব, মিলনের তান
সহস্রধারার ছন্দে প্রপাতে কল্লোলানন্দে চিরস্পন্দমান।
গন্ধর্ব্বী নেমেছে হেথা সঙ্গীতধারার পথে কন্দর্প-নিদেশে,
নাগাঙ্গনা সঙ্গ পেতে বিদ্যাধর মাল্য গেঁথে নামে বরবেশে।
যক্ষদের পানোৎসবে কিন্নর-মিথুন নাচে মায়ারূপ ধরি;
অপ্সরী ঋষির সাথে মিলেছে পূর্ণিমা রাতে তপোভঙ্গ করি'।
মানবের উগ্রতপে ইষ্টদেব ব্যগ্র হয়ে নামে তপোবনে,
ধরিতে কঙ্কালময় তনুশেষ বরাভয়-বাহুর বন্ধনে।

যজ্ঞে আমন্ত্রিত সোম শুনে সোমসিক্তকণ্ঠে পুণ্যসামগান,
সুধায় ভরিয়া পাত্র ফিরে দেয় ইন্দ্রমিত্র করি আজ্যপান।
কলধৌত-শৃঙ্গে শৃঙ্গে ভাস্বর সোপানশ্রেণী উঠে ব্রহ্মধামে,
স্বর্গ ত্যজি খরস্রোতে মন্দাকিনী সেই পথে গঙ্গা হয়ে নামে।
তোমার হিমাঙ্গতটে প্রথম ভূসঙ্গ লভে দেবেন্দ্রের রথ,
তব প্রস্থ-সানু দিয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে মহাপ্রস্থানের পথ।
গৌরী হরে, শ্রেয়ে প্রেয়ে, পুরহর্ম্ম্যে, তপোবন-সংসার-শ্মশানে,
যোগে ভোগে, শুভে ধ্রুবে, অপূর্ব্ব সংহতি ভবে তোমারি বিধানে

হে বিরাট তপোধন, যুগে যুগে যোগিগণ তব অঙ্ক'পরে
সঞ্চি তপঃকঠোরতা দিল শ্রী বন্ধুর-রূঢ় তব কলেবরে।
হিঙ্গুলবেদীর পরে কুশাসনে কুশেশয় ফুটায়েছে তারা,
তপস্তেজে শিলা তব হয়েছে তরল দ্রব লীলাময়ী ধারা।
যোগস্থের জটাজালে পাখীরা বেঁধেছে বাসা, তবু যোগাসীন,
হয়নিক ধ্যানভঙ্গ প্লক্ষমূলে অর্দ্ধ-অঙ্গ যদিও বিলীন।
বল্মীকের আক্রমণে সমাহিত দেহে মনে—নৈবেদ্যের মত,
নাহি দেহে মাংসলেশ শুধুই কঙ্কালশেষ, তবু ধ্যানরত।

ত্রিযুগের হোমক্ষেত্র কোটি কোটি অগ্নিহোত্র জ্বলে তোমা ঘেরি।
হোমভস্ম স্তূপে স্তূপে রুদ্রাক্ষমালিকারূপে শোভে কণ্ঠ বেড়ি'।
শ্রেণীবদ্ধ হোমধেনু মণ্ডিয়া তোমার তনু রচে উপবীত,
ঋষিজটারশ্মিজাল ঘন হোম-ধূমস্তোমে যোগায় তড়িৎ।

তব অন্ধ দরী-গুহা চিরদিন ব্রহ্মচিন্তামাণিকের খনি,
কীচকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মরুৎ বন্দনা ছন্দে উঠে রণরণি।

ঋষিজায়াবিরচিতা ইঙ্গুদীর দীপান্বিতা আজো জ্বলে কিবা,
ওষধির দেহে দেহে বিচ্ছুরিছে বিনা স্নেহে তাপশূন্য বিভা।
ললাট-নয়নে তব জ্বলিতেছে চিরদিন অতীন্দ্রিয় দ্যুতি,
নখরমুকুরে তব বিম্বিত নিখিল ছন্দ, মন্ত্র, তন্ত্র, শ্রুতি।

তুমি মহাসিদ্ধিক্ষেত্র, মুমুক্ষুরা তব অঙ্কে তপোমগ্ন থাকি,
অধ্যাত্মসাধনা ফল অমৃতের পুত্রগণে বিলালেন ডাকি।
আরণ্য-মণ্ডলে তব প্রথম পুষ্পিত ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বাণী,
কর্ম্মফললোভশূন্য,—ভারত প্রসাদে তব ব্রহ্মস্বাদ জানি'।
প্রত্যক্ষে পরোক্ষে আজো সে বাণী মোদের যাত্রা'করে নিয়ন্ত্রিত,
ব্রহ্মবিদ্যা আরণ্যকে মূলে ভাষ্যে সূত্রে সূত্রে রয়েছে গ্রথিত।

নর নারায়ণ শুক উগ্র তপস্যায় তব বদরিকাশ্রমে,
রোপিলেন কল্পতরু, যুগে যুগে চতুর্ব্বর্গফলভরে নমে।
তোমারি প্রাঙ্গণে জ্বলে হরগৌরী-বিবাহের যজ্ঞের দহন,
তিন যুগ হ'তে হোতা সমিদ্ধ রেখেছে তাঁরে—সাক্ষী নারায়ণ।
প্রতি পুণ্যচিন্তা তব সান্দ্রতায় শালগ্রামশিলারূপ ধরে,
কোটি রোমাঙ্কুরে অঙ্গে কোটি কোটি শিবলিঙ্গে পুলক শিহরে।
তব রোমকূপে কূপে শীত তপ্ত কুণ্ডরূপে স্বেদবারি ঝরে,
প্রেতলোক তর্পকের সে বারি অঞ্জলি হ'তে পিয়ে তৃষ্ণা হরে।
গুপ্ত রাখিয়াছ তুমি কত মুক্ত যুক্তবেণী কত মায়া-কাশী,
তব পঞ্চপ্রয়াগের পঞ্চমুণ্ডী আসনের তলে, হে সন্ন্যাসী !

ভগীরথ তপ চরি বিষ্ণুপদ স্নিগ্ধ করি ত্রিধারা-বন্ধন,
বাঁধিলেন হরিহরে, স্বর্গ-মর্ত্তে, সুর-নরে তোমারি প্রাঙ্গণে।

তব পাদমূলে দক্ষ ব্রাহ্মণ্যশাসনতন্ত্র করিল বন্ধন,
তব পাদমূলে 'মোক্ষ' বুদ্ধরূপ ধরি তারে করিল মোচন।
বেদান্তের দিগ্বিজয় ভারতের চতুর্ধামে আজিও প্রকট,
বৌদ্ধে জিনি ব্রহ্মবাদ-প্রতিষ্ঠার জয়স্তম্ভ তব যোশীমঠ।

শ্মশানবাসীর করে কন্যা সঁপি রাজবেশ শোভা নাহি পায়,
তাই ঈশানের সাজ পরেছ কি গিরিরাজ স্নেহের ব্যথায়?
তোমার শোভন অঙ্গ বিভূতি-ধূসর পিঙ্গ করেছে কুজ্ঝটি,
চপলাকপিশ রুক্ষ জলদের জটাকূর্চ্চ করেছে ধূর্জ্জটী।
শিরে তব সুরতটী, কণ্ঠে বক্ষে কোটি কোটি ভুজঙ্গের ভার,
করিয়াছে চন্দ্রচূড় চন্দ্রকরোজ্জ্বল চিরপুঞ্জিত তুষার।
আমেখল বনশোভা পরায়েছে আধ অঙ্গে শ্যাম গজাজিন,
প্রপাতে ডম্বরু বাজে, ধবল গিরিটি রাজে বৃষভ প্রাচীন।
উপলসঙ্কুল শীর্ণ নির্ঝর কঙ্কালে শোভে মহাশঙ্খমালা,
স্থাণু তুমি ব্যোমকেশ শৃঙ্গধর নেত্রে তব দাবানল-জ্বালা।
পাষাণ-বিগ্রহে লিঙ্গে 'কেদার' 'অমরনাথ' 'পশুপতিনাথে',
গিরীশ, গিরিশে তাই তোমাতেই পূজি মোরা ভক্তি-প্রণিপাতে।

ত্যজিয়াছ রাজসজ্জা তাই ব'লে রাজলক্ষ্মী রাজেন্দ্র-বৈভব,
তোমারে ত্যজেনি, আরো বিসর্পিত দিগ্‌দিগন্তে মহিমা-গৌরব।
কৃত্তিপট ঘেরি আজো নেপাল, খোটান, চীন, ভুটান, কাম্বোজ,
বক্ষোমধু-রক্তোৎপলে তোমার চরণ তলে ফুটায় অম্ভোজ।
ব্রহ্ম সঁপে গজভেট, ফলপুষ্পে অর্ঘ্য রচে বিদেহ গান্ধার,
কাশ্মীর, কুঙ্কুম, কুশ, বঙ্গ বহে তব যাগে শস্য দুগ্ধভার।

তোমার বন্দনা গায় মহেন্দ্র, মলয়, বিন্ধ্য, নীলাদ্রি, মন্দর,
নিখিল ভূধর নমে কৃতাঞ্জলি তব নামে বিনতকন্ধর।
উত্তর-বায়ুর দৌত্য চলে নিত্য, লভে ধ্বান্ত তেমনি শরণ,
সর্ব্বশৈলকরশুল্ক হরি', মেঘে মেঘে সিন্ধু করিছে প্রেরণ।
চমরী ব্যজন করে, কন্দরে কন্দরে জ্বলে মৃগমদধূপ,
ভূর্জ্জত্বক্‌পত্রীখানি তেমনি নিদেশবাণী বহে, গোত্রভূপ।
কিন্নরী তেমনি গাহে, কেশরী, প্রহরী আজো স্ফীত করি শটা,
অধিত্যকা হ'তে সানু-সঙ্কটে তেমনি চলে দানযজ্ঞঘটা।

চিন্তামণিরত্নাকর, তরঙ্গিত নিরন্তর রহস্য-অর্ণব,
ধাতার ইঙ্গিতে কবে সহসা স্তম্ভিত হলো তোমার তাণ্ডব?
তরঙ্গ, নীলিমা আর বিশালতা আজো তার পায়নি বিলয়,
তিমিঙ্গিল নক্রকুল, মাতঙ্গ মৃগেন্দ্ররূপে ভ্রমে দেহময়।
স্তম্ভিত তরঙ্গ তব রুদ্ধবেগ, পঞ্জরের কুহরে কুহরে
শত শত নদী-নদে গতি লভে হ্রদে হ্রদে সহস্র নির্ঝরে।
ভৈরব সঙ্গীত তব গুঞ্জনে কোটিধা হলো উপল-ব্যথায়,
মহাকাব্য মন্দ্র তব ভাঙিয়া ঝঙ্কৃত লক্ষ গীতি-কবিতায়।

নিসর্গের সব তথ্য সৃষ্টির গোপন সত্য জেনেছে নিঃশেষে,
বলি গর্ব্ব করে নর, খর্ব্ব তার আড়ম্বর তব পাদদেশে।
কত যে রহস্যলীলা অচিন্ত্য বিস্ময়, শিলাগর্ভে স্পন্দমান,
বিজ্ঞানের শত সৃষ্টি প্রজ্ঞানের ধ্যানদৃষ্টি পায়নি সন্ধান।
কত ধাতু ক্ষারদ্রব জীব-জন্তু কত নব উদ্ভিজ্জ জীবন,
নৃ-চক্ষুর অন্তরালে লভিতেছে তব কক্ষে ক্রমবিবর্ত্তন।

আহরণী

তোমার পরীক্ষাকুণ্ডে গুম্ফাগারে কত সৃষ্টি হতেছে কল্পিত,
গুপ্ত কত রসায়ন কত মৃতসঞ্জীবন নর-স্বপ্নাতীত !
লুপ্ত কত অতিকায় দানব-জীবের শিলা-কঙ্কাল-কুহরে,
অনাগত ভবিষ্যের ভ্রূণ-ডিম্ব প্রাণবীজ অসংখ্য সঞ্চরে।
গহ্বরেষ্ঠ গুহাহিত করিয়া রেখেছ শত রহস্যকুঞ্চিকা,
চিরতুহিনের তলে 'এধাপেক্ষ' শিলাসুপ্ত কোটি প্রাণশিখা।

তমিস্রাবিদ্যুৎ মেঘে ছায়ালোকসন্নিপাতে নবরঙ্গভূমি
শিলাজতু-বেদিকায় হরিতাল-মঞ্চে রচি' রাখিয়াছ তুমি।
বাহিয়া অলকানন্দা অলকার নটনটী নামে সে নিলয়ে,
ভোগবতী হ'তে উঠে নাগকুল তথা জুটে নাট্য-অভিনয়ে।
মানবে গৌরব দিলে রসজ্ঞের রূপে তারে করি আমন্ত্রণ,
ভূলোকের বহু ঊর্দ্ধে মেঘের উপরে তারে দিয়াছ আসন।
যবনিকা সরাইয়া দৃষ্টি হানে তবু নর নেপথ্যের পানে,
কমলে সে তুষ্ট নয়, মৃণাল-মূলের সূত্র চিত্ত তার টানে।

কিন্নরের কণ্ঠসনে কণ্ঠ মিলাইতে নরে করেছ আহ্বান,
ব্রহ্মবিদ্যা-তপোবনে দর্ভাসন দিয়ে তারে করেছ সম্মান।
দিলে তারে স্বর্গাভাস মর্ত্ত্যলোকে, মোক্ষপথে ধরেছ তুলিয়া,
স্বপ্নপুরী কল্পলোক পানে তার দিব্য চোখ দিয়াছ খুলিয়া।
তবু সেত তুষ্ট নহে, খুলিয়া দেখিতে চাহে পাণিপুটখানি,
বজ্রমুষ্টিতলে গূঢ় তাও লভিবারে মূঢ় করে টানাটানি।

তব গুপ্ত মন্ত্রশালা যেথা নিত্য নিয়ন্ত্রিত জীবের নিয়তি,
তব যাদুযন্ত্রশালা লভে নব সৃষ্টি যেথা জীবনের গতি,

তব শিলাগর্ভগৃহ মহানদীদের যেথা সূতিকা-আগার,
সেথানে দাওনি তুমি মূঢ় নর-কৌতূহলে প্রবেশাধিকার।
যেই স্তনে সুধাধারা পান করি বাঁচে তারা তাই চিরে চিরে,
দেখিবারে যায় ছুটে কেমনে তা' ভ'রে উঠে সুধাসম ক্ষীরে।

ভবিষ্যের ইন্দ্র-মনু শুভ্রশিলালীনতনু যে তুঙ্গ শিখরে
আছে চারি যুগ ধরি মগ্ন উগ্র তপ চরি কাম্য পদতরে;
নন্দী যেই মহাক্ষেত্রে শাসি নিত্য হেমবেত্রে সতর্ক প্রহরী,
অধরে তর্জ্জনী রাখি স্তব্ধ করি চরাচর পন্থারোধ করি,
ভারতের বর্ষকোষ্ঠী যুগান্ত-জাতকপত্র কালের মসীতে,
নিভৃতে রচিত যেথা, উদ্ধত দৃষ্টিরে সেথা দাওনি পশিতে।

এসেছে যুনানী, শক, মোগল, পাঠান, হুন, কুশান, তাতার,
পশ্চিম সুড়ঙ্গ-পথে নানাছদ্মে যুগে যুগে, করে তরবার,
পূর্ব্ব ইরাবতী হ'তে পশ্চিমের ইরাবতী গণ্ডী বিরচিয়া
নৃ-মুণ্ডে কন্দুক-কেলি করিল সকলে মেলি তাণ্ডব নাচিয়া।
শতখণ্ডে ভেঙে তারা নিল ভারতের হৈমসিংহাসনখানি,
লুণ্ঠন-বণ্টনে শেষে করিল আপন কণ্ঠে খড়্গ হানাহানি।

উত্তাল শোণিতসিন্ধু তব পাদমূল হ'তে সতত ব্যাহত,
অরুণ অম্বুজসম জম্বুদ্বীপ তব পদে চির-মূর্চ্ছাগত।
ঘন-ঘোর রণঝঞ্ঝা তোমার বিরাট জঙ্ঘা পারেনি লঙ্ঘিতে,
তব শিলাপট্টপটে কোন অসি জয়লিপি পারেনি অঙ্কিতে।
তব শুভ্র উত্তরীয় লাঞ্ছিত করেনি কভু শোণিতের দাগ,
তব মনঃশিলাপুরে কোন দিন অশ্বক্ষুরে উড়েনিক ফাগ।

বিবিক্ত প্রাঙ্গণ তব হয়নিক আজো ভ্রাতৃ-হত্যার মশান,
গৃধ্র ফেরু সারমেয় বায়সকুলের হেয় উৎসব-শ্মশান।

পাহাড়ী দেউল তব বিরচিত কোটি কালাপাহাড়ের হাড়ে,
খড়্গপাণি দৈত্যে হেথা অর্ঘ্যপাণি মহাকাল মন্দিরের দ্বারে।
তব পাদমূলে এসে জৃম্ভকে স্তম্ভিত যত চমূ, অশ্ব, রথ,
অজ্ঞাতদাসত্বপঙ্ক চিরদিনই তব অঙ্ক 'স্বাধীন ভারত।'
বৈদূর্য্যশলাকাময়ী তোমার বিদূর-ভূমি আজিও নিষ্কর,
তোমার মানসহ্রদে অবাধ আনন্দে আজো প্রবুদ্ধ পুষ্কর।

মন্থনকীলক তুমি, চারি পাশে বিশ্বভূমি আবর্ত্তে চঞ্চল,
আদিযুগ হ'তে শুধু তোমার স্থাণুতা ধ্রুব অনঘ নির্ম্মল।
বিশ্বভরা দস্যুদলে, দস্যু ঘুরে জলে স্থলে লুণ্ঠনের আশে,
সর্ব্বথা শক্তিতে হরে কাতর ভিখারী দীন শুধু তব পাশে।
কেহ ধরা-কুক্ষি চিরে ভূপঞ্জর টেনে ছিঁড়ে, গলায় পাথর,
কেউ রত্নাকরে ডোবে কেউ স্বর্ণরেণুলোভে খুঁড়ে বালুস্তর,
তোমার গুহার মাঝে কোন্ রত্নখনি রাজে, পায়নি সন্ধান,
কিংবা তথা পশিবারে নরের কৌশল হারে, অশক্ত বিজ্ঞান।

ধরার জনমদিনে যে লাজবর্ষণ হলো, বজ্রমণিরূপে
সেই লাজ রাশি রাশি গুহার তমিস্রা নাশি জ্বলে কূপে কূপে
শুভ্রদন্তে বিম্বাধরে হেসেছিল শিশু-ধরা তরঙ্গ-দোলায়,
প্রবাল মুক্তার রূপে সে হাসি পুঞ্জিত আজো তব মেখলায়।
যে পরশমণিহার সঁপি রবি দুহিতার হেরিল বদন,
তা' আজি তোমার ঘরে পাষাণের স্তরে স্তরে বাড়ায় হিরণ।

ফণায় বহিয়া মণি, গুহাগৃহে কোটি ফণী দীপালী জ্বালায়,
তায়, ঘন আঁধিয়ারে নাগবালা অভিসারে পথ খুঁজে পায়।
করিকুম্ভ বিদারিয়া কেশরী ছড়ায়ে যায় গজমুক্তা-ফলে,
তব ভৃগুভূমি ভরি হেলায় রয়েছে পড়ি তুষারমণ্ডলে।

লোভ-লালসার ঠাঁই তোমার সংসারে নাই, তুষ্টি শুভঙ্করী,
শাসিকা ও মুক্তিদেশে, ভুক্তি কভু নাহি পশে তৃষ্ণাসহচরী।
তুমি যে জড়ের প্রভু, তাই জড়বাদ কভু তোমার সভায়,
সাদরে পায়নি পদ, দীপ্ত তব পরিষদ্ অধ্যাত্ম-প্রভায়।
হোথা সদা স্নিগ্ধ পুণ্য অনুকূল রজঃশূন্য সমীরণ বয়,
নাহি পূতি বাষ্প স্বেদ নাহি পাপমল-ক্লেদ, সবি সত্ত্বময়।
স্বস্তি স্বাস্থ্য সনাতন, নাহি হোথা দেহমনোরোগের বীজাণু,
মর্ত্ত উঠে স্বর্গ নেমে রচিয়াছে মাঝে থেমে তব পুণ্য সানু।

কি সংশয়ে উদ্বেলিত সিন্ধুর তরল চিত, কোন্ ভাবাবেগে?
সেই আদিকাল হ'তে কেবলি করিছে প্রশ্ন শুধু মেঘে মেঘে।
উত্তরে বসিয়া তুমি প্রেরিছ নদীর স্রোতে সদুত্তর যত,
অটল গম্ভীর স্থির নিঃসংশয় শান্ত ধীর আচার্য্যের মত।
যুগ যুগ হ'তে চলে এই প্রশ্নোত্তর-লীলা, প্রশ্ন না ফুরায়,
সিন্ধুর মনের দ্বিধা দ্বন্দ্বের অশান্তি-ক্ষুধা তবু না জুড়ায়।
কোন্ সেই মূল তথ্য যারে জেনে ধ্রুব সত্য তুমি অবিচল,
ক্ষুব্ধ, সিন্ধু নাহি জেনে জাগে তার ভ্রান্ত মনে প্রশ্নই কেবল।

ভারতই তোমার উমা শ্মশানবাসিনী দীনা চিরক্লেশব্রতা,
তবু সে ত হরবধূ, চাহিয়া শম্ভুর পানে ভুলেছ সে ব্যথা।

কিন্তু 'আর্য্য-যোগীদের অধ্যাত্মসাধন ধন', মৈনাক তোমার,
বিজ্ঞানের বজ্র-ভয়ে রচিয়াছে সিন্ধুতলে শয্যা আপনার।
পাসরিতে এই ব্যথা পেরেছ বৎসল পিতা? ভুলিবার নহে!
এ ব্যথা তোমার মর্ম্মে মুর্ম্মুর-দহনসম ধিকি ধিকি দহে।
বর্ষণের পূর্ব্বে যেন বজ্রগর্ভ চৈত্রঘন তব মৌনরূপ,
শিশু প্রলয়েরে যেন ধরিয়া রাখিতে নারে তব চিত্তকূপ।
অজ্ঞাতরহস্যময় বিপ্লবের পূর্ব্বসূচি ও মূক স্তব্ধতা,
বাহ্যসংযমের আর অন্তরের ঝটিকার কহে গূঢ় কথা।
মদন-ভস্মের পূর্ব্বে শঙ্করের চিত্তে যেন রুদ্র মৌন জাগে,
গরুড়ের শেষতন্দ্রা যেন অণ্ডচ্ছদখানি ভাঙ্গিবার আগে।

তোমা অতিক্রমি ঐ অভ্রভেদী জড়বাদ উঠে তুঙ্গ হ'য়ে,
যোগযুক্তি পদে দলি ভোগভুক্তি বিশ্বজয়ী, আছ তুমি স'য়ে?
মৈনাক-লাঞ্ছনা-ব্যথা মহাপ্রলয়ের রূপ করিয়া ধারণ,
একদা উঠিবে জেগে, করি ভীম রুদ্রবেগে বক্ষোবিদারণ।
তব ধৈর্য্যবন্ধ টুটি পাষাণ-পঞ্জর কোটি চূর্ণ দীর্ণ করি,
সুপ্ত মহাকাল ছুটে বাহিরে আসিবে, করে 'গৌরীশৃঙ্গ' ধরি',
অনিত্যের ঘটাছটা, সমারোহ, অধ্রুবের ব্যর্থ আয়োজন,
সবি হবে ধ্বংসশেষ তুমি বুঝি জপিতেছ সেই শুভক্ষণ?
ঐহিক ভোগের এই প্রেতনৃত্য, দেহপূজা, ইন্দ্রিয়বিনোদ,
সর্ব্ব ধ্বংস করি নিবে মৈনাকের লাঞ্ছনার পূর্ণ প্রতিশোধ।

তুলসী

শুনি হরিগুণ গান নারদের বীণাতান
কোন ভাণ্ডীর-বনে উলসি,
ভক্তের প্রাঙ্গণে এলে তুমি শুভখনে
পূত পুলকাঞ্চনে, তুলসি।
যথা নাহি অহরহ অর্চ্চনা-সমারোহ,
রাশি-রাশি ভোগ্যের বিপণি,
নাহি ঢাক ঢোলে ঘটা নাহি ধূপ-দীপ-ছটা
বলি হোম সোমে সন্দীপনী।
তুমি যেথা আছ সতি নিঃস্বের সঙ্গতি
ভক্তের শ্যামলিত আকূতি,
একাধারে বেদিকার নব ষোড়শোপচার
পাণিপল্লবে দীন কাকুতি।

নাহি ফুলগৌরব নাহি ফলবৈভব
নাহি সৌরভ-রেণু-ঘনতা,
আসেনাক ষটপদ তাই বুঝি হরিপদ-
কমলের ভৃঙ্গের জনতা।
ভক্তের অঙ্গনে রচ' তুমি তপোবনে
নব মায়া-কাশী-গয়া-দ্বারকা।
মঞ্জরী-শলাকায় ফুটাইছ যুগে যুগে
মূঢ় অন্ধের আঁখি-তারকা।
বৈশাখী আঁখিজল ঐ শাখে অবিরল
ঝরে মূলে, জ্বলে মৃৎদীপালী।

কাঙালের ভিটেখানি   জুড়ি পল্লব-পাণি
পূজে তোমা দিয়ে চাঁপা সেফালি।
বিশ্বের বন থেকে   শবসাধকেরে ডেকে
বামাচার-পাপ তার মোচিলে।
কেন্দুবিল্ববনী   জিনি তুমি নারায়ণী
কান্ত পদের খনি রচিলে।
রাজভোগে বীতরাগ   দীনজন-বন্ধুরে
প্রেমমঞ্জরী-দানে তুষিলে।
বিশ্বেশ্বরে তুমি   নিঃস্বের গৃহে পেয়ে
ব্রজরাখালের বেশে ভূষিলে।

সব দ্বিধা দ্বন্দ্বের   নিবেদন আবেদন
করে গৃহী অরপণ চরণে,
সর্ব্ব বিচারভার   অর্পিয়া তোমা তার
ভুলিল সে ধর্ম্মাধিকরণে।
বিদুরের ক্ষুদকুঁড়া   বহ তুমি হে মধুরা
শ্রীআননে, অচ্যুত-দূতিকা,
হ'য়ে তব সহচরী   হলো সেবা-অধিকারী
কুন্দ-মালতী-বেলা-যুথিকা।
গোরাগুণ-কুতূহলী,   কীর্ত্তন-পথ-ধূলি
অঞ্চলে তুলি তুলি রাখিলে।
ভবরোগে সম্বল,   সব রোগে মঙ্গল
অনাময় লভি তাই মাখিলে।

তুমি যারে ডাক সতি. দাও তারে পরাগতি
হরি-প্রেমে 'গজপতি' ভাসে যে।
ত্যজি সুখসম্পদ গুরুপদ রাজপদ
দীন বেশে তব বনে আসে যে।
যুগে যুগে নদীয়ার, খেতুরী ও সাতগাঁর,
গৌড়ের যত মধু-তৃষিত,
কমলা-কমল-বন ত্যজি তব বনে এসে
বিরচিল মৌচাকে অমৃত।

বৃন্দা, তোমার বনে বৃন্দাবনের লীলা
আজো বুঝি চলে রসনটনে,
তুমি সতী যাদুকরী, ভক্তের মাধুকরী-
ঝুলি ভরো সন্তোষ-রতনে।
শ্রীবাসের অঙ্গনে ত্রিবেণীর সঙ্গমে
নেয়েছিলে যেই রস-ঝারাতে,
বাঞ্ছাকল্পতরু, আজো সংসার-মরু
সরস রেখেছ সেই ধারাতে।
দারু-মালিকার ছলে কঙ্কাল-শৃঙ্খলে
ভক্ত শ্রীকণ্ঠের শাসনে,
করিয়াছ বঞ্চিত সংযম-কুণ্ঠিত
হরিনাম বিনা বৃথা ভাষণে।
হরিপাদ-সম্ভবা তরুরূপা জাহ্নবী
তুমি দেবি বৈষ্ণব-ভবনে,
মহাযাত্রীর শিরে ছায়াখানি সঞ্চারি
হরিনাম দাও তার শ্রবণে।

কুশ

তুমি কৃশানুর প্রথম অর্ঘ্য, ভূমি-সিংহের কেশর-শটা,
ব্রহ্মাবর্ত্তে শ্যাম রোমাঞ্চ, ব্রহ্মর্ষির শ্যামল জটা।
উষর ধূসর ভূমিরে হে কুশ, দিলে কী হরিৎ আকর্ষণী,
প্রথম আর্য্য গো-স্বামিগণে পাঠাইলে তুমি আমন্ত্রণী।
রচেছ আর্য্য অতিথির লাগি আসন, ভূষণ, উটজ-গৃহ,
যজ্ঞদেবের চরণে আহুতি বহেছ নিত্য, হে নিঃস্পৃহ।
বেদী-মার্জ্জন করেছ, আর্য্য, ব্যজনে হরেছ তপঃস্বেদ,
তব শ্যামাঙ্গে তুলি রোমাঞ্চ উদীরিত সাম যজুর্ব্বেদ।
শাপোদকে তুমি অগ্নিগর্ভ, কুশল ছিটালে শান্তিজলে,
সুর-তটিনীর তুমি প্রসাধনী, উপবীত তুমি বটুর গলে।
প্রেতপুরুষের ওদন-পিণ্ড নিবেদনে হলে তৃণাঞ্জলি,
কুশণ্ডিকায় গৃহ-আঙিনায় রচিলে তীর্থ কুশস্থলী।
তব বুকে, কুশ, আর্য্যযোগীর চিৎকুশেশয় প্রস্ফুটিত,
তাদের শয্যা করিতে রচনা হ'লে কুশ তুমি কুসুমায়িত।
ছেদিলে সর্ব্ব সংশয় তার হৃদয়-গ্রন্থি তীক্ষ্ণ ধারে,
তব জ্বলন্ত শাণিত অগ্রে বিঁধি অজ্ঞান অন্ধকারে।

সে দিনের কথা স্মরি আজ বৃথা, আজিকে তোমার কি দুর্গতি!
কিসে আজি তোমা করিল নিয়োগ আর্য্যগণের কুসন্ততি?
ভগবানে ভুলে তোমার পুতুলে ভরিল তাহারা আপন গেহ।
অমৃত না পেয়ে হলো দ্বি-রসন লেহিয়া তোমার দ্বি-ধার দেহ।

কৌষের বাসে ঢাকিতে চাহিল তব দরিদ্র আসনখানা
হে কুশ, তোমারে মূলধন করি হরিতে লাগিল কুশীদ নানা।
বক্ষঃ-গ্রন্থি আর ভেদিলে না কক্ষ-গ্রন্থি-ভেদক হ'লে
নখ-দশনের মতনই দর্ভ, জাতির মর্ম্ম-ছেদক হ'লে।
জঠর-যজ্ঞে আহুতি সঁপিতে হ'লে ঘৃতাক্ত নগরে গ্রামে,
কৌশলি-করে পিণ্ড বহিলে জীবিতের লাগি মৃতের নামে।
কুশায়ুধদের কু-শাসনে হায় কুশের 'কু' টুকু লভিল গৃহী,
কুশের আবাদ করিল ভীরুরা ফেলিয়া গোধূম যবব্রীহি।

মুক্তি-পথের আছিলে সহায়, মুক্ত ভূভাগে গাহিতে সাম,
শত শত পাকে রচিল তোমারে তাহারা বাঁধন রজ্জুদাম।
সেই কুশা ডোরে দেশ বাঁধা প'ড়ে পঙ্গু হয়েছে মুদিয়া আঁখি,
অঙ্গুলি হতে কণ্ঠ চরণ কোন ঠাঁই তার পড়েনি বাকী।

আজিকে তাহার যাত্রার পথ ভরিয়া রেখেছ কুশাঙ্কুরে,
দুই পা আগায় পায়ে ব্যথা পায় ভয়ে ভাবনায় দাঁড়ায় ঘুরে।
নব কৌশিক কোথা চাণক্য কে তুলিবে এই কুশের কাঁটা ?
গুপ্ত চন্দ্রে পুন জাগাইবে সহজ হইবে এ পথ হাঁটা। *

* পূর্ব্বার্দ্ধে কুশকে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের প্রতীকস্বরূপ ধরা হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে উহার স্বার্থাত্মক বিকারই যে দেশের দুর্গতির কারণ তাহারই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ব্রহ্মর্ষি ও ব্রহ্মাবর্ত্ত কুশসঙ্কুল দেশ ছিল,—কুশই আর্য্যগণের যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে প্রধান সম্বল ছিল।

জবা *

যুগে যুগে পুঞ্জিত জীব-বলি-শোণিমায় রঞ্জিত বেদনায় ফুল্ল,
বঙ্গের অঙ্গনে গঙ্গার তীর-বনে রুদ্রের রোষ-রাগ-তুল্য।
চণ্ডীর মন্দিরে বন তার বুক চিরে খর্পরে জবা তোমা অর্পে।
ধরা তার স্তন্য কি মথি নব রক্তিম নবনীতে তারা মায়ে তর্পে?
যজ্ঞদেবের পায়ে শঙ্কিত সমিধের অরুণ নয়নে যেন ভিক্ষা,
অশ্বমেধের হোতা বিশ্ববিজয়ী শূর নৃপতির যেন রণদীক্ষা।
বধ্যের বুকে ভাতি, মণ্ডের চির সাথী, সদ্য-ছিন্ন শিশু-মুণ্ড,
জল্লাদ ঘাতকের পুষ্পিত আহ্লাদ শ্মশান-প্রেতের তুমি তুণ্ড।
বীরাচারী কৌলের কাপালিক অঘোরীর স্বৈরাচারের হ্রীং মন্ত্র।
বহু শাখে ভাগ হয়ে জাগিলে কি বেদ-জয়ে তুমি মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র
ভার্গবী হিংসা কি আজো আছ রঞ্জিয়া বর্ণগুরুর গৃহকুঞ্জে?
প্রস্ফুট তুমি বনে মৃগ্যের বেদনা কি মৃগয়ার দুষ্কৃতি পুঞ্জে?

তীর্থঙ্কর-জিন-পদরেণু করিল না ও বুকে সুরভি রেণু সৃষ্টি!
রজোরাগ হরিল না, হেরে গেল বুদ্ধের সত্ত্ববিমল প্রেম-দৃষ্টি!
নিমাইএর অশ্রুও নিঠুর বুকে তব সৃজিতে নারিল মধু-গন্ধ!
গেল বৃথা গুঞ্জরি ভক্তের মাধুকরী কবিদের প্রেম-গীতি-ছন্দ!
শুভ্র সুরভি হবে পুণ্য পরাগে কবে, পাবে মধু বৃন্তের রন্ধ্রে,
সে শুভদিনের লাগি বসে আছি কবে জবা
তোমাতে পূজিব শ্যামচন্দ্রে।

* জবাকে হিংসাত্মক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রতীক ধরা হইয়াছে।

সোম

নমি সোম তোমা, ব্যোমের সুষমা তোমারি বিশদ হাস্য রুচি,
হ্লাদিনী তোমার মরীচির মালা পীযূষগর্ভা শীতল শুচি।
স্বর্গঙ্গার অমৃতহংস নমি তোমা আমি, হে দ্বিজপতি,
বিহার করেন, তোমারে বাহন করি বুঝি মহাসরস্বতী;
যাঁহার বীণার তান অনুসরি' যুগে যুগে বিধি সৃজন করে,
প্রতিঝঙ্কারে কৌমুদী-তারে সে তানের সুধা গড়িয়ে পড়ে।
বয়ানে দেবতা যেই সুধা সেবে নয়ানে আমরা পিই গো তাই,
রচিলে একটি পানপাত্রেরই পাশে আমাদের মিলন-ঠাঁই।

শম্ভুর শিরে গঙ্গার নীরে শত শত প্রতিবিম্ব হানি'
চন্দ্রমালায় ভূষিয়াছ তায়। গৌরীর তুমি মুকুরখানি।
তব ধবলিমা পেয়েছে শঙ্খ, কুমুদী তোমার ধরার বধূ
কর্পূরে তব শ্বেত সৌরভ, নিশি-সন্ধ্যায় দিয়াছ মধু।
শারদ শরীরে পারদ মাখায়ে করেছ শরতে সরস্বতী,
দুলায় চরণে কাশের চামর পুষ্পিত হ'য়ে তোমারই জ্যোতিঃ।

নারিকেলতরু, বট, দেবদারু চিক্কণ চারু তোমার স্নেহে,
মুদিতনলিন সরোবর ধরে অযুত রজত-কমল দেহে।
দ্রব-হেমময়ী শোভে নদী-তনু লক্ষহীরার চন্দ্রহারে,
গিরিগুলি নৈবেদ্যসমান শোভে যেন তব ভোজ্য-ভারে।
যা কিছু ধ্বস্ত জীর্ণ দগ্ধ যা-কিছু কুশ্রী ধ্বংসশেষ,
সবি শোভমান, ছিন্নবিতান তরী ধরে রাজহংসবেশ।

নব নব রূপে প্রকাশ তোমার প্রতিপদ হতে পৌর্ণমাসী,
চিরনবীভূত নিত্য নূতন সুষমানন্দে বেড়াও ভাসি'।
ক্রমলীয়মান উপচীয়মান গতি তব লীলা-লহরী-স্রোতে,
চির নূতনের চারু সরসতা ঘুচিতে দেয় না সৃষ্টি হ'তে।
বৃদ্ধি-ক্ষয়ের ক্রমাবর্ত্তনে করেছ শোভন সৃষ্টি-ধারা,
উদানে পতনে বিশ্ববীণায় বাজাও উদারা মুদারা তারা।
তোমার রূপের স্বরগ্রামের কড়ি-কোমলের উর্ম্মি-দোলা,
নিখিল জীবন যন্ত্রিত করে, নিখিল সৃষ্টি স্পন্দ-লোলা।
নানা ভঙ্গিতে কল সঙ্গীতে পারাবার নাচে ছন্দোনুগ,
ডম্বরু বাজে, মহাকাল নাচে তালে তালে পড়ে চরণযুগ।

জীব-বিধি-লিপি-নিয়ামক চির তব যোগাযোগ তোমার গতি,
ষোড়শ কলার ষোড়শোপচারে বিশ্ব পালিছ, হে প্রজাপতি।
আপনি দহিয়া স্নিগ্ধতা দিয়া হে সোম, তোমার সৃষ্টি পালো,
চন্দ্রচূড়ের মত [illegible] বিষ কল্যাণ-সুধা তুমিও ঢালো।
বহ্নি-বেদনা সহিয়া হে সোম, কেমনে অমন হাসিটি আসে,
কর্ম্মশালায় সহি শত জ্বালা পিতা যেন গৃহে মধুর হাসে।
রবির মমতা আদায় করিতে কি গোপন তুমি পন্থা জানো,
তার সুষুম্ন-নাড়ী-পথ দিয়ে সন্তর্পণে মাধুরী টানো।
রুদ্রশাসিত জ্বালামণ্ডলে শৈত্যের বড় কাঙাল যারা,
হে শীতরশ্মি, তুমি না উদিলে তারা হ'ত চির শান্তিহারা?

আজি নয় শুধু, মর্ম্মে মর্ম্মে আদিকাল হ'তে একথা বুঝি,
আর্য্যেরা তাই আজ্যের ধূমে, হে সোম, তোমায় এসেছে পূজি।

বেদের শ্রেষ্ঠ পানীয় অর্ঘ্যে ডেকেছে তাহারা তোমার নামে,
ঘৃতপায়সের ভোজ্য নিবেদি' বন্দিল তোমা মধুর সামে।
বেদের সূক্ত মণ্ডলগুলি তব চন্দ্রিকা-মাধুরী-মাখা,
প্রতিকলা তব লভেছে হব্য অমা-সিনীবালী হইতে রাকা।
করেছে লুব্ধ দেব ঋভুদেরে সোমলতা তব মাধুরী লভি,
সিন্ধু-নবনী, তব স্নেহরস ধেনুর আপীনে হয়েছে হবি।
ওষধির ফলপুষ্পে পশিয়া, তোমারি মাধুরী ওষধিপতি,
ব্রীহিযবে চরুকব্যবিকিরে অন্নে হয়েছে জীবনবতী।

কি মোহন রূপে জাগিলে ইন্দু, কি চোখে হেরিল বেদের কবি,
যজ্ঞের জ্বালা জুড়াল তাহারা তোমার প্রসাদ পরশ লভি।
তখনো অগাধ বিস্ময়ময় ব্যোমের ঘুচেনি অপূর্ব্বতা,
গ্রহ বলি তোমা বিদায় দেওয়ার হয়নি তখনো কঠোর প্রথা।
তখনো তুচ্ছ চটুল রূপের আলেয়া বিলাসে মজেনি তারা,
তখনো রঙ্গীন কৃত্রিমতার কলাকৌশলে ভজেনি তারা।
জানিত তাহারা আর যত কিছু আঁখির স্বপ্ন, মিলাবে সবি।
জানিত তাহারা তুমি শাশ্বত ধ্রব অম্লান মোহন ছবি।

তোমাতে হেরিত ব্রহ্ম-বিভূতি চন্দ্রকান্ত নয়ন ভ'রে,
মুগ্ধ ভক্তি বিস্ময় সুখে তাহে স্বেদাশ্রু পড়িত ঝরে'।
তখনো তাহারা যবনিকা রচি রুধেনি তোমার করুণাধারা,
তুমি অতন্দ্র জাগিতে চন্দ্র তব স্নেহতলে জাগিত তারা।
গগনে উদিলে তুমি মৃগাঙ্ক, আর কি দেখিব আর না জানি,
তোমার সহিত হ'য়ে উপমিত ধন্য উমারো বদনখানি।

খদ্যোতে ভজি প্রদ্যুতি তব মর্ম্মে লভিতে ভুলেছি, শশি,
নাহি আগ্রহ অবসর আর নয়নে মেখেছি বিষের মসী।
সুরলোক হ'তে নূতন অতিথি শিশু, তারা কয় তোমার কথা
বুঝে তারা তব আদর ইন্দু, পাতায় মধুর আত্মীয়তা।
আর বুঝে কবি যুগে যুগে তব ভক্ত-সেবক-চারণ তারা,
ছন্দে যাদের কুন্দ ফোটায় গন্ধ ছুটায় জ্যোৎস্না-ধারা।
আদিকাল হ'তে বন্দনা যত কালীর আঁখরে তাদের লেখা
বুকে শশাঙ্ক ধরেছ আদরে তাই বুঝি গায়ে কালিমা-রেখা ?

সতত সদয় নবনী-হৃদয় চির প্রেমময়-জীবন তুমি,
লক্ষযোজন দূরের প্রবাসী আজিও ভোল'নি জনমভূমি।
আয়ত নয়নে সিন্ধুর পানে সারারাতি চেয়ে মধুর হাসো,
নিভৃতে নিত্য বিশ্বের ছলে লিঙ্গশরীরে নামিয়া আসো।
কি করুণ চাওয়া চাও শশধর টানো তারে কোন্ গভীর টানে,
হ'য়ে উতরোল, কলকল্লোল উল্লাসি উঠে তোমার পানে।
অবিরল কলধৌত-ধারায় ঢালি মণিহেম, হে শশধর,
লক্ষ্মীছাড়া ও-সিন্ধুরে তুমি নিশি-নিশি কর' রত্নাকর।
চুম্বন কর প্রতি ঊর্ম্মিরে ভালবাসো প্রতি বালুকা-কণা,
নাচে তরঙ্গ যেন মণিময় দশশত শেষ-নাগের ফণা।

তুমি গগনের মকরধ্বজ, চকোরধ্বজ রথীর রূপে
নিখিল হৃদয় তোমারি অধীন প্রভেদ মান' না ভিখারী ভূপে।
জ্যোৎস্না-কুসুম শায়ক তোমার 'হে নিশানায়ক পড়িছে ঝরি,
করে যে বিধুর তরুণ জীবন সব সংযম বাঁধন হরি'।

মিলনের তুমি বান্ধব সখা, বিরহের চির বৈরী শশী,
প্রেম-পুরোহিত, জাগাও নিখিল প্রাণে প্রাণে রস-পঞ্চদশী।
কত পরিণয়ে তুমি প্রজাপতি নীরব সাক্ষী তুমিই একা,
তব ইঙ্গিতে মূক ভঙ্গিতে নিভৃতে মাল্য-বদল শেখা।
শিখায়েছ তুমি প্রেম-বিনিময়, জুটাও যুগলে আলিঙ্গনে,
একের নয়নে অন্যেরে ভালো লেগেছে তোমার সুধাঞ্জনে।

গগনে তোমার সমারোহ হ'লে দেবতারে মোরা আপন জানি,
পূজি না তাহারে ডরি না তাহারে নির্ভাবনায় বক্ষে টানি।
কোজাগরী জাগি তোমার সঙ্গে তব ভগিনীর নিমন্ত্রণে,
জাগি রাসদোল ঝুলনের রাতি দেবতার সাথে কুঞ্জবনে।
ষোড়শ কলায় তোমা চাই বিধু শ্যামচন্দ্রের রসোৎসবে,
আধেক শ্যামের আধেক সোমের দুয়ে মিলে লীলা পূর্ণ তবে।

তুমি না উদিলে সভয়ে অর্চি রুদ্র কিংবা রুদ্রাণীরে
বেতালের সাথে শব-সাধনায় বসি যে শ্মশানে গঙ্গাতীরে।
তুমি না জাগিলে তাণ্ডবে নাচে পিশাচ-পিশাচী প্রেতের সাথে
কোথা ব্রজগোপী, কোথা মৃদঙ্গ, কোথায় লাস্য নূপরাঘাতে ?

কি আছে মোদের হৃদয়-বিনোদ তব নাম যার অংশ নহে ?
রাজ-রাজেন্দ্র গৌরব লাগি স্বকুলে তোমারি বংশ কহে।
দুলালী দুলালে আদরে ডাকিতে তব নামে মিঠা বাক্য খুঁজি,
কৃষ্ণচন্দ্রে, শ্রীরামচন্দ্রে, গৌরচন্দ্রে তোমারে পূজি।

ইন্দ্র

আজি-ও মরেনি বৃত্র, মাঝে মাঝে বঙ্গে উঠে জেগে,
তব স্বর্গ-সিংহাসনে হে বৃত্রারি আছ অনুদ্বেগে,
বজ্রে বারিয়াছ তার উপদ্রব তোমার দ্যুলোকে,
আশ্রয় নিয়েছে সে যে স্বর্গ ছাড়ি মোদের ভূলোকে।
'অনাবৃষ্টি' রূপে হেথা অনাসৃষ্টি করে সংঘটন।
তোমার যজ্ঞের হবি সোমরস করিছে শোষণ।
দুর্ভিক্ষ মড়ক আদি সুরারিরা তার আজ্ঞাবহ,
রক্ষা কর আখণ্ডল, দুঃসহ যে তাহার নিগ্রহ।

তোমার নন্দনবনে সন্তানক, সুরভি মন্দার,
নির্ভয়ে ফুটিছে বটে,—বিশ্বলোকে চাহ একবার,
মোদের এ শ্যাম কুঞ্জ ধ্বস্ত দগ্ধ তার নির্য্যাতনে,
জ্বেলে দেছে দাববহ্নি আমাদের নন্দনকাননে।
উৎপাটিয়া সোমলতা, দগ্ধ করি দর্ভাঙ্কুরগুলি,
প্রচণ্ড তাণ্ডবাঘাতে উড়াইয়া ঘূর্ণি-ঝঞ্ঝা-ধূলি,
শাদ্বলে পাষাণ করি লোকালয়ে করিয়া শ্মশান,
বাপী-কাসারের বক্ষ বিদারিয়া করি রক্ত পান,
এদেশ করিছে মরু। তরুগুলি হের দারু-সার,
পুষ্পপত্রহারা হ'য়ে যূপ-রূপে বহে বলি-ভার।
নাচে তার তরবারি ঝকমকি মৃগতৃষ্ণা-জালে,
রক্ত-ত্রিপুণ্ড্রক তার জাগে রক্ত সায়াহ্নের ভালে।

মেদিনীর গিরি-স্তনে করি স্তন্য-প্রবাহ-স্তম্ভন,
ধেনুর আপীনে পশি স্নেহ-রস করিয়া শোষণ,
নারিকেল-গর্ভে পশি শস্য-জল শুষ্ক করি তার,
জীবন অঙ্কুরগুলি ধূলিস্তোমে করিয়া সংহার,
তব ইন্দ্রজালে আজি জিনিয়াছে তার বৃত্রজাল,
তব সৃষ্টি ধ্বংস করে আজি তার কুহক করাল।

চাতকের কণ্ঠ-পুটে লাঞ্ছিতের আর্ত্ত নিবেদন,
মুহুর্মুহুঃ প্রেরি মোরা। মেল দেব তন্দ্রালু লোচন,
সুধাপান-মোহ টুটে শতমন্যু উঠ উঠ জাগি,
থামুক অপ্সরোনৃত্য সভাতলে ক্ষণেকের লাগি।
এ কি অঘটন হেরি রাজা যার সহস্রলোচন,
অনীক্ষিত রবে তার দুঃখভার হবে না মোচন?
শুধুই স্বর্গের রাজা নহ তুমি, হে শচী-রঞ্জন,
কেবল দেবেরি লাগি সঁপেনিক দধীচি জীবন।

ডাক ডাক পুরন্দর তূর্য্যনাদে যত অনুচরে,
ডাক কাল-প্রভঞ্জনে ঐরাবতে পর্জ্জন্য পুষ্করে,
হানো বজ্র বৃত্র-শিরে হে বাসব, প্রকৃতি-সুহৃদ্,
সার্থক বৃত্রহা নাম বর্ষে বর্ষে করো গোত্রভিদ্। *

* বৈদিক পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যায় ইন্দ্র মেঘবৃষ্টির দেবতা, বৃত্রই অনাবৃষ্টি,—কৃষিশত্রু। তপস্যার দ্বারা অনাবৃষ্টি দূর করা চলে। দধীচির অস্থি ঘনীভূত তপঃশক্তি।

শঙ্খ

নমি শঙ্খ শুভ্রজ্যোতি—দিব্যদ্যুতি চিরপুণ্যব্রত,
হে ঋষি কঙ্কালসার, তপঃশীর্ণ নমি সারস্বত।
গহন জলধিতলে বিদ্রুমের রচি তপোবন,
কত যুগ যুগ ধরি তপস্যায় ছিলে নিমগন?
অপার অনধিগম্য জলধির অন্তরের বাণী
সান্দ্রীভূত কেন্দ্রীভূত ভরি তব চিত্ত-রন্ধ্রখানি,
সেই বাণী তব কণ্ঠে শান্তিঘন বরাভয়ময়,
গৃহে গৃহে কর তাই উদীরণ অনন্তের জয়।

শ্রুতির অগ্রজ তুমি, পন্থাশুদ্ধি করি আগে আগে
আশ্রমে আনিলে তারে—সেই ধ্বনি আজো কণ্ঠে জাগে।
মোরা মূঢ় দীক্ষাহীন লভিনিক স্বাধ্যায়-মঙ্গল
তব কণ্ঠে গৃহে গৃহে শুনি তার বারতা কেবল।

ভুলিনি, আনিলে তুমি উদ্বোধিয়া হর-জটা হ'তে
মন্দাকিনী-রসধারা ঐরাবত-বিমথন স্রোতে,
মৃতসঞ্জীবন বাণী উদ্বোধিলে আর্য্যাবর্ত্ত ভরি,
পিতৃ-গৃহ-প্রাঙ্গণের ভস্মস্তূপে জীবন বিতরি।
গৃহ দেবালয়ে তুমি সন্ধ্যাপ্রাতে গাঢ় মূর্চ্ছনায়
মঙ্গল সঞ্চার কর গৃহস্থের নিত্য অর্চ্চনায়।
যতদূর ধ্বনি রটে ততদূর পুণ্য সমীরণ,
রচিয়া মঙ্গল-গণ্ডী রক্ষা কর নর-নিকেতন।

তব স্বরে ক্ষাত্র-বীর্য্য উদ্বোধিত শূরের অন্তরে,
তেজোদৃপ্ত যোধ-বৃন্দ শোণিতাব্ধি হেলায় সন্তরে।
উদ্বেল রুধির-সিন্ধুজাত জয়-শ্রুতির প্রণব
তব কণ্ঠে যুগে যুগে উদীরিত, হে সিন্ধু-সম্ভব।

ধন্বন্তরি-করস্পর্শে অনাময়ী বিভূতি তোমার
হে ঋষি, দধীচি-ধর্ম্ম বৈদ্য-গৃহে করেছ প্রচার।
কেদার-কান্তার ত্যজি পদ্মালয়া তব আবাহনে,
সাতকুম্ভ-কুম্ভ কক্ষে আসে পল্লী-সন্তান-ভবনে,
প্রতিঘাত তব ধ্বনি লভি স্থূল বৈভব আকার,
শুক্তি মাঝে মুক্তাসম পূর্ণ করে মঞ্জুষা কি তাঁর ?

সর্ব্ব শুভ অনুষ্ঠানে কর তুমি শুভাধিবাসন,
নব জাতকেরে তুমি এ সংসারে কর আবাহন।
সতীর শ্রীকরে আর চিরারাধ্য পতির চরণে,
শঙ্খক-শৃঙ্খলরূপে বাঁধিয়াছ শাশ্বত বন্ধনে।
মণিবন্ধ দুটি বাঁধ সর্ব্ব কর্ম্মে সংযম সঞ্চারি'
আপনি হ'য়েছ ধন্য সেবাধর্ম্মে মঙ্গল বিথারি'।
কুললক্ষ্মী-মুখবাতে পূর্ণ তব বরেণ্য জীবন,
পূতত্তর করি তায় নিজে হও পরম পাবন।

কাব্যকণা

মরণ-গৌরব

তপনের মত মোর সগৌরব মরণের লোভ,
ব্যোমলোক উজলিয়া সন্ধ্যারাগে হাসিতে হাসিতে,
এ ধরার পরমায়ু হোক ক্ষীণ—তাহে নাই ক্ষোভ,
হোক বিড়ম্বনা-ভোগ, দিন দিন যাইতে আসিতে।

চাহিনা মরণ আমি, মহাকাল, চন্দ্রমার মত,
পক্ষ ধরি বক্ষে ধরি তিল তিল ক্ষয়ের যন্ত্রণা,
কি হবে জীবন দীর্ঘ যদি তাহা মেঘশয্যাগত ?
চাহিনাক চারি পাশে সারারাত তারার বন্দনা।

অধ্যপথে

ছোট শিশু যদি উঠিতে না পারে মায়ের কোলে,
নুয়ে প'ড়ে মাতা চুমা দিয়ে তারে বক্ষে তোলে।
সিন্ধু যদি বা কল্লোল তুলি ছুঁ'তে না পারে,
নমি দিগন্তে দেয় পরশন গগন তারে।

ক্লান্ত শ্রান্ত নদী যদি ছুটি বঁধুর পানে,
জোয়ারে উছলি পারাবার তারে হৃদয়ে টানে।
দীন ক্ষীণ যদি ভক্ত কাতর সজল আঁখি,
লয় তবে বাহু বাড়ায়ে দয়াল হৃদয়ে ডাকি।

তপ ও জ্ঞান

মিলে হাসি-মুখ শত জনমের কত তপ-উপচয়ে,
মূঢ় সেই জন রূঢ় তপ যেবা করে তার বিনিময়ে।
সরল হৃদয় অগাধ জ্ঞানেরই পরম চরম দান,
পাপী সে করে যে তার বিনিময়ে জটিলতা সন্ধান।

দেবতার মুক্তি

মানব, মন্দির রচে শিলা দিয়ে উন্নত সুন্দর ;
দেব-কারাগার, তাহে বন্দী দেব ব্যথিত কাতর।
অশ্বথ, মন্দির রচে বিদারি সে দেউলের বুক,
দেবতা লভিয়া মুক্তি, অঙ্কে তার লভে নিদ্রাসুখ।

অনুতাপ ও অশ্রু

যবে অনুতাপ সব গ্লানি পাপ করিল ভস্মচূর্ণ,
অশ্রু-গঙ্গা ভাসাইল তায় দূরদূরান্তে তূর্ণ।
অনুতাপ যবে হল-কর্ষণে কোমল করিল চিত্তে,
অশ্রু ভূষিল খর বর্ষণে শস্য-শ্যামল বিত্তে।

অনুতাপ যবে পাপেরে জিনিয়া ফিরিল শিবির-কক্ষে,
অশ্রুহীরক-বিজয়-মাল্য ঝুলিল তাহার বক্ষে।
নারায়ণ যবে অনুতাপরূপে অবতরিলেন মর্ত্তে,
লক্ষ্মী তখন অশ্রুধারায় মিলিলেন আঁখি-বর্ত্মে।

তুলসী

সেবিয়াছ সযতনে সুমার্জ্জিত গৃহাঙ্গনে বেদিকার পরে,
ধূপে দীপে সাঁজে ভোরে তুষিয়াছ গঙ্গানীরে বৈশাখ-বাসরে।
প্রতিদান লহ তারি, আজিকে খেয়ার কড়ি পথের সম্বল,
স্নিগ্ধ মোর ছায়া-ক্রোড়ে মুদ ভবনদীতীরে নয়নযুগল।
আমি বৎস হরিপ্রিয়া মঞ্জরী অঞ্জলি দিয়া করি আশীর্ব্বাদ,
কাণ্ডারী ক্ষমুন ত্বরা তোমার জীবনভরা সব অপরাধ।
শুননাক উচ্ছ্বসিত মায়ার ছলনা যত হাহাকার-রোল,
ক্ষীণ কণ্ঠে মনে মনে বল বৎস মোর সনে হরি-হরি-বোল।

দূর্ব্বা

অকিঞ্চন তুচ্ছ আমি, জনমেছি পদতলে ধরিত্রীর বুকে।
দাও সবে পদধূলি তৃণ-জন্ম ধন্য হোক, ম'রে যাই সুখে।
মম দৈন্যে ক্ষুন্ন হ'য়ে কেন মোরে রচ' ভাই অর্ঘ্য দেবতার?
তৃণান্বিত দাস্য আমি, কাড়িয়া লয়োনা মোর সেবা অধিকার
পাষাণ-বিগ্রহ পায় নিগ্রহের বেদিকায় হব শুষ্ক মৃত;
জীবনময়ীর গায় অক্ষয় যৌবনসম আমি রোমাঞ্চিত।
মন্দিরে পূজারীরূপে অভিমানে ভক্তিহারা যেন নাহি হই।
বিশ্বের সেবায় যেন জন্মে জন্মে যুগে যুগে শূদ্র হ'য়ে রই।

প্রকৃত অর্ঘ্য

এটা ওটা সেটা দিয়ে কত তুমি পূজিয়াছ তাঁয়।
কিছুই ছোঁননি তিনি অনাদরে সকলি শুকায়।
মধুগন্ধে জীবনেরে শত দলে কর বিকশিত,
পদ্মে পদ্মে পা ফেলিয়া যান তিনি কমলাদয়িত।

'দিনু তোমা, লও' বলি কিছু তাঁরে হয়নাক দিতে।
যা-কিছু সুন্দর সবি অর্ঘ্য তাঁর এ বিশ্ব-বেদীতে।
কলা মুলা ঘুষ দিয়ে শ্রীধর কি পাইল চরণ ?
শ্রীনাথের শ্রীচরণে স্বত অর্ঘ্য শ্রীধর-জীবন।

পলিত ও ললিত

"একে একে ক্রমে করেছে প্রয়াণ সকল সাথী।
শীতের শীতল সমীর কাঁপায় দিবস রাতি।
এখনো জীর্ণ পলিত শীর্ণ পর্ণ ওরে,
তরুর শাখায় রোস্ কি আশায় শুধাই তোরে ?"
"যে গেছে সে যাক আমার এখনো আসে নি দিন,
বাকী আছে মোর শোধিতে এখনো ধরার ঋণ।
কচি কিসলয়ে আগুলি রহিব দারুণ মাঘে,
ছায়াটুকু দিব শিশিরে বাঁচাবো ঝরার আগে।"

রৌদ্র রস

উগ্র ভানুর ময়ূখ মালায় ঝলসিয়া পড়ে মহী,
একা ও রাজীব রয়েছে সজীব তীব্র দহন সহি।
চারিদিকে তার শীতল সলিল হিল্লোলি গায়ে পড়ে,
নলিনীপত্রে সতত পবন আদরে ব্যজন করে।
পঙ্ক যোগায় তারে প্রাণরস মৃণাল-ছিদ্র-পথে,
তবে সরসিজ সূর্য্যের তেজ স'য়ে রয় কোন' মতে।
এত রসময় জীবন যার সে রুদ্রে পূজিতে পারে,
রসভাণ্ডার ভরা যেথা সেথা সকল ব্যথাই হারে।

হাসির ফুল

শুভ্র ক্ষণিক মুখের হাসি, শিশির-ভেজা দ্রোণের রাশি
বুকের হাসি সজীব তাজা রাঙা কমল ফুলের রাজা
সুখের হাসির কনক বরণ, চাঁপার মতন মনোহরণ,
দুখের হাসি অধর-পুটে অপ্‌রাজিতার মতন ফুটে।

জ্ঞান ও প্রেম

জ্ঞান, প্রেম, দুজনেই ত্যাগবীর, তপস্বী, বৈরাগী,
ঐহিকত্রী একেবারে ঘৃণ্য বলি তবু নাহি মানে।
জ্ঞান বিশ্বামিত্রসম যুদ্ধ করে প্রতিষ্ঠার লাগি,
প্রেম কণ্বসম নিজ বুকে টানে পরের সন্তানে।

প্রকৃত লক্ষণ

মুখ হাসে যাহে, হাসেনাক' চোখ, তার নাম নয় হাসি
বুক না কাঁদিলে হয় কি কান্না, চোখে শুধু জলরাশি ?
কণ্ঠ গাহিলে হয়নাক গান নাহি গায় যদি প্রাণ,
আত্মা না দিলে শুধু হাতে-করে-দেওয়ারে কে বলে দান ?

জনমে ও মরণে

এ-পারে মরুভূ ধু ধু চরণ দহিছে শুধু ঈর্ষ্যাসিকতায়,
যশ যেথা লুব্ধ ক'রে শেষে হায় ক্ষুব্ধ করে মরীচিকাপ্রায়।
মরণের পরপারে রচেছে সে শ্রদ্ধাভারে শ্যাম স্নিগ্ধকায়া,
কূজন গুঞ্জন স্তবে তোয়্যকলে পুষ্পাসবে শুদ্ধ বনচ্ছায়া।

রাখাল তাহার গাভীরে হারায়ে বৈশাখী জল ঝড়ে,
দুই দিন পরে ফিরে পেয়ে তারে বক্ষে চাপিয়া ধরে।
লেহনপরশে পুলকাঞ্চিত কপোলে অশ্রু গলে,
বাৎসল্যের গোমুখী-তীর্থ জাগিল কুটীর-তলে।
জ্যৈষ্ঠের দিনে গোষ্ঠের দাহে ক্লান্ত, তপ্তকায়ে,
রাখাল যখন শ্রান্তি দূরিয়া সুশীতল বটছায়ে,
গাছের গুঁড়িটি আঁকড়িয়া কয় "বৃক্ষ, ঠাকুর তুমি!"
বটতল হয় প্রেম-মৈত্রীর বোধিতরু-তলভূমি।

পুষ্পিত কাল

শতেক কিরণ ধারায় ফুটিছে উষা কমলের শতদলে,
সন্ধ্যামণির পীতিমায় ফুটে নিতি সায়াহ্ন পরিমলে।
কুপিত অরুণ জবায় বিকসে মধ্য-দিবস রাঙা হ'য়ে,
সন্ধ্যা ফুটিছে কুমুদের দলে জ্যোছনাগলান সুধা ল'য়ে।
আঁধার নিশীথ বিকাশ লভিছে অপরাজিতায় থরে থরে,
শেষ রজনীর করুণ বিদায় দীন সেফালিতে ফুটে ঝরে।
পুষ্পিত হ'য়ে চলিতেছে কাল ফুটিছে ঝরিছে ক্ষণে ক্ষণে,
আলো আঁধারের লীলা চলে কিবা ফুলের সুপ্তি জাগরণে।

সত্য-সাধনা

সত্য সাধনার ফল তরুর রুধিরে পুষ্ট কঠোর মধুর,
নহে সে অলস ফুল রঙীন কামনাকুল লতিকা-বধূর।
নহে কুলক্রমাগত, ছলজিত, বলহৃত রাজ-সিংহাসন,
ক্ষত বক্ষে এবে জয় হারাইয়া ধর্ম্মরণে সন্ততি-স্বজন।

গিরি-গাত্রে স্বতঃস্রুত ঋতুর প্রভাবে দ্রুত উৎস-ধারা নয়,
এযে খননের ফল, গভীর কূপের জল অমল অক্ষয়,
শীতল চন্দ্রিকা নয়, এযে দীর্ণ ঘন হৃদে চপলা প্রখর,
স্নেহের আশিস্ নয়, কাননে কান্তারে তপে অর্জ্জিত এ বর।

সঙ্গীত ও মাধুরী

শাখিশাখে পাখী গাহি সুমধুর গান
ফলের সুরসে মাধুরী করিল দান।
কুসুমের বনে গাহি গুঞ্জনে গীতি—
অলি ফুল-মধু মধুর করিছে নিতি।
গুণ-গুণ গানে গাহিয়া দোহন-কালে
গোপের দুলালী গোরসে মাধুরী ঢালে।
যুগ যুগ ধরি' গাহিয়া প্রেমের সুর
করিয়াছে কবি প্রেমে এত সুমধুর।

চারিটি উপমা

হাসিহীন মুখ যেন শশিহীন স-ঘন গগন,
গান হীন কণ্ঠ যেন মূক ম্লান কারার জীবন।
অশ্রুহীন দৃষ্টি যেন বৃষ্টি-হীন ধূসর নিদাঘ,
দীর্ঘশ্বাসশূন্য হৃদি চিররুদ্ধ পঙ্কিল তড়াগ।*

* লেখকের এইশ্রেণীর ক্ষুদ্র কবিতার সংগ্রহপুস্তক বল্লরী।

স্মৃতি-কথা

চিত্ত-বিয়োগে

পুণ্য চিতার বহ্নি-পথে কোথায় গেলে চিত্ত-বীর ?
কোথায় গেলে শূন্য ক'রে লক্ষ সখার বক্ষোনীড় ?
দীন জননীর দাস্য-হরণ জন্য সুধা আনতে কি ?
স্বর্গে গেলে বন্ধ-মোচন মন্ত্রটিকে জানতে কি ?
জিন্‌তে নচিকেতার মতন মৃত্যু-বিজয়-ধনটিরে,
আতিথ্য কি করলে গ্রহণ ধর্ম্মরাজের মন্দিরে ?
না পেয়ে ন্যায়বিচার হেথায়—ভবনদীর এই পারে,
গেলে কি আজ দিন-দুনিয়ার শাহান-শাহের দরবারে ?

কোথায় গেলে জাতির ত্রাতা তিরিশ কোটীর বাহুর বল,
কোথায় গেলে হৃদয়-বিধু ? হায় বিজয়ী রাহুর দল !
কোথায় গেলে নরের গুরু, নরনারায়ণের দাস,
ছিন্ন করি হাজার হাজার নিবিড় আলিঙ্গনের পাশ ?
জীবন-যাগের হোতা কোথায় ? লুপ্ত ধূমে যজ্ঞানল,
তোমার হবির বদলে তায় ঢাল্‌ছি মোরা অশ্রুজল।
তোমার তপের দীপ্তিহারা আঁধার লোকারণ্য হায়,
আশ্রমে তার অশ্রু-করুণ হরিণ-নয়ন খুঁজছে কায় ?
হে বিজয়ী দিগ্বিজয়ে আর আমাদের ডাক্‌বে কে ?
অশ্বমেধের অশ্ব মোদের দেশবিদেশে রাখ্‌বে কে ?
জ্যা-আরোপণ করবে কেবা তোমার বিশাল কার্ম্মুকে ?
সত্যকেতন রথে তোমার বস্‌তে সাহস কার বুকে ?

ভক্ত রসিক চিত্ত তোমার সজীব চির তারুণ্যে,
জীবন তোমার কাব্য সরস রামায়ণের কারুণ্যে।
অশ্রু-প্রাবৃট্ কাব্য 'মরণ' জিনেছ যে মেঘদূতেও,
কায়মনোবাক্ কর্ম্মে কবি অমর কবি মৃত্যুতেও।
তোমার জীবন-কাব্যখানি ভারত-বাণীর কণ্ঠহার।
স্বর্গারোহণ সর্গটি তার অন্তে চরম চমৎকার।

তোমার 'জেত-বনে' আজি কাঁদছে সারিপুত্রগণ,
সুজাতারা অন্ন নিয়ে করছে তোমায় অন্বেষণ।
মোদের মনের 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার সিংহাসন',
শূন্য আজি। বসবে কেবা? পারবে ছুঁতে অন্য জন?
তোমার খড়ম পূজ্য পরম সকল অর্ঘ্য করুক জয়,
ঐ পাদুকা-তন্ত্র-শাসন চলুক এখন বঙ্গময়।
হাজার হাজার শিখণ্ডীর আজ বিনিময়েও যদিই পাই,
ভীষ্ম, তোমায় বিশ্বমানব-রণাঙ্গনে আবার চাই।

গীতার বাণী সবাই শোনে, কেউ ত তারা পার্থ নয়,
নব্যযুগের সব্যসাচী, তোমার কাণেই ব্যর্থ নয়।
তোমার জীবন-ধর্ম্মে আবার সফল গীতার মর্ম্মসার;
তোমার চরিত সোদাহরণ কর্ম্মঘন ভাষ্য তার।
'সত্ত্ব'-মধু 'রজের' রজে জীবন তোমার পুষ্পময়,
উপবনের চিত্ত-কোরক তপোবনেই ফুল্ল হয়।
মিলন তুমি 'শঙ্খ-গঙ্গায়' 'দীপক এবং মল্লারে',
সন্ধ্যারাগে চন্দ্রিকাতে, রক্তজবায় কহ্লারে।

তৃণাদপি সুনীচ, তবু অপৌরুষে ক্লৈব্যে নয়,
সৈন্য দিয়ে নয়ক তোমার, দৈন্য দিয়ে দিগ্বিজয়।
জান্‌তে তুমি বাগ্মিতা ধী, তীক্ষ্ণ মেধায়, রুগ্ন-প্রাণ
আত্মজ্ঞানের তত্ত্ব লভি হয় না কভু সত্যবান।
স্বরাজ সুরু আত্মা হতেই, অন্তরে তাই শক্তি চাই,
মসীর বলে, অসির বলে, পেশীর বলে, মুক্তি নাই।

অঙ্কে তোমার অল্পায়ু কয়, আয়ুষ্কালেও নওক হীন,
মোদের যাহা একটি বরষ তোমার তাহা একটি দিন।
এম্নি তোমার চিন্তাঘন কর্ম্মনিবিড় দণ্ডপল,
এক জীবনেই পেলাম মোরা লাখ্ জীবনের বাঁচার ফল।
জীবনই নয়, পেঁচার জীবন, খাঁচার জীবন লাখ বছর,
শ্বাসগ্রহণই জীবন যদি হাফর তবে প্রায় অমর।
দশ কোটি দিন শূন্য হলে যোগেও শেষে শূন্য হয়,
তেমন জীবন একটি তোমার মরণ-পলের তুল্য নয়।

বেশত ছিলাম অন্ধকূপেই সুস্থ মনে নির্ব্বিকার,
সত্য জেনে অন্ধকারে পঙ্কহিমে জড়-অসাড়,
মুক্ত বায়ে আন্‌লে কেন দেখালে সোম-রবির মুখ?
ভাঙ্‌লে কেন সরীসৃপের অনেক যুগের সুপ্তি-সুখ?
মানবতার মর্য্যাদাবোধ কতদিনের বিস্মরণ!
আবার কেন শূদ্র-প্রাণে করলে শুরু উদ্বোধন?
হঠাৎ ফেলে চল্লে কোথায়? অকূল পাথার! অন্ধকার!!
কোথায় তরী? কোথা বা তীর? চলে না হৃৎস্পন্দ আর।

ফুরিয়ে গেছে দোলঝুলনের উৎসব-রোল পূর্ণিমায়।
আজ আষাঢ়ের ঘনঘটায় তোমার রথ-যাত্রা হায়।
হাজার ফণার ছায়ায় ভরে 'অনন্ত' ঐ যাত্রা-পথ,
লক্ষ বুকের উপর দিয়া চল্‌ল তোমার জৈত্র রথ।

কি মধুময় ছিলে তুমি মধুচ্ছন্দা মধুক্ষর।
আস্যে মধু, হাস্যে মধু, কাব্যে মধু, মধুস্বর।
সত্য পেত তোমার মুখে মধুরতায় ভৃগুর বল,
রুক্ষ কথার মৃণাল-কাঁটায় ফুট্‌ত মধুর পদ্মদল।
সৃষ্টি মধুর, দৃষ্টি মধু বৃষ্টি সদা করত যে,
ছিলে মধুপ নীলমাধবের রাতুল চরণ পঙ্কজে।
স্মরি মধুপর্ক-হৃদয় স্মরি মাধুকরীর বেশ,
হে মধুমাস, করলে তুমি একটি যুগের বর্ষশেষ।

তোমার শোকের সিন্ধু-সরিৎ মধুক্ষরা আজ্‌কে হোক,
মধুক্ষরণ করি পাবন দীর্ঘশ্বাসের পবন বোক্‌।
ধরার ধূলি অঙ্গে উঠে হোক মধুময় অঙ্গরাগ,
তৃণৌষধি ক্ষরুক মধু মধুতে হোক পুষ্ট যাগ।
কবির ছন্দে ঝরুক মধু ক্ষরুক মধু যজ্ঞধূম,
মধু-ক্ষরণ করুক গগন পুষ্পিত হোক মধুদ্রুম।
আদিত্য সোম মধুদ্যুতি বিলাক মধু বিশ্বময়।
ওঁ মধু ওঁ, মধুজীবন, শান্তি! শান্তি! স্বস্তি! জয়!!

কবি গোবিন্দদাস

বাঙাল দেশের কাঙাল কবি যাচ্ছ আজি নেই যে ধামে
ধনীর পীড়ন ধনের প্রয়োজন,
আজকে তোমার শুভক্ষণে চোখের জলে শোকের নামে
করব না পথ পিছল অকারণ।
সকল জ্বালা জুড়িয়ে গেল আজকে শ্মশান-বৈশ্বানরে
হর্ষে নাচে তোমার চিতার শিখা,
অমর হ'য়ে রইল শুধু কাব্য তোমার বাণীর করে,
দেশের ভালে কলঙ্কেরি টীকা।

দেশে সোনার মিনার উঠে, বাগ্‌দেবতার বালাখানা
তোষাখানার বিশাল আয়োজন,
জ্ঞান-সাধনার নামে দেশে জুটে বিলাস বস্তু নানা,—
সোনার অজিন, সোনার কুশাসন,
পরিষদের সভায় রাজা মহারাজার তাজের ছটা
গ্রন্থশালায় রাজে হাজার ছবি,
সম্মিলনে সম্মেলনে মহোৎসবের প্রমোদ-ঘটা,
পায় না খেতে দেশের কাঙাল কবি।

বল্‌ছি বটে, সত্যি তোমার পেটের জ্বালাই বড় কথা?
তেজের জ্বালায় জ্বল্‌ত তোমার পেট।
সহিয়াছ সেই জ্বালাতেই পাঁজরভাঙা হাজার ব্যথা
তবু তুমি হও নি কভু হেঁট।

মাগনি ভিখ দেউলপথে ঝুলি কাঁধে বাউল সাজে
লেখনি নাম চিরদাসের খতে,
বাণীরে বা-নরী করি নাচাও নি রাজসভা মাঝে
নাট্যশালার নেপথ্যেরই পথে।
চেষ্টা ক'রে হওনি কবি, কবি হ'য়েই জন্ম নিলে
প্রাচীন শ্যামল বাংলা মাটি চিরে,
তোমার কবি-প্রতিভাটির প্রতিমাটি তিলে তিলে
তৈরী নহে শিল্পশালার ভিড়ে।
পীড়ন-জ্বালায় দর্পফণা তুলেছিলে—সর্পকবি,
কাব্য-গীতির মলয়গিরির ভূমে,
কাঠুরিয়ার নিঠুর কঠোর কুঠারখানার পরশ লভি
ছড়ালে বিষ চন্দনেরই ক্রমে।
বাণী তোমার বজ্রবাণী, অগ্নিময়ী তোমার ঘৃণা
শৃঙ্গী ঋষির শাপের মত গতি,
লেখনীরে করলে অসি, মুষল হলো তোমার বীণা,
ছিন্নমস্তা তোমার সরস্বতী।
তোমার প্রতি অত্যাচারের চিত্র যখন নেত্রে ভাসে
করালী-রূপ ধরে আমার বাণী,
রুদ্র রূঢ় অমার্জ্জিত তোমার ভাষণ কণ্ঠে আসে
ভদ্রকালীর শাসন নাহি মানি'।
শরাহত মরালসম মরলে জ্বালায় ছটফটিয়ে
গাইতে তুমি পেলে তেমন কই ?
অন্ন বিনা কণ্ঠনালীর জোর বাঁধিবে হায় কি দিয়ে।
চাওনি কিছু অন্ন ছুটি বই।

গুণীর প্রয়াণে

অদ্বিতীয় সঙ্গীতাচার্য্য ৺ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রভুর তিরোধানে)

বীণাপাণির কমলবনে পাঠিয়ে দিয়ে ঐরাবতে,
ফাল্গুনের শ্রী-কুঞ্জ-শিরে বজ্র হেনে কনকরথে
ইন্দ্র গেলেন তোমায় নিয়ে মোদের সুধাকুম্ভ হরি'।
স্বর্গে তোমার বোধন যখন আমরা হেথায় রোদন করি।

হায় গুণী হায় চেয়ে দেখ তোমার পূজাশ্রমের পানে,
ভক্তেরা সব তোমার শোকে বীণ্‌ বেহালা বক্ষে হানে।
রুদ্ধ যে বাক্ বাগ্‌দেবতার কণ্ঠমূলে বাষ্পভারে
চক্ষু তাঁহার ব্যথায় গলে মুক্ত বাড়ায় বক্ষোহারে।

হে রসরাজ, নাই তুমি আজ গায়নসমাজ স্তব্ধ মূক,
মধুমাসের সভায় হেথায় নীরব অলি কোকিল-শুক।
গদ্‌গদ্ নাদ বন্ধ নদে, নির্ঝরে নেই কুলুধ্বনি,
ঋতুরাজের বরণে নাই সুরবালাদের হুলুধ্বনি।
দখিন পবন গায় না আজি কীচকবনের রন্ধ্রমুখে,
বংশী সেতার বধির বেতার বোল উঠে না খোলের বুকে।
মর্ম্মরহীন পর্ণসভা, মৌনী বিরস রসাল তরু,
শ্রুতির তৃষা মিটবে কিসে এ দেশ হলো বিশাল মরু।

তোমার সাধের বসন্ত ওই আসন্ন আজ অশোকবনে
বসন্তরাগ গেয়ে তারে বরবেনাক রসিক-মনে ?

বাহার গাওয়ার দিন যে এলো করব মোরা হায় বিলাপই ?
রাঙাবে না হোলীর হিয়া তোমার গাওয়া সিন্ধু-কাফী ?
সুরের চকোর উড়্‌বে না আর বঙ্গভূমির জলদ চিরে—
প্রলাপ আজি রসালাপের ঠাঁই নেবে হায় মীড়ের নীড়ে ?
গর্জ্জিবে হায় বাঘবাঘিনী, 'রাগরাগিণীর' তপোবনে,
অরসিকের কণ্ঠে 'গমক', ধমক বলেই লাগ্‌বে মনে।
সামের বোধক, শ্যামের সাধক 'নামের' সেবক গেলে চ'লে
জীবনসাঁজের সুর পূরবী গাইতে তুমি কৈ আর র'লে ?

অরসিকের সভায় হেথা গিয়াছে সুর কেঁদে কেঁদে,
প্রাণের পুরে পায়নি প্রবেশ শ্রুতির দ্বারে সেধে সেধে।
বৃথাই হরির নাম গেয়েছ স্বর্ণখরের কর্ণমূলে,
বৃথাই ভজনগান গেয়েছ হায় অসুর-ধুনীর কূলে।
লক্ষ্মীমায়ের তোরণতলে অন্ন-দায়ে সাধ্‌লে বীণা,
কৃপার চেয়ে ঘৃণাই অধিক দিল সে যে হৃদয়হীনা।

যে সুর শুনে অসুর নত, সিংহ কেশর ঢুলায় পায়,
রুদ্র কাঁদে, বজ্র নামে গ'লে ধরার ধূলায় হায়,
যে সুর শুনে দস্যু করে সরস্বতীর উপাসনা,
পাষাণ গলে, সে সুরে হায়, গল্‌লনাক রূপাসোনা।
বিষয়-বিষের হ্রদের বুকে বাণীর মরাল খেল্‌ল কই,
অনাদরের হিমে তাঁহার নলিন নয়ন মেল্‌ল কই ?
ঠিক বলেছেন তোমার কবি,—গান জমে না তাদের মাঝে,
গুণীর গলার সঙ্গে যারা মনে মনে সুর না ভাঁজে।

তরু হতেও সহিষ্ণু তাই সহিয়াছ সবার হেলা,
অশ্রু-পাথার উত্তরণে হলো তোমার বীণাই ভেলা।
প্রতিধ্বনি না পেয়ে তান ঝরত গ'লে হৃনয়ানে,
মানস-সরের নীর বাড়াত' অশ্রু তোমার অভিমানে।

তরুণ রবির রথের অরুণ, যন্ত্র-কুশল হে সারথি!
তোমার করেই যন্ত্রিত তাঁর সপ্ত সুরের বাজির গতি।
রবির কাব্য-মধুমাসের রসন্ত-দূত কণ্ঠ তব
মন্ত্রে তোমার বাণীর সাথে সুর-পরিণয় নিত্য নব।

ভক্ত তুমি, ভাবুক তুমি, শ্রীসুন্দরের সেবক তুমি,
ধন্য গৌরভক্ত বংশ, ধন্য গৌড়বঙ্গভূমি।
গীতির ছলে করলে শুধু গীতানাথের আরাধনা
তোমার কণ্ঠদূতের ছিল শ্রীবৈকুণ্ঠে আনাগোনা।

এই যে রূঢ় রাঢ়ের মাটী এর ধূলিতে জন্মে মণি,
ঘন রসের ফল্গু হেথা এই ত চিন্তামণির খনি।
হরিনামের প্রচার হেথা যে নাম পরিণামের গতি,
শক্তিবোধন ভক্তিসাধন করল স্বয়ং সরস্বতী।
যুগে যুগে এই মাটীতেই জন্মে প্রেমের রসাঙ্কুর,
অম্বিকা, নান্নুর, কেঁদুলী, ধন্য চুপী বিষ্ণুপুর।
আনলে পাথার নূতন রসের অজয়-দামোদরের দেশে,
কিন্নর লোক হতে তাহে তানের তরী আসল ভেসে।
তুমি গেলে যে মাটীরে পীযুষ-ধারায় সরস করে'
সেই মাটীরে ভিজাই মোরা, আজকে শুধু নয়নলোরে

সন্ধ্যাতারার কবি *

সন্ধ্যাতারার কবি তুমি আজি স্মৃতির গগনে সন্ধ্যাতারা,
'ভবানীতারার' মন্দিরে তব সন্ধ্যা আরতি হলো কি সারা ?
প্রেমপরিমল-মণ্ডল ত্যজি চলে গেলে ভানু সারস্বত,
অকালে মানসসরসী-রাজীব-জীবনে করিয়া মূর্চ্ছাহত।
অলির পিয়াসা মিটিল না হায় চীৎকারি কাঁদে চক্রবাক,
শোক-তরঙ্গে ছত্রভঙ্গ চারিদিকে রাজহাঁসের ঝাঁক।
তোমার হৃদয়-মৃণালে ঘেরিয়া মধু-চক্রটি রচিল যারা,
তোমারি চিতার ধূমে লাঞ্ছিত আজি তারা হের ছন্নছাড়া।

নববঙ্গের বিক্রমার্ক, কোথা গেলে ? কাঁদে তোমার কবি,
তুমি না শুনিলে ঋতুমঙ্গল-সঙ্গীত তার বিফল সবি।
হে গুণী রসিক, তোমার বিহনে ধ্রুপদের সভাভঙ্গ হবে,
হে জগদিন্দ্র, রাঢ়বরেন্দ্রে মুরজমন্দ্র স্তব্ধ র'বে।
বঙ্গবাণীর মুকুতার হারে তুমি ছিলে হেমসূত্রাকার,
আজি শোকাশ্রু-মুকুতার সাথে হারের মোতিরা লুটিছে তাঁর।

চিরনির্জ্জর রসনির্ঝর, ধীরপ্রশান্ত জীবন তব
কণ্ঠে তোমার চিরবসন্ত নিশ্বাসে ছিল সুরভি নব।

* মহারাণী ভবানীর বংশধর নাটোরের মহারাজ অশেষ গুণে গুণী ছিলেন। সন্ধ্যাতারা তাঁহার কাব্যগ্রন্থ—নূরজাহান ও দারার দুরদৃষ্ট তাঁহার গদ্যগ্রন্থ। তাঁহার গদ্যভাষা-ভঙ্গি গুরুগম্ভীর—ধ্রুপদী ঢঙের। তিনি সর্ব্বপ্রকার কলাবিদ্যার রসজ্ঞ ও সাহিত্যিকগণের শরণ্য ও পরম বান্ধব ছিলেন। তিনি সুবিখ্যাত মুরজবাদক (পাখোয়াজী) ছিলেন। গ্রন্থকারের ঋতুমঙ্গল তাঁহার নামে উৎসৃষ্ট। রাজপথে মোটরের আঘাত পাইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

সংসার-বিষতরুসঞ্জাত দুটী স্বাদু ফলই দিয়াছ সুধী—
হে কলাকোবিদ, চিরসুন্দরে ধ্যেয়ানে ধরিলে নয়ন মুদি।
স্থিরযৌবনা দিল্লীশ্বরী স্বপ্নে অতিথি তোমার দ্বারে,
তারে স্মৃতি-তাজ দিলে মহারাজ ভাষা-মর্ম্মর অলঙ্কারে।

দারা নাদীরার দুরদৃষ্টে যে কাঁদিল তোমার চিত্তখানি,
সারা বাঙালার এ দুরদৃষ্টে দিয়ে গেলে কোন্ প্রবোধবাণী?

হে জহুরী তব পাণির নিকষে কলাভাণ্ডার পরীক্ষিত,
কাঙাল মিতার বাহুপাশে তব রাজবেশ ধূলিধূসরান্বিত।
পর্ণকুটীরে দীন আতিথ্য নিলে তুমি পাণি-স্বর্ণপুটে,
উড়িত গেরুয়া নামাবলীখানি কেতু হ'য়ে তব হর্ম্ম্যকূটে।
কুলে শীলে রূপে ধনে গুণে জ্ঞানে তুল্য কে তব এদেশ মাঝে?
বিনয়েও তুমি সবারে হারালে, নির্দ্ধারে 'তম' তোমায়ই সাজে।

নীরব কাকলী-কূজনোৎসব, ধরাশায়ী আজি বনস্পতি,
জয় অভিযান আজি অবসান রথতলগত হে মহারথী।
শায়ক-শয়ন হইতে যেমন গাঙ্গেয়ে নিল জননী চুমি
ভবানী-মাতার শুভ্র অঙ্কে বিশ্রাম লভ তেমনি তুমি।
পথপ্রান্তের পঙ্গু পান্থে তুলে নিয়েছিলে তোমার রথে,
আজি যে আঁধার হেরি চারিধার কে হবে বন্ধু তীর্থপথে?
চিত্তধনের ব্যবধানে তব প্রকৃত মহিমা যায়নি বুঝা,
নিত্য ধনের অধিকারি আজি, লহ কাঙালের প্রাণের পূজা।

বর্ষতর্পণ

(বৎসরান্তে কবিবন্ধু সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশ্যে)

একবর্ষ হলো গত। গেলে তুমি আমাদের ছাড়ি,
অবসন্ন স্বিন্ন করে কোন রূপে মুছি অশ্রুবারি,
মর্ম্মাহত ফিরিলাম কর্ম্মক্ষেত্রে, কাজে ও অকাজে
বৎসর কাটিয়া গেল ক্ষতি ক্ষোভে লাঞ্ছনা ও লাজে,
নব দূর্ব্বাঙ্কুর সনে সঞ্জীবিয়া স্মৃতিটি তোমার
অন্তর্গূঢ়ব্যথাঘন ফিরে এল আবার আষাঢ়।

সুখীও চঞ্চলচিত্ত উন্মনস্ক যে নব আষাঢ়ে,
বিরহে করুণ কবি করিয়াছে যুগে যুগে যারে
তুমি যারে করিয়াছ দুর্ব্বিষহ কারুণ্যগম্ভীর,
সে আষাঢ় এলো ফিরে আঁধারিয়া অন্তর-বাহির।
তুমি চলে' গেলে বন্ধু তারপুর বিদ্যুৎ কঙ্কণ
প্রকৃতি ললাটে হানি গেল রেখে অশ্রুর প্লাবন,
শরতে বাজিল বাঁশী ডুবে গেল তায় আগমনী
তব বিদায়ের গান তখনো যে তুলে প্রতিধ্বনি।
স্তব্ধ কাব্যকুঞ্জ হেরি হেমন্তের কুণ্ঠা গেল বাড়ি,
ফিরিল গুণ্ঠিত মুখে শাঁইবনে আর্ত্তনাদ ছাড়ি।

ঋতুরাজ ফিরে এসে দেখে হেথা ফিরে গেছে ভোল,
কে গাবে স্বাগত তার? কে বাঁধিবে ছন্দের হিন্দোল?
পলাশে বিলাস নাই, রক্তাশোক এবে শোকারুণ
জাগিল বিহগ-কণ্ঠে ছিন্নছন্দে বেহাগ করুণ।

নাহি কোন' সমারোহ নিরুৎসাহ প্রমোদের হাট
উৎসবের পুরোহিত করিলে না তুমি নান্দীপাঠ।
বনে যা ফুটিল পুষ্প অনাদরে শুকাল সকল
এবার বসন্তে মনে ফলিল না 'ফুলের ফসল।'

আসিল নিদাঘ উগ্র লয়ে "চম্পা সূর্য্যের সৌরভ,"
কবি নাই, কে বুঝিবে তার দীপ্ত হিরণ্য গৌরব ?
রুদ্রেরো গলিল হিয়া,—না মিলাতে তার হাহাকার
বৎসর ঘুরিয়া গেল, শোকঘন ফিরিল আষাঢ়।
নবমেঘদূতে হায় হলো না সে অতিথি নন্দিত
কূটমল্লিকার মাল্য কণ্ঠে তার হলো না লম্বিত।
রচিলে না সিংহাসন "আনন্দের অখণ্ডমণ্ডল
বিকচকদম্বে," বৃথা মিলাইল যূথী-পরিমল।
কেতকীরে ধন্য করি তার পায়ে দিলে না এবার
"কণ্টকের কুণ্ঠাসনে সৌরভের গৌরব" তাহার।

তুমি চলে গেছ বন্ধু কালনেমি ঘুরিছে তেমনি
নির্ব্বিকার লোকযাত্রা চলিতেছে চলিত যেমনি।
তেমনি চলিছে আজো নৃত্যগীত উৎসব অবাধ
আহার বিহার ক্রীড়া কাড়াকাড়ি বাদ বিসম্বাদ ;
যার গেছে তার গেছে। গেছে যা-তা গেছে আমাদের
তুমি যে কি বস্তু ছিলে দুঃখী দেশে আজি পাই টের।
কত হৃদ্য ছিলে তুমি হৃদি জুড়ে ছিলে কতখানি
তোমারে হারায়ে আজি মর্ম্মে মর্ম্মে প্রাণে প্রাণে জানি।

স্নিগ্ধ বনস্পতিসম ছিলে তুমি ছায়াচ্ছন্ন করি,
ফাঁকা ফাঁকা খাঁখাঁ দিক হাহাকারে উঠে আজ ভরি'।
অকৈশোর প্রেমারাধ্য আকৈশোর নেত্রসঞ্জীবন,
তৃষ্ণায়ত দৃষ্টি তোমা দিগ্বলয়ে করে অন্বেষণ।
নাহি আর গোষ্ঠীসুখ, বন্ধুসভা ম্লান ম্রিয়মাণ,
স্তিমিত নক্ষত্রে ভরা সোমশূন্য ব্যোমের সমান।
দেশের মর্ম্মের ব্যথা এ বৎসর হয়নি ছন্দিত
ভণ্ডেরা হয়নি তব কণ্টকিত কশায় দণ্ডিত।
তৃষ্ণাতুর শ্রুতিযুগ, পক্ষাহত শিথিল লেখনী,
ভরেছে নীরস গদ্যে মন্দগতি ছন্দের তরণী।

তব করে জয়টীকা লভি বঙ্গে তারুণ্য অজেয়।
মুক্তিতীর্থযাত্রিগণে তুমি দিলে সঙ্গীত-পাথেয়।
সাজাইয়া শাঁখা শাড়ী আলতায় সিঁদুরে কাজলে
ছন্দোভারতীরে দিলে বধূরূপ পল্লীছায়াতলে।
কল্পশ্রীরে দিলে তুমি খঞ্জনের আঁখিচপলতা,
মঞ্জু-মরালের গতি, নৃত্যে মত্ত ময়ূরের প্রথা,
খগেন্দ্রের ক্ষিপ্র বেগ, কপোতের গ্রীবাভঙ্গিখানি
গুলেস্তাঁ-গুলজার-করা বুলবুলের 'বাহারিয়া' বাণী।

শত পুণ্যতীর্থ-নীরে অভিষেক করিয়াছ মা'র,
তব কণ্ঠে ঝরিয়াছে রসগঙ্গা বিভিন্ন ভাষার।
তব করে শুষ্ক শীর্ণ পুরাবৃত্ত,—'ভুলির লিখন'।
লভেছে মূর্চ্ছনা তথ্য, গীতা,—গীতগোবিন্দ-নিক্কণ।

আজি—শুধু ভাবি তাই কত কলি তব কল্পবনে
ফুটিতে পারিত হায়, শুকাইল অকাল দহনে।
ছুটিতে পারিত হায় দিকে দিকে কত মনোরথ,
পদাঙ্কগৌরবে তব ধন্য হতো কত নব-পথ।
কত সৃষ্টি অসুৎকীর্ণ র'য়ে গেল তব শিল্পাগারে
অপূর্ব্ব কল্পনা কত রসস্ফূর্ত্ত হলো না আকারে।
কত আদ্‌রা এঁকে শেষে রঙ দিয়ে পারনি ভরিতে,
প্রত্যাদিষ্ট কত সত্যে ছন্দোময় পারনি করিতে,
কত অকথিত বাণী অঝঙ্কৃত কত ছন্দোগান,
অগ্রথিত কত মাল্য, সমারব্ধ কত অভিযান,
কত দ্বিতীয়ার চাঁদ বিশালের কতই অঙ্কুর,
নিয়ে তুমি গেছ চলি, তাই মোরা ভাবি শোকাতুর।

আজি তব মৃত্যুদিনে অশ্রুকণ্ঠ অনুজ তোমার,
উন্নয়নে উদগ্রলি জিজ্ঞাসা করিছে বার বার,
লোকান্তরে কবিস্বর্গে সমাদরে আছ বা কেমন?
লভেছত সগৌরবে দেবতাদুর্ল্লভ রত্নাসন?
অথবা স্বর্গের ভোগ্য কবি তব লাগিছে বিস্বাদ,
কুশাঙ্কুরসম সদা বিঁধিতেছে দেশের প্রমাদ।
মাগিছ বিদায় বুঝি স্বর্গ হ'তে, পরত্রবিরাগী
"অশ্রুজলে চিরশ্যাম ভূতলের স্বর্গখণ্ড লাগি"!

সামাজিক *

খোদার উপর খোদকারী

বিশ্বনাথকে ঠেলে ফেলে তাঁহার আসন থেকে,
সকল পূজার দাবি ক'রে বসেছ তায় জেঁকে।
তাঁহার প্রতিনিধি সেজে গৃহস্থ-সংসারে,
প্রাপ্য তাঁহার লুটেছ সব ভুলিয়ে দেছ তাঁরে।
নর-নারায়ণের অর্ঘ্য সব হরেছ নিজে,
দীন দয়ালের নয়নজলে দেউল গেছে ভিজে।
তোমার ভূরি ভোজ্য বহে ভক্ত ভারে ভারে
এঁটো পাতার লোভে তখন কাঙাল কাঁদে দ্বারে।
কুন্‌কে চালের ভিখ্‌ না পেয়ে শিব চ'লে যান ফিরে,
মুন্‌কে চালের নৈবিদ্দির বিধান শ্রীমন্দিরে!

স্বর্গভোগের লোভ দেখিয়ে সব করেছ দাবি,
তোমার হাতেই আছে যেন স্বর্গদ্বারের চাবি।
হাজার রকম নিষ্ঠুরতা দয়াময়ের ঘাড়ে
চাপিয়ে দিয়ে যমের সমান ভুল্লে ক'রে তাঁরে॥
পাপগুলোকে পুণ্য ব'লে পুণ্যে ব'লে পাপ
কথায় কথায় ব্রহ্মা হয়ে ঝাড়্‌লে অভিশাপ।

* এই পর্য্যায়ের রচনাগুলিকে ঠিক কবিতা বলা যায় না। এগুলি আমাদের দেশের সম্প্রদায়বিশেষের উদ্ধত আচরণ ও স্বার্থতন্ত্রশাসনের বিরুদ্ধে ছন্দোময়ী ভাষায় অভিযান মাত্র। আহরণীকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্ত কয়েকটি মাত্র সংকলিত হইল।

খোদার উপর খোদকারী

দয়াময়ের কৃপার বিধান উল্টে খেয়ালমত,
ভীরুগণের পুঁজি পাঁতি করলে করগত।
হয়ছ জুজুর ভয় দেখিয়ে ছেলের হাতে মোয়া
ভুঁতির গুণই গাচ্ছ মুখে লুটছ কাঁঠাল কোয়া।
হাজার রকম মিথ্যে ভয়ের সৃষ্টি ক'রে ক্রমে,
মানুষগুলোয় মেষ বানালে অসত্যে ও ভ্রমে।
পরলোকের রাস্তা সহজ দেখিয়ে দেবার ছলে
সবায় জড়ো করলে তুমি চরণ ধূলার তলে।
দয়াময়ে নিঠুর ভেবে তাঁয় গেল সব ভুলি,
ইহপরকাল দিল হায় তোমার হাতেই তুলি'।
ভগবানে আড়াল ক'রে অর্ঘ্য নিলে সুখে
সত্যে পুঁথি পাঁজি দিয়ে রাখ্‌লে ঢেকে ঢুকে।

ভাব্‌ছ বুঝি জিতে গেছ লোক ঠকিয়ে নিয়ে,
ঠক্‌তে তুমিই ঠকে যাবে শেষ কালেতে গিয়ে।
সরল সাধু বিশ্বাসে যে করেই গেল সেবা,
যারেই করুক, হরি বুঝেন তারে ঠকায় কেবা?
ঠিক ঠাঁয়েতেই পুণ্য সুফল হচ্ছে তাদের জমা,
ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনের পাবেই তারা ক্ষমা।
মানুষপূজা ক'রেও তারা পাল্‌ছে আপন ব্রত,
বেদের দোহাই দিয়েও তুমি নাস্তিকেরি মত॥

জাত্যভিমান

চিরন্তনের চির সাধক অনিত্যে যার সদাই হেলা,
অশাশ্বতে ভঙ্গুরে যে গণে হেয় মাটির ঢেলা,
সেই ভারতের উদার বুকে, অবাক হ'য়ে কেবল ভাবি,
ঠুনকো জাতিকুলের গরব কেমনে তোর এতই দাবি ?

যেথায় ঋষির কণ্ঠ-মূলে প্রথম পরম সত্য রটে,
বর্ণজাতি,—মায়ার মোহ, ব্রহ্ম আছেন সর্ব্ব ঘটে,
নরনারায়ণের পূজার যেথায় প্রথম প্রবর্ত্তনা,
ব্যাস বিদুরের সেই ভারতে কেমনে তুই তুলিস্ ফণা ?

যেই ভারতে তিব্বতী মগ্ চীন্ দ্রাবিড়্ আর মোঙ্গলীয়,
আর্য্যানার্য্য সঙ্গে মিশে রইল না আর অনাত্মীয়,
যেথায় দরদ শক হুনেদের রক্তে ভরা লক্ষ শিরা,
শৌর্য্যগুণে ক্ষত্র হলো ঝল্ল মল্ল লিচ্ছবিরা,
সেই ভারতে কেমন ক'রে বস্‌তে পেলি সিংহাসনে ?
সইল অশোক অনুশাসন দাগা এদেশ দুঃশাসনে ?

সাম্য মৈত্রী মন্ত্র দিতে হেথায় বুদ্ধ প্রাদুর্ভূত,
অর্দ্ধ জগৎ হলো হেথায় এক জাতিতে অনুস্যুত।
জোলার ছেলে কবীর হেথায় অভেদবেদের মন্ত্র-দাতা,
চামার দাদু রবিদাসের পদে নত সবার মাথা।
গোরার প্রেমে বংশকুলের অলীক মোহ যায়নি ভেসে ?
কেমন করে এখনো তুই বিরাজ করিস্ এমন দেশে ?

চণ্ডালী যে করল বিয়ে সেই রাজারি বিধান শিরে
শক্ত হয়ে বসলি আরো গণ্ডী মাঝে গণ্ডী ঘিরে।
তলায় তলায় শতেক নালায় শতেক গোপন মিলন ঢাকি,
কুলীনতার ফল্গু তীরে পিণ্ড হরণ করলি-না কি ?

হাড়ী-পুরোহিতের ঝঁাটায় মহাসুখবাদের স্রোতে,
কর্ত্তাভজায় শক্তি পূজায় গেলি না তুমি এদেশ হ'তে।
সহজিয়ার দেশে উদার মিলন নাহি সহজ হ'লো,
ভরার মেয়েও চল্‌লো দেশে তোরই প্রতাপ অচল র'লো ?

প্রেমের মহাকীর্ত্তনের এ বাংলা দেশে কে হায় হেয় ?
খড়দ' নদের মহোৎসবে কে করে কা'য় অপাংক্তেয় ?
তান্ত্রিকতার রাজ্যে আবার সুরার ডামর কলরবে,
কৌলাচারী অঘোরপন্থী কাপালিকের উপদ্রবে,
ভৈরবীদের চক্রমাঝে চণ্ডালিনীর আলিঙ্গনে
কেমন ক'রে রইলি বেঁচে তাও ভাবি হায় মনে মনে।

বেনের ছেলে গান্ধীজি ঐ ঋষির ঋষি ভারত-ত্রাতা,
বর্ণজাতি-নির্ব্বিশেষে তাঁর পদে সব লুটায় মাথা।
শূদ্রগুরুর চরণ তলে শিষ্যরূপে হাজার দ্বিজ,
এখনো কি ছাড়বি না তুই হায়রে মূঢ় বড়াই নিজ ?
আজ যে কালের মূষল ঘায়ে সব অভিমান হবে গুঁড়া,
ভাবিস্ নাকি থাকবে জেগে কেবলি তোর জীর্ণ চূড়া ?

স্বদেশী-শৃঙ্খল

নিজ-হাতে-গড়া হাজার নিগড়ে দেহ মন তোর বাঁধা,
বন্দীদশায় হে দেশ আমার মিছে আজ তোর কাঁদা।
পঞ্জিকা তোরে বাঁধিয়া হয়েছে কালগত স্বাধীনতা,
শাসনে কুব্জ করিয়া রেখেছে শত শত হীনপ্রথা।
ঘটকপঞ্জী কোষ্ঠিকুলুজী গোষ্ঠীকারিকা যত—
নূতন নূতন শিকল গড়িতে ক্রিয়াশীল অবিরত।
ঋষিরা পরাল মৈত্রীর রাখী, শাস্ত্রবণিকগণ
মৃত-কঙ্কাল-শৃঙ্খলে বাঁধি হরিল অমৃত ধন।
অবরোধে তোর এক চোখ কানা, আর-চোখ রোস্ মুদি'
কাণে-গলা সীসা, শাসনের ডোর রসনা রেখেছে রুধি'।
অতীতের সাথে কটি বাঁধা তোর রয়েছিস্ চোর সেজে,
হাজার মতুলী-কবচের তলে মরছিস্ হেজে হেজে।
কণ্ঠ যে তোর চিরদিন বাঁধা দৈববাদের যুপে,
এমনি করিয়া বাঁধা তুই হায় শতপাকে শতরূপে।
জঙ্ ধরে গেছে সকল শিকলে, বদল হয়েছে রঙ্,
মহামানবের রঙ্গভূমিতে সবে হেরে তোরে সঙ্।
বিদেশী শাসনে সব হ'তে কড়া শিকল বলিয়া জানি,
বাঁধা হাত পায় ভাঙা দাঁতে মিছে করছিস্ টানাটানি।
চিরকাল ধ'রে যে বাঁধন তোর এঁটে আছে দেহটায়,
এ বাঁধন শুধু উপরে-উপরে বাঁধা তারি গায়-গায়।
ছিঁড়িবে যে দিন স্বদেশী বাঁধন, ও শিকল রসাসসি,
বিদেশী বাঁধন তারি সাথে সাথে আপনি পড়িবে খসি'।

সত্যের আবাহন

কোথায় আছ সত্য ঠাকুর, মোদের বোধন শুন,
ফিরে এস এই ভারতের বক্ষঃপরে পুন।
ফিরে এস কর্ম্মে বাকে ধর্ম্মানুশাসনে,
ফিরে এস চিন্তাচলন দম্পতি-বন্ধনে,
এস ধ্যানে, বুদ্ধিজ্ঞানে, লোকযাত্রার পথে,
সারথি হও সংগ্রামে তার, এস বিজয়রথে।

এস দেবের বিগ্রহে আর গুরুর কুশাসনে,
অপরাধীর বচনে আর বিচারকের মনে।
বাগ্মিগণের কণ্ঠে এস কবির লেখনীতে,
শিল্পিগণের তন্ত্রী তুলী শল্য ছেদনীতে।
কালাপাহাড় সমান এস ধর্ম্মবেচার হাটে,
ধর্ম্মখেলার পুতুল ভেঙে ছড়াও মাঠে মাঠে।

পুণ্যে যারা পণ্য ক'রে চালায় ব্যবসায়,
ভাঙো তাদের আড্ডা ডেরা তোমার মূষলঘায়।
ঝোলা মালা জটাদাড়ী পৈতা মুখোস টিকি,
তাদের মাঝে দেখাও আসল নকল আছে কি কি।
পুড়াও যত স্বার্থপুরাণ দাসত্ব-সংহিতা,
নবীন যুগের সমর-রথে গাহ নূতন গীতা।
টিকটিকি আর হাঁচি মঘা রাহু যমের চর,
ভূত ডাইনী পেঁচো দানা ওলাবিবির ভর,

দূর কর সব মাভৈঃ নাদে, নীরব হউন খনা,
লুকাক ইঁদুরগর্ত্তে গিয়া ব্রহ্মশাপের ফণা।
পূজার দালালদলের হাতের রূপার চাবি কেড়ে
খাস দেবতার চরণতলে যাও নিয়ে ভক্তেরে।
ক্ষীর-ছানা-ঘি-দুধে গড়া ভণ্ড গুরুর ভুঁড়ি,
তোমার হাতের ত্রিশূল দিয়ে দাও ফাঁসিয়ে ফুঁড়ি।
অশুচি কেউ নেইক, সবার প্রেমের করাঘাত—
দারু-শিলার জড় প্রতিমায় জাগাক জগন্নাথ।
জরদ্গবের বাসা ভাঙো পেচকে দাও তাড়া,
রুদ্ধ কর নির্ভাবনার গড্ডালিকার ধারা।

ষণ্ডামার্কের পাঠশালাতে অসত্যে ও ভ্রমে
মরছে শিশু, আনো তাদের বাল্মীকি আশ্রমে।
ঘুমায় যারা গর্ব্বাসনে আজকে নিরুদ্বেগে
তোমার ডাকে দর্ভাসনে বসুক তারা জেগে।

ঘরে ঘরে জয়দ্রথ, কীচক, দুঃশাসন
রক্ষা কর মাতৃজাতির পবিত্র জীবন।
অধীনতার সোণার খাঁচা হউক অসহন,
মুক্তিলোকের আকাশ পানে লুব্ধ কর মন।
বজ্রমণির শলাকাতে চোখগুলি দাও খুলে,
সংস্কারের ভুলগুলো সব ছানির মত তুলে।
দম্ভমণির স্তম্ভ ভেঙে নৃসিংহ-দেবসম,
রুদ্র, এস বাঁচাও এদেশ, তোমায় নমোনমঃ।

পায়ের ধুলো

আমার মতই হীন কাপুরুষ, অধীনতার স'চ্ছ গ্লানি
চোখঢাকা বলদের মত আমার মতই টান্‌ছ ঘানি,
কেবল মস্ত বিষ্‌হারা ঐ ফণা তোমার আস্ত কুলো,
তাই দেখে কি ভয়ে ভয়ে নেব তোমার পায়ের ধুলো ?

তাই বলে যে পায়ের ধুলোর ভিখারী নই তাওত নহে,
পায়ের মতন পা পেলে যে এ দাস তারে মাথায় বহে।
যে ধুলো চাই মাথায় আমি সে ধুলোরও নেইক অভাব,
জ্ঞানী গুণী, শিল্পী কবি, সত্যব্রত, পুণ্যস্বভাব,
জিতেন্দ্রিয়, ভক্ত সুধী, দেশের জন্য সর্ব্বহারা,
ধর্ম্ম, জাতির জন্য যে জন করছে বরণ মরণকারা,
বিশ্বজনের কুশল তরে সার করেছে ছিন্ন কাঁথা,
বিশ্বনাথের চরণতলে সারা জীবন লুটায় মাথা,
এম্‌নি মহাপুরুষ কতই জন্মেছেন এই ধরার পরে,
শূদ্র যবন ম্লেচ্ছ দ্বিজ সকল কুলেই সকল ঘরে।
যেথায় যখন হয় প্রয়োজন আসেন সেথায় শুভক্ষণে,
চর্ম্মকারের কুটীরতলে অথবা বেল্ তুলসী-বনে।
তোমার মতন না চাহিতেই পায়ের ধুলো দেন্‌না তাঁরা,
সে অমূল্য ধুলোর যোগ্য হওয়া কি যায় ভাগ্য ছাড়া ?
পায়ের ধুলো চাইনা বলে শাপ দেবে হায় ভাবছ বুঝি,
তোমার শাপে কি হবে ছাই; শিবকে ভজি সত্যে পূজি।

শূদ্রের দেশ

লাখ দুই চার মানুষ ছাড়া যে দেশে হায় শূদ্র সবি,
সে দেশের আর মর্য্যাদা কি, মিথ্যা তোমার গর্ব্ব কবি
সে দেশকে যে বিশ্ববাসী তুচ্ছ ব'লে করবে ঘৃণা,
বিচিত্র কি ? ভেবে দেখ রাগ করা তায় চলবে কিনা।
কয়েক জনায় দেশবাসীরে হামবড়া এক পাঁতির বলে,
মিছরি-মুড়ি সমান ক'রে নামিয়ে দিল পায়ের তলে।
যাদের ছিল তোলার কথা নামিয়ে দিল তারাই মিলে,
অবহেলায় অবোধজাতি নেমেও গেল তিলে তিলে।

ক্ষত্র কি আর কেউ ছিল না করেনি কেউ যুদ্ধ কভু ?
প্রাণ দিয়েছে দেশের তরে হীন জঘন্য শূদ্র তবু।
বণিক সাধু ছিল না কি গোপালন আর কৃষির দেশে ?
এমনি কঠোর স্বার্থ-শাসন তারাও হলো শূদ্র শেষে।
শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাৎ সবাই হলো অধোগত,
যাঁদের ক্রিয়া বেজায় কঠোর তাঁরাই র'লেন ক্রিয়ায় রত।
পাঠানরাজের প্রসাদবলে বদ্‌লে ফেলে জাত উপাধি,
পৃথক হলেন দেশের সাথে হাজার গণ্ডী বাঁধন বাঁধি।
এই ভারতের সভ্যতা, জ্ঞান, শিক্ষা, মনুষ্যত্ব-ধারা,
সমতলে নাম্‌লনাক হলো হরিদ্বারেই হারা।
হাজার হাজার পায়ের পরে নয়নবিহীন একটি মাথা,
অপূর্ব্ব এক জীবের মত এ দেশ হলো হায় বিধাতা।

আহরণী

(দ্বিতীয় খণ্ড)

পল্লীচিত্র

কৃষি-সঙ্গীত

আজি—সুখের লক্ষ্মীমাসে
শতশত বাঁকী ভরি ঝাঁকা-ঝাঁকি পশারা লইয়া আসে
ইতুর পাঁচালী, মুঠের মন্ত্রে ডাক শুনে বারবার
এলেন জননী মাঠ হতে, ঘাটে পা'দুটী ধুলেন তাঁর।
দিয়ে নবান্নে করুণা-সুধার প্রথম আস্বাদন,
পিছে পিছে এলো সারা বছরের সঞ্চয়-করা ধন।
আজি—মসীসেবকের দল,
মসীমাখা মুখে দেখে কিবা কৃষি-লক্ষ্মীর সেবাফল।

আজ—'বাড়ীতে আসেনি মা,'
হিংসায় কেহ একথা বলিলে মোরা-ত শুনিব না।
বেগুনের ক্ষেতে হেরেছি তাঁহারে শিশুরে স্তন্য দিতে,
দুলিছে 'কাজললতা' গুলি ঐ সীমের মাচানটিতে।

আহরণী

হেরেছি তাঁহার কবরী বিনানো মরায়ের পাকে পাকে।
বরবটী শুটি থোকায় থোকায়—আঙুল নেড়ে কে ডাকে ?
আজ—মা যদি আসেনি রে,
এতদিন পরে ঢেঁকির উপর পা'ড় দিল তবে কে ?

হের—অতসীর গাছে গাছে
ছেলে ভুলাইতে বাজে ঝুম্‌ঝুমি, নথগুলি ফুটে আছে।
গাঁদাবনে তাঁর সীঁথির সিঁদুর, কুঁদবনে তাঁর শাখা,
হাসে ফুটে খই—আলিপনে ঐ চরণ-চিহ্ন আঁকা।
ভরে খাঙা বীজে পুইলতা, চুমি আল্‌তা চরণমূলে,
হিঙুল আঙ্গুলে ক্ষুদের পিটুলি আস্‌কেতে উঠে ফুলে'।
আর—বাড়ীটীর আশে পাশে—
উড়ে অঞ্চল বায়ু-চঞ্চল শরফুল—বন-কাশে।

আর—আসেনি মা আজ যদি,
বাড়ে কেন এত ভাঁড়ারের পুঁজি, ভাঁড়ে কেন এত দধি ?
ভাতে ভরা থালা—খড়ে ভরা পালা, গোলা খালি নাই কারু,
খেজুরের গুড়ে জালা ভরা ঘরে, ডালাভরা মুড়ি নাড়ু।
ভরিয়া উঠান দো-চালা মাচান ধরেছে নানান ফল—
লক্ষ্মীর স্নেহ-মমতার মধু—ইক্ষুতে টলমল।
আজ—মা যদি আসেনি তবে
সারা বছরের সুখের বিধান কেমনে পেলাম সবে ?

লক্ষ্মীমাসে

আজিকে আমার ভরেছে খামার সোনার বৈভবে,
বাজাও শঙ্খ, দাও হুলুরব, ছড়াও খৈ সবে।
বাঁউরী-বাঁধনে পালায় গোলায় বেঁধেছি লক্ষ্মীরে,
বিদায় দিয়াছি আজিকে সকল ঝামেলা ঝক্কিরে।

কম্পিত কলকণ্ঠে কপোত মেতেছে ধান-বনে,
ছাগ হাঁসদল করে কোলাহল আজি এ প্রাঙ্গণে।
আজিকে ঘুচাবো বাকী-খাজনার বকেয়া ঝঞ্ঝাটে,
সুদ-সহ-দেনা শোধিব, ডরি না নবাবে সম্রাটে।

কমলার বিয়ে দেব ঘটা করে' আস্‌ছে বৈশাখে,
ঘরে এত কাজ, চলেনাক, 'বেচু' আসুক বৌমাকে।
নতুন করিয়া ছাওয়া হবে ঘর এবার ফাল্গুনে,
কত কি যে সুখ-সঙ্কল্পের রেখেছি জাল বুনে।

মা'র সাথে মাসী যাক্ গয়া কাশী গোলায় ধান তুলে,
ভর্‌তি 'করচ,' কর্‌তে খরচ পারব প্রাণ খুলে।
আছে আছে মনে বেচুর মায়ের বায়না খোটধরা,
খোকার কোমরে পাটা দেব আর তাহারে গোট-ছড়া

ঝঙ্কৃত-করতালিতে নাচাও স্নেহের ধনটীরে।
নতুন চালের ভোগ দিয়ে এস মায়ের মন্দিরে।
পথ-ভিখারীকে আন আজ ডেকে দাতার গৌরবে,
তুলসী-মঞ্চ কর আমোদিত ধূপের সৌরভে।

আহরণী

গাইগুলি আজি রেখেছি যত্নে গোয়ালে চট্ ঘেরে'
নতুন খড়ের গুণে ঢালে দুধ ভরিয়া ঘট কেঁড়ে।
আজি শুভযোগ লক্ষ্মীর ভোগ পায়সে পিষ্টকে,
খেজুর আখের রসের ভিয়ানে সকলি মিষ্ট রে।

তেল-হলুদের ধুমধাম আজি সরিষা অঙ্গনে
মটরের চারা পিচকারী হানে বেগুনী রঙ্গণে।
আহেরির বেড়া ফুলে-ভরা আলু:ক্ষেতের আ'ল ভরে',
বরবটি-শুটী করে লুটোপুটি ঘরের চাল ভরে'।
রামধনু লুটে মোর আঙিনায় দোপাটি সীমফুলে,
অকালের হোলী খেলে গাঁদাবন আবীরে হিঙ্গুলে।

লক্ষ্মীর দয়া হেরি এ-গৃহের বিরাজে চৌপাশে,
লালপেড়ে শাড়ী পরি' পাকশালে মোড়ল-বৌ হাসে।
ঘটভরা জলে ঘুচায়েছে ধূলা দ্বারের 'তালবোনা,'
আঁক' লক্ষ্মীর আনগোনা-পথে আজিকে আল্‌পনা।
ধানের ধুলায় ঢাকিওনা নাক আজিকে অঞ্চলে,
শোভাও অঙ্গ মায়ের পায়ের ধূসর মঙ্গলে।
লক্ষ্মীর জীবে বলোনাক কিছু থাক্ সে পেটভরে',
ইতুঘট ছোঁও ভোরে সাঁজে নিতি মাথাটি হেঁট করে'।
এ গৃহে এখন লক্ষ্মী আছেন বাহিরে অন্দরে,
রহ সবে শুচি নিষ্পাপরুচি বিনীত অন্তরে।
সব তৈজসকে ঝক্‌ঝকে রাখ', ঘুচাও মনমলা,
কলহ তর্ক করোনা, লক্ষ্মী—হবেন চঞ্চলা।

কুড়ানী

কুয়াসার ভরা পো'ষের বিষম হাড়-কনেকনে জাড়ে,
আমীর চাচার খামারে মোরগ না ডাকিতে একেবারে,
চাটাই ছাড়িয়া উঠি তাড়াতাড়ি ছেঁড়া-কাঁথা গায়ে দিয়ে,
মাঠপানে ধাই ধান কুড়াইতে ছোট্ট ঝুড়িটি নিয়ে।

ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরি শামুকে করিয়া খুঁটে-খুঁটে তুলি ধান,
গোটা শীষ যদি দেখি ভুঁয়ে পড়ে' উথ্‌লিয়ে ওঠে প্রাণ।
হাঁটিয়া হাঁটিয়া এমনি করিয়া সারা হয় ধান খোঁজা,
নিয়ে যায় ঘরে পাড়ার লোকেরা আঁটি আঁটি বোঝা বোঝা।
পিছু-পিছু যাই ঝুড়িটি লুকায়ে বা'র করি মোর ঝুলি,
যেটি পড়ে ভুঁয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে সেটি খুঁটে লই তুলি'।
ঠোঁট মুখ গাল জাড়ে জরজর পা'দুটা গিয়াছে ফাটি
ছুটে আসি যাই কি করিবে বল' মাঠের 'কুচল' মাটি ?
ছোট্ট ঝুড়িটি হয় চুরচুর ভরে' যায় মোর ঝোলা।
লোকে কয় "চাষে কি করিবি তোরা ? কুড়ুনী বাঁধিবে গোলা

শীত যায়-যায়, ক্ষেতে নেই ধান, ধূ-ধূ করে করে সারামাঠ,
মরমর করে শুক্‌নো পাতায় গাছতলা পথঘাট।
ছোট্ট ঝুড়িটি রাখিয়া এবার বড় ঝুড়ি লই কাঁখে।
শুক্‌নো পাতায় উঠানে কোথাও জায়গাটুকু না থাকে।
দুপুরে গোবর-ঝুড়িটি লইয়া ফিরি রাখালের পাছে,
বাজে কথা ক'য়ে ঘুরি ফিরি গোরুবাছুরের কাছে কাছে।

বিকালে বেরুই, কাঠ-খড়ি খুঁজি বনে-বনে মাঠে-মাঠে,
পড়্সীরা কয়, "শোবে একদিন কুড়ুনী রূপোর খাটে।"

বাদ্লা লাগিলে পথে ঘাটে কাদা, নিভে আসে খর তাপ,
তালপাতা-দিয়ে-বাঁধা চালাটিতে জল পড়ে টুপটাপ।
কাঠকুটো কিছু মিলে না কোথাও জ্বলে না সহজে আখা,
আমার দুয়ারে আসেন সবাই হাতে লয়ে ঝুড়ি-ঝাঁকা।
নালীর 'পাউসে' জালিটি পাতিয়ে বসে' থাকি আমি ঠায়,
চুনোপুটীদুটো আঁচলে গিঁঠিয়ে ফিরি কাদামাখা গায়।

বর্ষা ফুরায় লাউকুমড়ায় গোটা চাল যায় ভরে,'
ডোবায় ডোবায় কলমী শুশুনী তুলে' আনি ঝুড়ি করে'।
নালাটি শুখায় কাঁকড়া লুকায়, মাছ চুঁড়ে মরা মিছে,
গুগুলি শামুক কুড়িয়ে বেড়াই জেলেদের পিছে পিছে।
তালটি বেলটি কুড়ালে লোকেরা হাঁ-হাঁ করে' আসে ছুটে,
মোর ভাগে থোয়, লোকে যা'না ছোঁয় নিতে হয় যাহা খুঁটে।
এমনি করিয়া তিলটি কুড়ায়ে তালটি করিয়া জড়
কুড়ানো ভাতে এ পেটটি ভরায়ে হয়েছিত এত বড়।
খোঁড়া মা আমার ঘরে পড়ে' রয়, বাপমরা মনে নাই,
ঘরটি পুড়িলে পাড়া-পড়সীরা দেয়নিক কেউ ঠাঁই।
কাঁচা আ'লে কারো দেইনা পা আমি, পাকা ধানে কারো মই,
চাক্‌রী করিনা ভিখ্‌ও মাগিনা এম্‌নি করেই রই।
অনেক বকেছি কুড়ুনী বলিয়া·ডেক'নাক মিছে পিছু,
মাঠে হাঁটিলে যে ঝুড়িটি ভরিবে, চুঁড়িলে মিলিবে কিছু।

কৃষাণীর ব্যথা

সুখের এ ঘর গড়িয়া তুলিয়া বুকের রক্ত দিয়া,
আজ কোথা তুমি চলে গেলে হায় সংসার আঁধারিয়া ?
ধানে ধানে আজ উঠান ভরেছে, ঠাঁইটুকু নাই আর,
মঙ্গলা আজি ঢালিতেছে দুধ বাছুর হয়েছে তার।
মাচান ছাপিয়ে লাউলতাগুলি ভূঁয়ে লুটে লুটে পড়ে
পালঙের শীষে শাকের চাঁকড়া আগাগোড়া আজ ভরে।
সন্ধ্যামনিতে আলো হয়ে আছে সারা আঙিনাটি ঐ,
আজ সংসারে সবি ভরপুর, হেন দিনে তুমি কই ?

দুবেলা পাওনি পেট ভ'রে খেতে গিয়েছিল দেহ ভেঙে,
লুকিয়ে চোখের জল মুছে তুমি ভিক্ষা এনেছ মেঙে।
একমুঠো চাল চিবাতে চিবাতে রুইতে গিয়েছ চলি,'
উপোষ করিয়া রাত কাটায়েছ ক্ষুধা নাই মোরে বলি'।
দুপুরের তাতে বাদলের ছাটে খেটে খেটে দিনরাত,
মাঠে মাঠে ঘুরে কনকনে জাড়ে করেছ পরাণপাত।
সাঁঝের বেলায় হেঁটে হুঁটে এসে এলায়ে পড়েছ ঘুমে,
রাত্রি কাবার না হ'তে আবার চলেছ খোকারে চুমে।

বাকী খাজনার লাগি জমিদার দিয়েছে যাতনা কত,
মহাজন, দেনা সুদের জন্য গঞ্জনা দেছে শত।
চুপ করে সবি সয়েছ, আহা রে! দুটিহাত জোড় করে'
সকলের কাছে সময় নিয়েছ হাতে পায়ে ধ'রে প'ড়ে।

আহ্বরণী

রোগে প'ড়ে থেকে সংসার নিয়ে কতই দিয়াছি জ্বালা,
ক্ষুধায় কাঁদিয়ে করেছে ছেলেরা কানদুটো ঝালাপালা।
যাতনা দুঃখ কতনা সয়েছ কথাটি ছিল না মুখে
ফিরে এস আজ ঘরটি তোমার ভরিবে সোনার সুখে।

ঘনায়ে আসিছে সাঁঝের আঁধার নাহি মোর কোন' কাজ
এ ঘর দুয়ারে পড়েনিক ঝাঁট জ্বলেনি এখনো সাঁজ।
চালের বাতায় ঝিঁ ঝিঁ পোকাগুলো বুক চিরে চিরে ডাকে,
উঠিতে বসিতে টিক্‌টিকি পড়ে ফাটা দেওয়ালের ফাঁকে।
ঐখানে আহা পীঁড়ের উপর শুইতে গামছা পাতি',
ঝুলিতেছে ঐ লাঠী, চোঙ, মই, মাথালী, তালের ছাতি।
ঘাটের ধারের বাঁশবন পানে সারারাত চেয়ে কাঁদি,
ঐখান হতে নিঠুর বাঁধনে লয়ে গেছে তোমা বাঁধি।

তেমনি পড়েগো কাল ছায়া ঐ ভরিয়া বকুল তল,
বৈকালে যেথা এলানো শরীরে চাহিতে ঠাণ্ডা জল!
সাঁজে ভোরে সেই পাখীগুলো ডাকে প্রাণ আনচান করে,
বেলা হয় তবু গোরুগুলো সব বাঁধা র'য়ে যায় ঘরে।
পথ চেয়ে হায় বসে থাকি ঠায়, জ্বলে না দুপুরে চুলো।
আপন ছেলেরো নাম ভুলে যাই মনটা হয়েছে ভুলো।
মালতী তোমার এসেছে ফিরিয়া শ্বশুরের ঘর থেকে,
খোকা যে তোমায় হাঁটিতে শিখেছে; একবার যাও দেখে।

এত সব ফেলি জনমের মত চ'লে যাওয়া কিগো সাজে ?
তবে কিগো তুমি 'প্রবাস' গিয়েছ আমাদেরি কোন' কাজে ?
বাবুদের আর গদাইপালের অত্যাচারের ভয়ে,
চ'লে গেলে কিগো মনের দুঃখে কিছুই না ব'লে ক'য়ে ?
তাই যদি হয় ফিরে এস তুমি তোমারে সঙ্গে পেলে,
খোকারে লইয়া পালাই কোথাও ঘর সংসার ফেলে,
ভিক্ষা মাগিব, কাঠ কুড়াইব, ফিরিব না আর বাড়ী,
আঁচলের গিঁঠে বাঁধিয়া রাখিব তিলেক দিব না ছাড়ি' ।

মেছুনী

কর্ত্তা ছিল ডাকাবুকো ডাকসাধ্যে জেলে.
দীঘল জোয়ান, মেছোর রাজা ক্ষদন মাঝির ছেলে,
ঝাঁকড়া কালো কোঁকড়া চুলে কাটত চেরা সীঁথি,
ভাসিয়ে শোলা রুই কাৎলা আন্‌ত ধরে নিতি ।
কল্কাপেড়ে কাপড় পরে' হাতে সোনার বালা,
বেচতে যেতাম গাঁয়ের ভেতর কাঁধে মাছের ডালা ।
ভদ্রঘরের বৌঝিদেরও হয় না নসীব হেন,
ছোটলোকের মেয়ের দেমাক হবেই বা কেন ?

সেই যে দেমাক জন্মে গেল কম্‌লনাক আজো
ননদ ছিল,—ছুঁতামনাক ঘরের কোনো কাজও ।

সীঁথির সিঁদুর মুছে নিল হঠাৎ ওলাউঠো,
সইল না সুখ, সইবে কেন ? কপাল যে মোর ফুটো,
দুষ্টলোকের চেষ্টা হলো কুপথে মোয় টানে,
গর্জ্জে' গেলাম আঁসের বঁটি হাতে তাদের পানে।
মুখের তোড়ে লজ্জা ছেড়ে রেখেছি ইজ্জৎ,
ঝাঁটা বঁটি লাথির জোরেই সাফ করেছি পথ।

ছুটলো যে মুখ আজো তা যে থাম্‌লনাক ভুলেও
ঘোমটা র'লো মাজায় বাঁধা উঠলো না আর চুলেও।
ছয় বছরের ছেলেয় রেখে কর্ত্তা গেল মরে'
মানুষও তায় করেছিলাম দুখ মেহনৎ করে'।
বিয়ে দিলাম, সেও হলো এক মর্দ্দ জোয়ান জেলে,
ফাঁকি দিয়ে সেও পালাল কচি কাঁচায় ফেলে।
কাঁদি তাদের বুকে বাঁধি আঁধার চারি দিক,
বলো দেখি কেমন করে' মাথার থাকে ঠিক ?

সেই যে মাথা বিগড়ে গেল, মেজাজ হলো চড়া,
কারো কথা সয়না গায়ে শুনাই কড়া কড়া,
বৌকে আমার বাহির হ'তে দেই না কোনো মতে,
ছ'ক্রোশ দূরে মাছ কিনে আজ হাঁকছি পথে পথে।
তেরো আনা দাম, দেবে যার বারো আনায় কেনা,
তাই কি সবাই নগদ কেনো প্রায়ই রাখো দেনা,
ছ'মাস আগের পাওনা আজো আদায় হলো কই ?
মুখের কথা মিষ্টি ক'রে কেম্‌নে বলো কই ?

রাখাল

ডাণ্ডা-গুলি শাঙায় তুলি, ছিপ-সূতালী ছেড়ে,
ভূষো গুলে দোয়াত ভরে', শরের কলম বেড়ে,
বাবলা আঠায় ধারাপাতের জোড়া তালি দিয়ে,
চোখের জলে শেলেট মুছে খাতা কেতাব নিয়ে,
বাপের তাড়ায় লেখা পড়ায়, রাখাল দিল মন,
সময়ে খায় সময়ে নায়,—এ-কি অঘটন !

কে নিল তার হাসিখুসী এক নিমেষে কাড়ি ?
কে তার আজি আঁখির পাতা করলে ভারি-ভারি ?
চপল তাহার চরণ দুটী কে রাখিল বেঁধে ?
দেখে তাহায় গাছ-পালারাও ডুক্‌রে ওঠে কেঁদে।
বন্দী আজি বনের হরিণ, অন্ধ কূপের কোণে,
আঙুল গুলির পাবে পাবে কি যেন কি গোণে।

আজকে ঘাটের বটের জটা ঠেক্‌ছে যেন ভার,
যেন বুড়ো নাতি-হারা ঠাকুর-দাদার ঘাড়।
দুপুর বেলা মর্ম্মরিয়া আম বাগানের মাঝে,
ক্লিষ্ট করুণ কণ্ঠে কাহার মর্ম্মকথা বাজে ;—
"উপলসম ফলের ভারে, বুক যে ধ্বসে যায়,
আর কতকাল, পড়বি রাখাল, আয়রে ছুটে আয়।"

আজকে রাখাল স্নানের ঘাটে,—নয়ন দুটী নত—
চুপটি করে' ডুব দিয়ে যায় এসে চোরের মত।

ময়না-দীঘি হয় না তাহার সাঁতারে তোলপাড়,
খেলার সাথী হংসপাঁতি, তুলে না আজ ঘাড়।
পদ্ম-কুমুদ মুষ্ড়ে পড়ে কাঁসাতলীর গায়।
ঢেউগুলি সব পল্লী-বধূর কাঁকণ-কলস ঘায়,
নিশ্বসিয়া কহে, "রাখাল—এম্নি যদি হবে,
এমন করে' মৃণাল-ডোরে বাঁধলি কেন তবে?"

তালবাগড়ায় ঝনঝনিয়ে জাগল হাহাকার,
চীন্-করবীর বন বলে মোর বৃথা এ সংসার।
বাঁশের ধনুক মুখের পানে অবাক হ'য়ে চায়,
ঘুড়ি-লাটাই কয় লুটিয়া ধূলোর আঙিনায়,—
"পড়ার তরে আছে গোপাল অমূল্য অক্ষয়,
না পড়লে তুই সৃষ্টি কিরে পেয়ে যেত লয়?"

আজকে রাখাল কাঠের পুতুল, কঠোর শাসন তলে,
চম্‌কে উঠে ঘরের শাঙার কপোত-কোলাহলে।
বনঝাউয়েরা শন্‌শনিয়ে বিরহে উন্মন,
পাখীরা সব দেশ ছাড়িবার করছে আয়োজন।
গাছের ছায়া মাঠের হাওয়া জ্যোছনা রোদ্দুর,
হর্ষ-পাগল বর্ষা বাদল আজকে শোকাতুর;
বলে "রাখাল, মিথ্যে কেন আমরা আসি যাই—
পড়ার ক্ষতি করব না ভাই চির বিদায় চাই।"

পল্লীবালার ব্যথা

আমার এমন কি হলো বোন, খাঁ-খাঁ করে প্রাণটা খালি,
ঘরের কাজে মন লাগে না বাড়ীর লোকে দিচ্ছে গালি।
আমার জ্বালা সে কি জানে ?
দুপুর রাতে বাঁশীর গানে
ঘুম কেড়ে লয়, রাত্রি জেগে চোখের কোণে পড়ল কালি,
রাতে তারো ঘুম কিরে নাই বাঁশী কেন বাজায় খালি ?

সকালবেলা হাঁক ছেড়ে সে চলে যখন গোরুর পালে,
গোবরঝুড়ি কাঁখে ধরি তখন আমি রই গোহালে।
গাই ছাড়িতে বাছুর ছাড়ি
দুধ পিয়ে লয় তাড়াতাড়ি,
মার কাছে খাই ঝাঁটার বাড়ি পিষীর কাছে ঠোক্‌না গালে
হাত পা আমার রয় গোয়ালে প্রাণটা চলে গোরুর পালে।

আমি যখন দাদার লেগে ভাত নিয়ে যাই বিলের মাঠে
বাউলিয়া সুর গেয়ে গেয়ে ভূঁয়ের আলে ঘাস সে কাটে,
সে যদি চায় নয়ন তুলে,
তবে আমার মনের ভুলে,
বাবলাবেড়ায় আঁচ্‌লা বাধে, পিছ্‌লে পড়ি পিছল বাটে ;
অই আ'লে মোর মনটা লোটে শরীর চলে বিলের মাঠে।

একদিনে সে দশটি বিঘা ফেল্‌তে পারে একাই রুয়ে,
বুধীর মত দুধোল গাই-ও এক লহমায় ফেলে দুয়ে।

মস্ত ষাঁড়ের শিঙ্‌টি ধরে'
ফিরায় সে যে গায়ের জোরে।
তাল-নারিকেল গাছে উঠে পায়ের জোরে লাফায় ভূঁয়ে।
দেখি তাহার সাঁতার কাটা অবাক হ'য়ে কল্‌সী থুয়ে।

কবির দলের দোহারীতে গায় সে মেতে পরাণ খুলে।
বাউল-নাচে ঘুঙুর পায়ে, নাচে সে ডান হাতটি তুলে।
গাজন-দিনে সন্নিসি সাজ
বাবরীচুলের ঢেউখেলা ভাঁজ,
মনসাতলায় মালামো তার, কার না দেখে পরাণ ভুলে?
আমার ত কেউ নয়কো তবু দেমাকে বুক উঠে ফুলে'।

কানে গোঁজা সন্ধ্যামণি, নতুন তালের ছাতি কাঁধে,
রাঙা ডুরে গামছা দিয়ে, যদি আবার কোমর বাঁধে,
বিন্দাবনের কালার পারা
করে আমায় আপন-হারা;
তারি পায়ে পড়তে লুটে, শুধু আমার পরাণ কাঁদে,
বাঁশী পাঁচন ধরে যখন কালার মতন মোহন ছাঁদে।

আমার এমন কি হলো বোন, হুহু করে মনটা খালি,
ইচ্ছে করে কাঁদি কেবল, সবাই আমায় দিচ্ছে গালি।
কুটনা কোটায় আঙুল কাটে
হাট যেতে হায় যাই যে মাঠে,
মনের ভুলে হাত পা পোড়াই, নুনের সরা-ও দুধেই ঢালি।
আমার যে বোন আসছে কাঁদন, হুহু করে প্রাণটা খালি।

শেষ সম্বল

পেলেছি যে ছাগলছানা একরত্তি হ'তে,
দাদাঠাকুর বেচতে তা'ত নারব কোন'মতে।
খালি এ কোল ভরতে পালি ছাগল দুটো ঘরে,
করিনিক ব্যবসা পাঁঠার তোমার পেটের তরে।

বল্‌ছো তুমি কালীপুজোর জন্যে নেবে পাঁঠা,
সেই ডরে হায় মোটেই এ-গায় দিচ্ছেনাক কাঁটা।
অধঃপাতে যেতে হবে বলছ বটে হাঁকি।
সেখানে হায় যেতে ঠাকুর আছে কি আর বাকী ?
অনেকগুলি ডাঁটো-স'াটো অনেক কচি-কাঁচা,
মা-কালীরেই বছর বছর দিইছিত হায় বাছা।

দেখা হলে বলো ঠাকুর এবার শ্যামা-মাকে,
"পাগল বুড়ী হয়না রাজী ছাগল দিতে তাকে।
পেটের বাছা অনেক দিছি মিটেনি তার ক্ষোভ ?
মানুষ খেয়ে পেট ভরেনি ছাগলছানায় লোভ ?
মরার বাড়া নেই অভিশাপ, ব'লো ঠাকুর, যাও—
'সকাল সকাল বুড়ীটাকেই এবার শ্যামা নাও'।"

—————

গার্হস্থ্য চিত্র

বৌদিদি

বধূর লজ্জা, মায়ের আদর, ভগিনীর ভালবাসা,
রোগে তাপে সেবা, শোকে সান্ত্বনা, অশ্রু পাথারে আশা,-
আরো যে কতই বিলায়ে মাধুরী মিলায়ে গড়িয়া বিধি
এই বঙ্গের ঘরে ঘরে তোমা পাঠায়েছে, বৌদিদি।

দেশের ভাগ্য-ভবিষ্যতের আশা-নিকেতন যারা,
তোমার নয়ন-পল্লব-ছায় মানুষ হতেছে তারা।
তোমারি রক্ষা-কবচ বাঁধিয়া সাধনায় ধাই মোরা
জীবন-সমরে বলাধান করে তোমার রাখীর ডোরা।
যদি ক্ষতি ক্ষয় লাজ পরাজয় ভাগ্যে কখনো জুটে,
তপ্ত জীবন জুড়াবার লাগি শ্রীচরণে আসি ছুটে।

চীনে-করবীর কলিকার মত তোমার আঙুল গুলি
বিনত শীর্ষে চিকুরের ফাঁকে মুছে দেয় সব ধূলি।
ভ্রাতৃভবন তেয়াগিয়ে এসে ভাই ক'রে লও পরে,
দেবর-জন্মে পরম বন্ধু বাঙালীর ঘরে ঘরে।

অবোধ অবলা বলি তব কথা করে না সে কভু ঘৃণা,
কোনো কাজ ভুলে করে না সে মূলে তব মন্ত্রণা বিনা।
তোমার আদেশ তাহার শীর্ষে সব নিদেশের বাড়া,
সব উপরোধ ঠেলিতে সে পারে তব অনুরোধ ছাড়া।

তোমার শ্রবণে কি ভূষণ রাজে দেখেনি সে চোখ তুলে,
চিনে ভাল করে' নূপুর দুটিরে তোমার চরণমূলে।
জানে না সে তারি দেওয়া হেম-হারে কণ্ঠ তোমার সাজে,
হেমবিনিময়ে ক্ষেম সে লভেছে ও পদ-রেণুর মাঝে।
তোমারে ভক্তি করিতে সে চিনে রমণীর মহিমায়,
নিখিল নারীরে শ্রদ্ধা করিতে শিখেছে সে তব পায়।
দেবরেরে স্নেহ করিতে তোমারো মাতৃমমতা শেখা
সন্তানে লভে পূর্ণতা সেই স্নেহের ইন্দুলেখা।

মাতৃহারার তুমি হও মাতা অসহায়ে লও টেনে,
আপন স্তন্যে বাঁচাও তাহার সন্তানসম জেনে।
মুখে হাসি আর চোখে জল নিয়ে বরণডালাটি শিরে,
আপন অঙ্কে বরি' লও তার লাজনত বধূটিরে।
ভগিনীহীনের তুমিই ভগিনী সহচরী একাধারে,
শুভ কার্ত্তিক দ্বিতীয়ার ফোঁটা মনে মনে দাও তারে।

তোমার চরণে দেবরের শিরে মধুর মিলন ভবে,
উভয় পরশে উভয়ই মেধ্য স্বর্গীয় গৌরবে;
তব চরণেরে ধন্য করেছে দেবরের কেশগুলি,
ধন্য করেছে দেবরের শিরে তোমার চরণধূলি।
যুগে যুগে তুমি ভরতে গড়িছ, ঘরে ঘরে লক্ষ্মণে,
তোমার লাগিয়া ধরিতেছে জটা তাহারা ভবনে বনে।
স্বসা রূপে তুমি চির স্নেহময়ী, বধূরূপে তুমি সতী,
বৌদিদি রূপে বঙ্গের গৃহে সব হ'তে গুণবতী।

বিদায়

যাই—তবে যাই।
কেন মিছে দেরী ক'রে মমতা বাড়াই।
পশ্চিমে করেছে মেঘ হানিছে বিদ্যুৎ
ঘন ঘন ; ছাতাটাও নয় মজবুৎ।
আঁটাল মাটীর পথ বেজায় পিছল
পগার আছে মাঝে, তায় নেমেছেও ঢল,
পথটাও কম নয় চার ক্রোশ পাকী
জলকাদা পাঁকে ভরা। থেকে যাব নাকি ?
গোলামের না-না অত সুখে কাজ নাই
যেতে হবে—যাই।

আসি তবে যাই—
ভেবে ভেবে দেরী ক'রে কিবা হবে ছাই।
এখনও দণ্ডদুই থাকতেও পারি,
কাজ নাই, যাত্রা করা ভালো তাড়াতাড়ি।
ইষ্টেশনে আগে হ'তে পৌঁছানই ভালো।
মেঘটা যে ক্রমে দেখি হলো গো ঘোরালো।
চার ক্রোশ আটক্রোশে বুঝি বা দাঁড়ায়,
দশ দিনই কেটে গেল কি হবে ঘণ্টায় ?
চাকুরী রাখিতে হ'লে আজই যাওয়া চাই।
যেতে দাও—যাই।

উঠি তবে—যাই,
নরেন না যায় আমি যাবো একেলাই।
তার কথা দেড়ে দাও, সে ত ভাগ্যবান্।
সবার চাকুরী কিছু নহে ত সমান।
সে পেয়েছে শ্বশুরের বিষয় আশয়
পাল্কী চ'ড়ে যেতে পারে যদি ইচ্ছা হয়।
আমার ত বাবু হ'লে চল্‌বে না দিন,
উপোষ করিবে মনু পুলিন নলিন।
মলেও একটা দিন চলে না কামাই
চলি—তবে যাই।

আসি তবে যাই—
না গেলে এ ছেলেপুলে কেমনে বাঁচাই?
সেই ঘানি, নাকে দড়ি, সেই ঘুরপাক,
সাহেবের লাথিঝাঁটা ফিরিবে বেবাক,
আধাসিদ্ধ, আধাপোড়া গুঁজে নাকে মুখে
আফিসের পানে ছুটা দুরু দুরু বুকে।
সেই দশা, সেই মশা, সেই ছারপোকা,
দিনে খেটে খুটে এসে রাতে জ্বরে ধোঁকা।
সকলি ফিরিবে, মিছে ভাবি খামখাই,
ছাতা দাও—যাই।

উঠি—তবে যাই,

দেরী হলে বেড়ে যায় কথায় কথাই।
কাল রাতে খাই নাই শরীর দুর্ব্বল
মাথা ঘোরে বোঁ বোঁ করে' হাত পা অচল,
রাতে যেন হয়েছিল জ্বরের মতন,
দেখ'ত কপাল ছুঁয়ে এখন কেমন ?
খেয়ে যাবো ? বেশ কথা, আর বারোমাস
ছেলে পুলে নিয়ে ঘরে করি উপবাস।
মেয়ে মানুষের বুদ্ধি,—যা ভেবেছি তাই—

না—না—যাই—যাই।

চলি তবে, যাই—

ছুটী পেতে পারি আরো, যদি ছুটী চাই।
দিন দুই থেকে যাবো ? বোঝনাত কিছু
শুধু কাঁদতেই জানো মাথা করে' নীচু !
হঠাৎ আবার কোন ব্যাঘাত ঘটুক,
তখন কি হবে গতি ? মাহিনা কাটুক
হয় যদি বজ্রাঘাত—ধরে যদি যমে
যাওয়া বন্ধ হবেনাক আজ কোন' ক্রমে।
দিন দুই আগে পিছে তফাৎ খোরাই।

হরি—হরি, যাই।

বাপ পিতামো'র ভিটে

এযে——বাপ পিতামো'র ভিটে,
সব চেয়ে এই মাটীই খাঁটি, সব চেয়ে এ মিঠে।
এইত আমার গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন,
বাপ-পিতামো'র পুণ্যে গড়া তীর্থনিকেতন।
এইত আমার তক্ষশীলা, অজন্তা, সারনাথ,
হেথাই প্রতুল প্রত্নধনের মিলিবে সাক্ষাৎ।
সকল ঠাঁয়ে যাই হারায়ে লোকজনতার মাঝে,
আমার হেথা স্বতন্ত্রতা সগৌরবেই রাজে।
অতীত সনে বর্ত্তমানের এইখানে মোর যোগ,
জন্মে জন্মে পুণ্য-পাপের হেথায় ফল ভোগ।

এযে——সাত পুরুষের ভিটে—
স্মৃতি তাঁদের জড়িত এর প্রত্যেক ইটে ইটে।
পিতামহের পিতামহ টোপর মাথায় দিয়ে
এই আঙ্গিনায় ফিরে এলেন, ক'রে এলেন বিয়ে।
মাতৃশোকে লুটেছিলাম এই ভিটেটি জুড়ি,
এই আঙ্গিনায় পিতামহ দিলেন হামাগুড়ি।
তিন পুরুষের স্মৃতিকাগার কোণটিতে ঐ আছে,
সাত পুরুষই বিদায় নেছেন তুলসী-বেদীর কাছে
ঈশানকোণের আমগাছটি ঠাকুরমায়ের পোঁতা,
তাঁহার শীতল যত্নধারা ফল্‌ছে আজি হোথা।
ঠাকুরঘরের সাম্‌নে মাটি তীর্থে পরিণত,
সাত পুরুষের ললাট ছোঁয়া প্রণামে বিক্ষত।

এযে——বাপপিতামো'র ভিটে,
ইহার সাথে মোর জীবনের বাঁধন গীঁঠে গীঁঠে।
অনেক অধিবাসন-ধূপে সুরভি এর ধূলি
কুশণ্ডিকার ভস্ম সনে করছে কোলাকুলি।
ভক্তিমতী কত সতীকুলবধূর আঁকা
আল্পনারি শিল্পকলায় মালিন্য এর ঢাকা।
এ বংশের এ পান্থশালা, স্বর্গত আত্মারা
আনাগোনা করেন হেথা, পাই যেন তার সাড়া।

এযে—— বাপপিতামোর ভিটে,
পিতৃ ঋণের বোঝা বহি—হেথায় ঘাড়ে পিঠে।
আমার তরে হেথায় হলো কত আয়োজনই,
তিনশো বছর আগেও আমার বাজ্‌ল আগমনী।
অলক্ষ্যে সব রক্ষাকবচ, আমায় ঘিরে রাখে,
ছাড়তে গেলে অনেক পাণিই পিছন হ'তে ডাকে।
রোগের জ্বালায় পঙ্গু যখন, দৈন্যে ম্রিয়মাণ,
পাই না স্নেহ, বয় না দেহ, দেয় না কেহ স্থান।
সই যবে ক্ষোভ, ক্ষয়, পরাজয়, লাঞ্ছনা, লাজ, ক্ষতি,
ইহার এ বুক ছাড়া আমার নেইক কোন' গতি।
খাই বা না খাই নির্ব্বিবাদে এইখানে রই পড়ি',
নারায়ণের শ্রীমন্দিরে দেই গো গড়াগড়ি।
বাপপিতামোর ভিটে,
শেষেও যেন মুদি নয়ন এ তীর্থেরই পীঠে।

সুবোধচন্দ্র

না বুঝে তোমরা সুবোধে আমার ব'লো না কুলাঙ্গার,
সুবোধই মোদের কুলের প্রদীপ, তুলনা মিলে না তার।
চারি ভাই তার বিদ্বান বটে, চাকুরিয়া বড় বড়,
আপন-আপন বাড়ীও করেছে টাকাকড়ি করে' জড়ো।
সুবোধ আমার শিখিতে পারেনি লেখাপড়া বেশী কিছু
ভায়েদের সাথে পারেনি আগাতে সে আছে সবার পিছু
মূর্খ সুবোধ আছে বলে' তবু দুইমুঠো খেতে পাই,
তাদের ভগিনী ভাগ্নে-ভাগ্নী দাঁড়াবার পায় ঠাঁই।

সুবোধ আমার আগুলি রয়েছে বাপপিতামো'র ভিটে,
সুবোধ আমায় সিঁদূর যোগায় কুললক্ষ্মীর পীঠে।
সে না হ'লে হ'ত এ গৃহে নিয়ত শিয়াল পেঁচার বাস
বাজিত না শাঁখ, পড়িত না সাঁজ, উঠানে গজাত ঘাস।
সে না হ'লে হায় পিতা পিতামহ পেত না পিণ্ডজল,
বংশের 'পরে নামিত কুপিত তৃষিতের শাপানল।
সে না হ'লে গৃহে বন্ধ হইত গোবিন্দজীর সেবা,
ভিখারী অতিথি অভ্যাগতেরে এ গৃহে তুষিত কেবা?
স্বজনবন্ধু পাড়াপ্রতিবেশী গুরু-পুরোহিত সনে?
প্রাণের-বাঁধন সেই রাখিয়াছে সেবি' তুষি' প্রতি জনে।
তাহারি জন্য ঘর দুয়ারের চিহ্ন যায়নি ঘুচে,
গ্রাম হতে রায়বংশের নাম যায়নিক আজো মুছে।
সঙ্কটে সে যে সকলের আগে দাঁড়ায় বক্ষ পাতি'
সকলের সুখে দুখে সহভাগী, শ্মশানে ব্যসনে সাথী।

তীর্থের পথে হাত ধরে' সাথে নিয়ে যায় সারাখন,
সকল পুণ্য-কর্ম্মে আমার করে দেয় আয়োজন।
এমন মূর্খ ঢের ভালো দেখি অনেক জ্ঞানীর চেয়ে,
কি বলে জানি না পুঁথি পত্তরে মূর্খ হিঁদুর মেয়ে।

সুবোধ আমার করিতে পারে না বেশী কিছু রোজগার,
নিজে খেটে চাষে মুনিষ খাটিয়ে চালায় এ সংসার।
গোরুগুলি তার যেন কামধেনু দুধ ঢালে কেঁড়ে কেঁড়ে,
কলার বাগান বাঁশঝাড় তার ক্রমে যাইতেছে বেড়ে।
মাছে ভরপুর দুইটী পুকুর গোলা ভরা থাকে ধান,
সারাটি বছর করে ভোগ আর দুই হাতে করে দান।
বৌমাটি মোর বড়ই লক্ষ্মী, নাহি সৌখীন সখ,
বাড়ীখানি তবু তার গুণে করে তক্-তক্ ঝক্-ঝক্।

নানা অজুহাতে হিসাবী ছেলেরা ত্যাগ করিয়াছে দেশ,
এখন তাদের খড়ো ঘরে নাই বাস করা অভ্যেস।
না আসুক তারা যেখানে থাকুক সেখানেই সুখে রোক্,
প্রার্থনা করি দিন দিন আরও বাড়বাড়ন্ত হোক।
শুধাও যদি বা কোন্ ছেলেটির গৌরব বেশী করি,
তবে সে করিব সুবোধের নাম মুখ ভরি, বুক ভরি'।
জনমে জনমে শ্রীহরির পায়ে এই মোর অনুনয়।
একটীও ছেলে অন্ততঃ যেন সুবোধের মত হয়।
শতেক বিজ্ঞ অবোধের চেয়ে মূর্খ সুবোধ ভাল,
শত তারা নয় একটী চন্দ্রে বংশ করে যে আলো।

বন্ধ্যার খেদ

কুঞ্জে আমার ফুট্‌ল না ফুল, ফল্‌ল না ফল বাগানে,

বাজ্‌লনা শাঁখ আমার আঙিনায়,

বৎসলতার উৎসধারা ছুট্‌ল না হৃৎ-পাষাণে,

মা বলে' কেউ ডাকল নাক' হায়।

আমার নারী-জীবনচূড়ায় বাজ্‌লনাক ডঙ্কা রে,

শূন্য আমার ময়ূর-সিংহাসন।

হলো না হায় গৃহে আমার ঝিনুক-বাটীর ঝঙ্কারে

বালগোপালের সোহাগ আমন্ত্রণ।

আমার শোণিত-সিন্ধু মথি' চন্দ্রমা ত উঠ্‌ল না,

ঘুচ্‌ল না মোর প্রাণের আঁধার ঘোর।

আমার বুকের পাঁজর গলে' ক্ষীরের ধারা ছুট্‌ল না,

বধূজীবন বৃথায় গেল মোর।

গয়না গায়ে পরি না আর, শুধুই তামার মাদুলী

করেছি এ দেহের আভরণ।

পীর-দরগায় শিন্নী দেছি, অনেক টাকা আধুলি,

পূরল কৈ আর আমার আকিঞ্চন ?

বাবার ঠাঁয়ে ধন্না দিয়ে নীলের ব্রত পেলেছি,

করেছি হায় অনেক উপবাস,

তীর্থে গেছি পায়ে হেঁটে, সাগরে গা ঢেলেছি,

যে যা বলে করেছি বিশ্বাস।

কেমন সে যে দেখ্‌তে হবে কতই করি কল্পনা—
দেব' তাহায় কি কি অলঙ্কার,
'ভুজোনো' তার কেমন হবে তাই নিয়ে হয় জল্পনা।
দাইকে আমি দিব গলার হার।
আদর ক'রে ডাকব' বলে' করেছি হায় পছন্দ
কত নাম, যা' নেইক গোটা গাঁয়,
কোথায় আমার যাদুমাণিক জীবনভরা আনন্দ
আসবি কবে? সময় বয়ে' যায়।

তাহায় নিয়ে করব আমি স্বামীর সাথে কলহ
কি অছিলায়, তাও করেছি ঠিক,
তারে কিছু বল্লে পরে হবে আমার অসহ
বল্‌ব আমি 'অমন বাপে ধিক্‌'।
রেখেছি তার ঝিনুক কিনে, ছোট্ট থালা দুধ-বাটী,
চোষন-কাঠি খেল্‌না ভাঁরে ভার।
বস্‌বে বলে' আসনখানি বুনিয়াছি ফুল কাটি'
পরবে বলে' টুপিটী ফুলদার।
শিখেছিলাম উপকথা ছড়া-শোলক-পাঁচালী
জানি কত ঘুম-পাড়ানী গান,
সে সব আমার কে শুনিবে কোথায় দুলালদুলালী?
সে সব আমার কার জুড়াবে কাণ?

বুক যে আমার আঁৎকে উঠে শিশুর কাঁদন-সাড়াতে
আপন ঘরে কেঁদেই সারা হই,

ইচ্ছা করে ছেলেপুলেয় মারলে কেহ পাড়াতে
ছুটে গিয়ে আঁকড়ে চুমে' লই।
কাজ খুঁজে না পাই এ ঘরে বসে' থাকি জানালায়
হেরি' পথে শিশুর মহোৎসব,
হেরি' ছেলের কাঁথা দোলে পাশের বাড়ীর আনালায়,
শুনি পাড়ায় ছেলের কলরব,
ওরা-ত কেউ নয়ক আমার, হায়রে আমার কোল খালি
কিসের লাগি ভূতের এ সংসার?
সন্ধ্যা হ'লেও, যায়নাক সাধ উঠে গিয়ে দীপ জ্বালি,
যাবে কি তায় গৃহের আঁধিয়ার?

দিবস আমার কাটেনা যে শূন্য ঘরে ভগবান্,
শেষ করো মোর অলস অবসর।
অবকাশের মরুর জ্বালা করো দয়াল অবসান,
যন্ত্রে তোমার লও এ কলেবর।
ধূলায় কাদায় গড়াগড়ি অনেক ঘরে বাছারা,
ছেলের জ্বালায় হচ্ছে জ্বালাতন,
যাদের ঘরে ঠাঁই মোটে নাই, ভাত জোটেনা তা'ছাড়া,
তাদের ঘরেই পাঠাও অগণন।
হাড়ীর মেয়ের, বনবাদারে কাঠ কুড়াতে গিয়ে যে
হচ্ছে ছেলে কুর্চি গাছের ছায়,
আপন হাতেই নাড়ী কেটে আসছে ছেলেয় নিয়ে, সে
অনিচ্ছাতেও বছর বছর পায়।

চায় না যারা তাদের ঘরেই পাঠাবে আর কত বা ?
একটী দিয়ে পূরাও আমার সাধ,
একটি কালো, খাঁদা, খোঁড়া, কানা, কুঁজো অথবা
সেই হবে মোর মাণিক সোণার চাঁদ।
আর জনমে হায় ভগবান্, করেছিলাম পদাঘাত
কার বাছারে ? আহা ম'রে যাই,
এ জনমে শাস্তি তারি স'চ্ছি বুঝি দিবারাত
একটি বাছাও অঙ্কে নাহি পাই।
কোথায় আছিস্ কাঁদাস্নে আর দুঃখী মায়ে আয়রে আয়,
আয়রে বাছা মা-ষষ্ঠীর ধন।
তোর বিহনে সোণার ভবন শ্মশান হ'য়ে যায় রে হায়
উপবাসী পিতৃ-পুরুষগণ।
বৃথাই আমার ধেনুর সেবা, ফুলের গাছে জল ঢালা,
ঝলসি যায় অই তুলসী-বন।
লক্ষ্মী গেলেন ঝাঁপি কাঁখে, ষষ্ঠী মা যে খই-ডালা
বিমুখ হয়ে' বাঁ-হাতে হায় ল'ন।
খেলার সাথী না পেয়ে যে বালগোপাল হায় আস্‌ল না ;
বন্ধ হেথা নান্দীমুখের যাগ,
খাঁখাঁ করে এ ঘর দুয়ার, নাই আঙিনায় আল্‌পনা,
দেওয়ালে নেই বসুধারার দাগ।
দুলাল হ'য়ে কতকাল আর দেখবি রে বাপ মায়ের দুখ
আর কতকাল কাঁদাবি, বাপ, বল ?
কে ঘুচাবে কলঙ্ক মা'র ? রাখবে কে রে মায়ের মুখ ?
পবিত্র কর মায়ের হাতের জল।

আগন্তুক

মোদের দোঁহার মধ্যখানে কে এলি তুই বল ?
একূল ওকূল পূর্ণ করি সোহাগ গাঙের ঢল।
দিবারাতির মধ্যে যেন জ্যোতির্ম্ময়ী উষা,
তুইটী বুকের অন্তরালে গজমোতির ভূষা।
জীবন-বীণার কঠিন কাঠে মায়ামুকুল মরি,
ঝঙ্কৃত তুই তুইটি তারে মিলে কোমল কড়ি।
তুইটি হিয়ার নবীন বাঁধন পারিজাতের মালা,
নূতন ক'রে পরিণয়ের তুই রে বরণডালা।

আকাশ-পথের প্রণয় মোদের চাপল্যে অধীর,
সংসারের এ কুঞ্জবনে বাঁধালি তায় নীড়।
আবেশ-মূঢ়ে জীবন-পথের লক্ষ্য দিলি এনে,
ভীরুদের আজ নিয়ে গেলি জীবন-রণে টেনে।
মোদের প্রণয় কষ্‌লিরে তুই কষিত কাঞ্চন,
যৌবনের এ উন্মাদনায় রে শুভ শাসন।
প্রেম-পিপাসার পরিণতি অমৃত মঙ্গল,
মোদের দোঁহের মধ্যখানে কে এলি তুই বল ?

তুইটী কচি হাতে আজি তুইটি জনা বাঁধা,
তোকে নিয়েই আজকে মোদের সকল হাসাকাঁদা।
একটি ফুলের পাত্রে মোরা আজকে মধু খাই,
একটী সুধার উৎসে ক্ষুধা পিপাসা জুড়াই।

উঠলি মোহের ধোঁয়া ভেদি পুণ্যশিখা জ্বলি,
পুষ্ট করুক দুইটী হিয়ার স্নেহের ধারা গলি'।
কুশণ্ডিকার কুশের বনে তুইরে কুসুম ফল,
মোদের দোঁহের অঙ্ক জুড়ি কে এলি তুই বল ?

পুনর্জ্জন্ম

আঁধির মোদের আঁধার আগারে প্রদীপ জ্বলেছে আজ,
আজিকে প্রেয়সি ঘুচেছে কুণ্ঠা, প্রলয়-লীলার লাজ।
ঘরের প্রদীপ নয়ন মেলিলে মুদিয়া রহিতে আঁখি,
সঙ্কোচে মুখ-পঙ্কজ তব অঞ্চল দিয়ে ঢাকি।
পরিহাস-পটু চটুল নিলাজে নিভালাম মুখবায়,
কুসুম-শয়ন-রজনী হইতে নিভিয়া রহিল হায়।
নির্ব্বাণ পেলে জন্ম হয় না এ কথা কে আর শোনে ?
আবার বর্ত্তী লভেছে জনম জ্বলিছে এ গৃহ-কোণে।

মোদের দোঁহার হৃদয়-পাবকে কনক-প্রদীপ জ্বলে ;
তোমার অঙ্ক-বেদী 'পরে তায় তব স্নেহ-রস গলে।
সোনার প্রদীপ জ্বলেছে বলিয়া মাটীর প্রদীপো তাই।
সারারাতি জ্বলে দহে পলে পলে, আজি বিশ্রাম নাই।
বাছনির লাগি আজিকে তাহার বাড়িয়াছে সমাদর,
কখন জাগিবে উঠিবে সে কেঁদে কখন পাইবে ডর।
সচেতন ঘুম, জাগ দশবার রাতে বাড়িয়াছে কাজ,
বহুদিন পরে আবার এ ঘরে প্রদীপ জ্বলেছে আজ।

পৌরাণিক

প্রার্থনা

বৈরী যদি দিতে হয় দাও তবে ভীষ্মসম, ওহে জগদীশ,
যার শরজাল দেয় বক্ষ চিরি পরাজ্ঞান শিরে শুভাশিস।
চাহিনাক মিত্র আমি সে যদি শকুনিসম চাটু-সুধা মাখি,
সেবন করায়ে নিত্য কুপথ্যের হলাহল মৃত্যু আনে ডাকি।

করগো ভিখারী মোরে সে যদি বিদুরসম চিরতৃপ্ত প্রাণ
মধুর ক্ষুদের লাগি যার দ্বারে ফিরে ফিরে আসে ভগবান।
ক'রো না নৃপতি মোরে সে যদি যযাতিসম ভোগ-লালসায়,
নিজ জরা-বিনিময়ে পুত্রের তারুণ্য তরে মরে পিপাসায়।

দাও প্রভু পরাজয় যদি বলি-রাজসম হারায়ে ত্রিলোক,
বামনবটুর পদরেণুতে আঁকিতে পারি ললাট-তিলক।
চাহি না বিজয় তবু সমগ্র ভারতভূমি জিনিয়া সমরে,
স্বজনসন্ততি-হারা কুরুক্ষেত্র-শ্মশানের সিংহাসন 'পরে।

খর বর্ষা দাও মোরে, কর মেঘবজ্রময় জীবন আমার,
বর্ষণে বিদারি বক্ষ, আনে যেন কমলার আশিস-সম্ভার।
চাহিনা ফাল্গুন ফল্গু ফুল-দল-কিসলয়ে অলস সুন্দরে,
সে যদি স্বপন ভাঙি নিয়ে আসে বৈশাখের ব্যথিত মর্ম্মর।

দুর্ব্বাসা

কোথা যাজ্ঞিক, আজি অজ্ঞানে ভুলেছ নিত্যযাগ,
কোথা ঋত্বিক, করনি সাধন আত্মকর্ম্মভাগ,
কোথায় শিষ্য, ভুলেছ ভাষ্য মাধবীর সৌরভে,
দুর্ব্বাসা আসে দুর্ব্বার বেগে, অবহিত হও সবে।

কোথা ঋষিবালা পুষিছ পরাণে মোহারুণ কামনায়,
অতিথি আসিয়া ফিরে যায় তবু হয়না চেতনা তায়,
তরুলতাগুলি পায়নি পানীয়, হরিণী,—শষ্পদল,
দুর্ব্বাসা আসে দুর্ভাষা মুখে, কোথায় পাদ্যজল ?

কোথা নরপতি লালসালালিত, পুষ্পবাটিকামাঝে
বিলাস-ব্যসনে আছ সারাবেলা, হেলা করি রাজকাজে ?
কোথা শূরবর ভুলেছ সমর প্রেমিকার কর ধরি ?
দুর্ব্বাসা আসে, দুর্ব্বলচিত ! জাগো মোহ পরিহরি'।

ভুলি দেবদ্বিজ পূজা, ব্রত, নিজ জনমের তিন ঋণ,
কোথা গৃহী হায় শফরীলীলায় বিলসিছ নিশিদিন ?
গৃহকাজ কোথা ভুলিয়াছ বধূ বিরহের বেদনায় ?
দুর্ব্বাসা আসে জাগো জাগো সবে নিজ নিজ সাধনায়।

আসিছে মূর্ত্ত রুদ্রশাসন, ভ্রূকুটীকুটিল মুখ,
শিরে জটাজাল নয়নে দহন, শ্মশ্রুগহন বুক।
সাধনার ভার বহ আপনার, মোহের আঁধার নাশি,
জাগ্রহ রহ, উগ্র তাপস কখন পড়িবে আসি'।

রাজর্ষি ভরত

পরিহরি পরিজন গৃহসুখ সিংহাসন,
মৃগশিশু, তোরে ভালবেসে,
হায় হায় শতশত বরষের তপ যত
যাগ জপ যায় সব ভেসে।

খেয়ে নিস্ তুই সব সোম চরু কুশ যব,
কোশাকুশী হ'তে গঙ্গাজল,
স্থণ্ডিলে সমিধ' পরে ঘুমাইবি অকাতরে,
কেমনে জ্বালিব হোমানল ?

একি অত্যাচার তোর, মন্ত্রপূত হবি মোর
স্রুক হ'তে তুই নিস্ কাড়ি;
যোগে সমাহিত হ'লে আসিয়া শুইবি কোলে,
স্পন্দহীন নাহি হ'তে পারি।

তরল আয়ত চোখ ভুলাল'রে সূক্ত-শ্লোক,
দাঁতে ধরে' টানিস্ বাকল।
সর্ব্বাঙ্গ লেহন করি' সব তপ নিলি হরি',
শেষে কি রে করিবি পাগল ?

পরিহরি' ঘনসার কুঙ্কুম, রোচনাভার,
কালাগুরু, উশীর, চন্দন,
সুগন্ধ বিলাস সবি ছেড়ে এসে, এ সুরভি
'মৃগমদে' মজিল রে মন।

রূপতৃষা, রসতৃষা জয়তৃষা যশ'তৃষা
সর্ব্বতৃষা গর্ব্বে জিনি হায়,
কান্তারে প্রান্তরে ঘুরি' ভ্রান্ত আজি পন্থা ঢুঁড়ি
মরুভ্রান্তি 'মৃগ-তৃষ্ণিকায়'।

ছিঁড়ে এসে মায়া-ডোর ওরে মায়ামৃগ মোর,
তোর লাগি ঘোর অধোগতি,—
প্রতিহিংসা প্রকৃতির, 'এযে দণ্ড বিদ্রোহীর!
ভগবন্! দাও স্থিরমতি!

* * *

থাক্ তুই রে শাবক, অঙ্কে মম, শুষ্ক হোক্
চতুর্ব্বর্গ-ফলের পাদপ।
জীবন্ত সবার চেয়ে স্নেহ প্রেমে শিশু পেয়ে
হত্যা করি করিব কি তপ?

যদি যোগ-তুষানলে শাসন-শোষণ-বলে
রসলেশশূন্য সারা প্রাণ,
অন্তরে বাহিরে জটা, তবে মিছে তপোঘটা
বৃথা রস-ব্রহ্মের সন্ধান।

বৈরাগ্যের শ্যেন যদি অনুসরে নিরবধি
প্রেম-শুক ত্রাণ কোথা পায়?
সব ঠাঁই হ'তে তারে তাড়াইলে বারে বারে
মৃগবক্ষে বাঁধিবে কুলায়।

একলব্য

হে অনার্য্য, একদিন গুরুকুলে পাণ্ডবিক স্থান,
যুগে যুগে তাই তুমি আর্য্যদম্ভে কর লজ্জা দান।
নিঃস্ব বনবাসী তুমি মহাসত্য-ধনের ভাণ্ডারী,
যাহারা সর্ব্বস্বগ্রাসী তাহারাই এ বিশ্বে ভিখারী।
চাহনিক রাজছত্র, দিগ্বিজয়, রত্নের ভাণ্ডার,
সত্যের প্রতিষ্ঠা করি সমাপিত সাধনা তোমার।
দেখায়েছ কভু নহে একনিষ্ঠ সাধনা বিফল,
শোণিতে বুদ্বুদসম জনমে না তপস্যার বল।
কাম্য কিছু নাহি তব যোগ্যতারই করেছ প্রমাণ,
মহাভারতের পীঠে দর্ভাসনে লভিয়াছ স্থান।

শক্তি সে যে ব্রহ্মময়ী, ত্যাগ সে যে পরমার্থময়,
আর্য্যের নাহিক লজ্জা তার কাছে লভি পরাজয়।
সত্য চির হোক প্রিয়, মিথ্যা হোক্ চির তিরস্কৃত,
মহাভারতের কথা তাই গেয়ে হইল অমৃত।

বিশ্বব্যাপী জ্ঞান-ব্রহ্ম, অংশ তার প্রজ্ঞাবীজময়
কানন-কান্তার-গিরি যথা রোক্ হবে অভ্যুদয়
সৃষ্টির বিধান-সূত্রে। কে রোধিবে তাহার উন্মেষ?
অক্ষয় জীবনধর্ম্ম, কি করিবে অসূয়া-বিদ্বেষ?
কে পারে রোধিতে বিশ্বে পঙ্কমাঝে পঙ্কজবিকাশ,
খনির তিমির গর্ভে অঙ্গারকে মণির নিবাস?

যে শক্তি ছুটিবে বিশ্বে ব্যোমমার্গে পুষ্পকের রথে
কে রাখিবে তারে বাঁধি দ্বিজত্বের বাঁধা রাজপথে ?
জাহ্নবী চলিবে ছুটি অবিচারে গিরি বনে মাঠে,
কে তারে রোধিতে পারে বারাণসী-প্রয়াগের ঘাটে ?
মানব-সমুদ্র মাঝে কে করিবে শাশ্বত বিভাগ
বাঁধ বাঁধি ? বিরাটের অঙ্গে অঙ্গে কে কাটিবে দাগ ?
যে শক্তি নিহিত মূলে কেমনে তা করিবে উচ্ছেদ
শাখার ছেদনে বলো ? অখণ্ড সে মূলে কই ভেদ ?
যেখানে জীবাত্মা রাজে সেইখানে শিবত্ব বিরাজে,
শিবত্ব আবদ্ধ নহে আভিজাত্য-পাষাণের মাঝে।

দীক্ষার দক্ষিণা ছলে করিয়াছ সর্ব্বস্ব প্রদান,
এর কাছে অশ্বমেধ বিশ্বজিৎ হয়ে যায় ম্লান।
লক্ষ গুণ প্রতিশোধ, হে বীরেন্দ্র, দিয়াছ ঘৃণার,
অক্লেশে বর্জ্জিয়া তব চিরার্জ্জিত জীবনের সার।
আর্য্য সে করুক গর্ব্ব দম্ভে কাটি অঙ্গুলিটি তব,
অনার্য্য নিষাদ, তবু তোমারেই আর্য্য মোরা ক'বো।
জাগো তুমি হে নিষাদ, ভারতের গুরুকুলমাঝে
পশু-মাংস-পুষ্ট দেহে রক্তসিক্ত কৃষ্ণাজিন সাজে।
জ্বলন্ত সত্যের মূর্ত্তি—আগে আগে চল ত্যাগ-বীর,
নত হোক্ পদে যত রক্তগর্ব্বী ভ্রান্তজন-শির।

মেনকা

মা মেনকা, অশ্রু তোমার ডুবাল আজ বঙ্গভূমি,
গলাইয়া শিলার হিয়া কত কাঁদন কাঁদবে তুমি ?
বছর খানেক হলো-যে হায়, দেখনি মা তোমার উমায়,
দেছ বিদায় সেই বিজয়ায় প্রাণ-দুলালীর বদন চুমি,
আজ বরষায় অশ্রুধারায় ডুব্‌ল বুঝি বঙ্গভূমি।

প্রাণ-কুমারের পক্ষ শাতন নূতন করে জাগ্‌ল মনে,
অকারণে বন্দী সে যে সিন্ধু-মাঝে নির্ব্বাসনে।
শিখর-শিলা আজকে ভাঙি, মাতৃ-হৃদয় রক্তে রাঙি,
চল্‌ল ছুটে অশ্রু তোমার হারাধনের অন্বেষণে।
নির্য্যাতনের যাতনা তার নূতন ক'রে জাগল মনে।

কেমন করে সইছ ব্যথা, রইছ তুমি শূন্য ঘরে,
মেঘের ডাকে না জানি মা প্রাণটা তোমার কেমন করে।
করনাক কেশ-প্রসাধন, রুচেনাক রাজ আয়োজন,
পাষাণ-স্বামীর চরণতলে অঝোরে ঐ নয়ন ঝরে।
কেমন করে রইছ আহা শৈল-চূড়ার শূন্য ঘরে ?

অশ্রু তোমার তিতা'ল সব মাতৃ-হৃদি বঙ্গভূমে,
জননীরা চমকে উঠে বক্ষে চাপি বাছায় চুমে।
দুলাল যাহার নেই মা কাছে কেমনে আজ সেই মা বাঁচে,
ঘনধ্বনির বজ্র ব্যথা হয়েছে তার চোখের ঘুমে,
করল আকুল অশ্রু তোমার মাতৃ-হৃদয় বঙ্গভূমে।

স্তন্য-সুধা উছলে উঠে দেশ-জননীর পয়োধরে,
ক্ষেত্রমাতার নেত্র আজি ভালবাসার ভাষায় ভরে।
বনজননীর বাহু-লতায়   জাগল স্নেহ নিবিড়তায়,
গোষ্ঠ-মাতার ওষ্ঠ-সুধায় শ্যামল সোহাগ উথ্‌লে পড়ে।
রোমাঞ্চিত মমতা আজ বঙ্গমাতার কলেবরে।

পক্ষি-মাতা বক্ষপাখায় শাবকগুলি আগ্‌লে রাখে,
বৎসহারা ধেনু আজি বৎসলতায়-হাম্বা ডাকে,
মীনজননীর ডিম্ব ফুটে,   চখীর প্রসব-বেদনা উঠে,
মক্ষী-মাতা অনাগত বংশধরের জন্য চাকে
অনশনে আপনি রয়ে' প্রাণের মধু সঞ্চি রাখে।

অশ্রু তোমার বন্ধ্যা-বুকেও দিল অকাল স্তন্য এনে,
সৎমা হঠাৎ সতীন পুতে আঁকড়ে ধরে আপন জেনে।
পুত্রহারা বিড়ালছানায়   বক্ষে ধরে রাত্রে ঘুমায়,
কন্যা যাহার গলগ্রহ সেও তারে নেয় গলায় টেনে
অশ্রু তোমার, ফল্গু বুকে দিল স্নেহের বন্যা এনে।

মা মেনকা জেগে আছ বাংলা মায়ের গেহে গেহে,
বৎসলতায় বিরাজিছ জননীদের দেহে দেহে।
পুত্র তব পক্ষহারা,   বন্দী, চির দুঃখে সারা,
গঙ্গাসাগর হলো লোনা নয়ন-ঝরা তোমার স্নেহে।
কাঁদ্‌ছ তুমি যুগে যুগে বাংলাদেশের গেহে গেহে।

স্বভাবধর্ম্ম

প্রকট করেছ ব্রহ্ম আপনারে এই বিশ্বলোকে
নিত্যকাল। চিরদিন রসলীলা বৈষ্ণবের চোখে
ভূমায় বিস্তার তব।—'সৃষ্টি' কহে সংহিতা-পুরাণ।
মায়াবাদী কহে 'মায়া'—উর্ণনাভ-তন্তুর সমান।

যাই হোক এই বিশ্ব—পণ্ডিতেরা করুক বিবাদ,
লীলা হো'ক্, সৃষ্টি হোক্, হোক্ শূন্য, অবিদ্যা-প্রমাদ,
পরব্রহ্ম! ছিলে তুমি প্রতীক্ষায় যুগ যুগ ধরি
বৈদিক আর্য্যের তরে, চিদানন্দ অন্তরে সংহরি,
সত্তা অনুভূতি ক্রমে জাগাইতে অভিব্যক্তি মাঝে,
একথা হয় না মনে। কোনদিন অপূর্ণতা রাজে
হে পূর্ণ, তোমার ভাবে, কোন ত্রুটি, কোন অঙ্গহানি,
আছিল সত্তায় তব, কায়ো বাক্যে আমি নাহি মানি।

মহাকাল তব বিশ্ব-বিকাশের ক্ষুদ্র দলসম,
তারে অনুসরি' তুমি বিদারিয়া ক্রমে রজস্তমঃ
পূর্ণতা লভিলে ধীরে, জাগাইলে শাশ্বত বিভূতি?
এ বিশ্ব কি মহাযজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞান যার পূর্ণাহুতি?
আদি যদি থাকে তবে আদি হতে ভূমার বিস্তারে
নানা ছলে, নানা রূপে জানাওনি তুমি আপনারে?
প্রতি অভিব্যক্তি-বিম্ব পায়নি কি তোমার সন্ধান?
পালিয়াছে তব ধর্ম্ম আপনারে করিয়া প্রতান

আহরণী

চিন্ময়ী, মৃন্ময়ী ধরা লতাগুল্মে কোটী কোটী জীবে
আদি হতে ঋতুচক্রে সুখে দুঃখে, শিবে ও অশিবে ;
তোমারি প্রথায় সবে করে পুনঃ সর্ব্ব সংহরণ
আপনারি মাঝে তাই যুগে যুগে আপাত মরণ।
পেলেছে তোমারি ধর্ম্ম সুরাসুর কিন্নর দানব
আদি হতে যক্ষ রক্ষ নাগ ঋভু গন্ধর্ব্ব মানব।
তোমারে জেনেছে আর তোমারে খুঁজেছে অবিরত
তোমাতে ফিরিয়া যেতে কচ্ছপের প্রত্যঙ্গের মত।

আমমাংসে দেহ পুষি গুহাশায়ী বনচারী নর
শ্মশ্রুলোমারণ্য-তনু ভাষাহীন উলঙ্গ বর্ব্বর
অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির বিরাট চত্বরে,
সীমাহীন অবসরে নিশিদিন কি বা চিন্তা করে ?
সভ্য মানবের যাহা অনুমেয়, চির অগোচর
সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব সবি তার নিত্য সহচর।

বিস্ময়ে রহস্যে ভয়ে মুহুর্ম্মুহুঃ চমকি চমকি,
ঊর্দ্ধে অধে চারি পাশে মুগ্ধ দৃষ্টি থমকি থমকি,
রুদ্রতা, প্রশান্তি, সৌম্য প্রসন্নতা, বিশাল বিস্তার,
বিচিত্র বিবর্ত্ত-লীলা, অজস্রতা, মহিমা-সম্ভার,—
বন্যা, ঝঞ্ঝা, মেঘ, বজ্র, উদয়াস্ত, কুহু, পৌর্ণমাসী,
ক্ষুব্ধ সিন্ধু, দাববহ্নি, গিরীন্দ্রের হিম অট্টহাসি,
সবার মাঝারে তারা খুঁজেনি কি আপন নিদানে ?
বিশ্বাত্মীতে খুঁজেনি কি এ বিশ্বের বিচিত্র বিধানে ?

ঝঞ্ঝা, বজ্র, সিংহ, সর্প, ব্যাধি, মৃত্যু হ'তে আপনায়
বাঁচাতে আরণ্য নর খুঁজেনি কি শরণ্য সহায় ?
নদ হ্রদ দারু শিলা তরু গিরি ভূচরে খেচরে
রহস্যমণ্ডিত করি পূজেনি কি আধ ভক্তিভরে,
আম মাংসে চর্ম্মে লোমে শুক্তি শঙ্খে পত্র পুষ্প ফলে,
পর্ব্বতে গুহায় বনে সিন্ধুতটে কিংবা তরুতলে ?
বংশী-শৃঙ্গ নিনাদিয়া করেনি কি তোমার বোধন ?
তাদের সর্ব্বস্ব তুচ্ছ; তাই দিয়ে করিতে আপন
চাহেনি কি তারা তবু ? জানায়নি আর্ত্তি আকুলতা
অর্থহীন বাক্যাঙ্কুরে হৃদয়ের কৃতজ্ঞার ব্যথা ?

অনুসরি একই মনোবৃত্তি-ধারা একই সে প্রেরণা
মানুষ আজিও চাহে করিবারে তোমার ধারণা।
দারুশিলা বিবর্ত্তিত রক্তমাংসে অনলে অরুণে,
খুঁজে তারা গ্রন্থে, তন্ত্রে, স্বর্গে, শূন্যে, গুণে বা নির্গুণে।
নরত্বে উন্নীত আজি জীব তরু জড়ত্ব-আশ্রয়,
মৃন্ময় বান্ধব ছিলে আজি তুমি বিদেহ চিন্ময়,
মন্দির মসজিদ গীর্জ্জা রূপ ধরে গুহাতরুতল,
অর্ঘ্য আজি দম্ভভরা আত্মভোগ্য ঐশ্বর্য্যের ফল।
নানা সুরে নানা যন্ত্রে আজি তব মন্দিরে বোধন,
ভাষায় ঝঙ্কৃত ছন্দে স্তব স্তুতি পূজা আবেদন।
সূক্ত-শ্লোক-বদ্ধ বেদ বাইবেল কোরান পুরাণ,
প্রথম তোমার বার্ত্তা জানে বলি করে অভিমান।

বর্ব্বরের নখদন্ততরু শাখা, প্রস্তর, মুদ্গর,
লৌহ-বহ্নি বিষ-বাষ্পে শতাব্দীতে লভি রূপান্তর
সভ্য মানবের আজি রাষ্ট্র যুদ্ধে হয়েছে সহায়,
তোমার সন্ধানপথে তবু সেই বর্ব্বরেরি প্রায়।

বেশভূষা, শয্যাসন, বাসগৃহ, আহারবিহার,
রূপান্তরে বিবর্ত্তিত। সে ত সবি বাহ্য উপচার।
অন্তরে বর্ব্বরে সভ্যে খুঁজে নাহি পাই কোন ভেদ,
নগ্নেরে করেছে মগ্ন মন্ত্রভারে তন্ত্র-স্মৃতি বেদ।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভয়-নিদ্রা-লোভ-ক্ষোভ-স্নেহ-ভালবাসা,
রিরংসা-জিগীষা-ঈর্ষ্যা রাগ রোষ রুধিরপিপাসা,
নৃত্য-গীত-ক্রীড়া-তৃষ্ণা, সর্ব্ব তৃষ্ণা লালসা বাসনা,
সমানই বর্ব্বরে সভ্যে মেলিতেছে লেলিহ রসনা।
'কেবল সাধনা-লভ্য ব্রহ্মতৃষ্ণা সুসভ্যের মনে,'
আমার বর্ব্বর-চিত্ত এ প্রলাপ মানিবে কেমনে ?

শিশু যথা পিতা চিনে, সভ্যে চিনে তোমারে তেমনি,
বর্ব্বর চিনিল যথা শিশু চিনে আপন জননী।
তোমারে পাইতে হ'লে পূর্ণরূপে, কহে জ্ঞানিগণ
চাই দ্বিধাক্লেদশূন্য অকপট বর্ব্বরের মন।
তোমার সন্ধানে ভক্ত সভ্যতার সর্ব্ব সমারোহ
তেয়াগি বিচ্ছিন্ন করি ভোগ-সুখ-ধনজন-মোহ,
চীরবাসে ফিরে হয় গুহাগর্ভে আবার বর্ব্বর,
হে ব্রহ্ম, কেমনে কই তারে তুমি কর অনাদর ?

অপরাবিদ্যায় দৃপ্ত সভ্য নর আর্য্য অভিমানে,
রসহীন গ্রন্থে রত বৃথা রসময়ের সন্ধানে।

বর্ব্বরের ব্রহ্মতৃষা, ব্রহ্মে কর্ম্মফলের বিরতি,
গহন দণ্ডকারণ্যে শবরীতে হয়ে মূর্ত্তিমতী,
একাগ্র করিয়া চিত্ত উগ্রতম ব্যগ্র তিতিক্ষায়
রামব্রহ্ম লাগি রয় পথ চাহি দীর্ঘ প্রতীক্ষায়।
শৈশব কৈশোর দশা একে একে চলে যায় ক্রমে,
যৌবনের ধূপ দহে মৃগমদে ভরি সে আশ্রমে,
জরা এসে হ'রে লয় শীর্ণ পদে প্রতীক্ষার বল,
ধবল পক্ষের তলে ক্ষীণ দৃষ্টি নেত্র ছল ছল,
পাণিতে শাণিত করি দৃষ্টি তার হানে প্রাণপণে,
পৃথ্বী 'পরে পদ-নখে রেখা টানি দিনগুলি গণে।
বর্ব্বরের ব্রহ্মতৃষ্ণা তবু নাহি লভিবে বিরাম
পুনর্জ্জন্ম ভরসায়,—যাত্রাপথে চাহে না বিশ্রাম।
রাম নাম উচ্চারিয়া ফেলিছে সে প্রত্যেক নিশ্বাস।
মিথ্যা হবে? এ আকৃতি এ অটল অখল বিশ্বাস?

একি শুধু ত্রেতা যুগে? আদিকাল হ'তে এই ধারা
বহমান্ গিরি বনে,—মরুতেও হয়নিক হারা।
তোমাকে সুলভে পেতে সভ্য খোঁজে সদা ফন্দি ফাঁকি,
সারাটি জীবন ধরি চেয়ে থাকে বর্ব্বরের আঁখি।

মন্দিরে না সিন্ধুনীরে

মন্দিরে কি সিন্ধুনীরে কোথায় আছ জগন্নাথ ?
পুরীধামে এসে তোমায় কোথায় করি প্রণিপাত ?
হেরি হেথায় সকল ঠাঁয়েই কি তারকা কি গ্রহে,
অনন্ত নীল মহিমাতে—দেবালয়ের বিগ্রহে ।
অসীম হতে সসীম পথে নিত্য রথে যাতায়াত,
সিন্ধুতীরে শ্রীমন্দিরে তোমায় নমি জগন্নাথ ।

শিল্পশোভায় তেম্নি আছ যেমন আছে নিসর্গে,
আছ তুমি সংসারেতেও যেমন বিরাগ-বিসর্গে ।
সংগ্রামে আর শান্তি মাঝে সমান তোমার অধিষ্ঠান,
চক্রগদায় ধ্বংস কর শঙ্খপদ্মে পরিত্রাণ ।
অন্ন দিয়ে পালন কর বন্যা দিয়ে সমুৎখাত,
স্তব্ধ তুমি, ক্ষুব্ধ তুমি তোমায় নমি জগন্নাথ ।

শান্তসাকার তুমি আবার অপ্রশান্ত নিরাকার,
বাঙ্‌মনসাতীত তবু যোগক্ষেমের বইছ ভার ।
মহোৎসবের উপচারে লুপ্ত তোমার পদদ্বয়,
প্রচণ্ড তাণ্ডবে আবার ঠেলছ পায়ে অর্ঘ্যচয় ।
শ্রীমন্দিরে পাতা তোমার মধুপুরীর সিংহাসন,
উদ্বেল উদ্দণ্ড লীলায় সিন্ধু তোমার বৃন্দাবন ।
মানব তোমায় চামর ঢুলায়, দানব ঢুলায় ঝঞ্ঝাবাত,
দারুব্রহ্ম বারিব্রহ্ম তোমায় করি প্রণিপাত ।

চিরসুন্দর

ওগো সুন্দর, পরমানন্দ, সুন্দর তব বিশ্বভূমি,
স্রষ্টৃ-মাধুরী লভেছে সৃষ্টি, ধ্বংসেও আছ কান্ত তুমি।
মঙ্গল-ঘট নিঃশেষ করি রুদ্রও তব পারেনি পি'তে,
ভীষণেও আছে অ-লোক কান্তি তব রচনার সাক্ষ্য দিতে।
মরু মনোহর মরীচিকাহারে, মেরু মনোহর অরোরালোকে,
গহন, কুসুমে,—অরবিচন্দ্র নিশীথ-গগন তারার চোখে।
সাগরগর্ভ রত্নছটায়—উপকূল কূল তমালতালে,
অশনি তড়িতে, গিরিদরীগুহা যোগীর জটার রশ্মিজালে।
ভূধরশৃঙ্গ তুষারপুঞ্জে—ঊষার অরুণ পট্টবাসে,
মশান শোভন দেবীর বোধনে, শ্মশান শিবের অট্টহাসে।

প্রান্তর আলো আলেয়া মালায়, বর্ণে বিম্ব, স্বর্ণে খনি,
বন্য আঁধার, খদ্যোতিকায়, সিংহ, কেশরে, মণিতে, ফণী।
বন্যা শোভন উর্ব্বরতায়, পঙ্কের শোভা পদ্মমালা,
কোকিল-মধুপ, কূজন-গুঞ্জে, শীতল ছায়ায় রৌদ্রজ্বালা।
শৈশব চারু অকারণ হাসে, যৌবন চারু, প্রেমের স্বাদে,
পলিত জরাও সৌম্য শোভন তোমার শুভ্র আশীর্ব্বাদে।
দৈন্য শোভন শম সংযমে, বিরহ শোভন প্রিয়ের ধ্যানে,
প্রসব-বেদনা অঙ্ক-শশীতে, কৃচ্ছ্রসাধনা সিদ্ধি-জ্ঞানে।
বিয়োগ-বিলাপে কাতর কণ্ঠ শোভন, অশ্রু মুকুতাহারে,
মরণো মধুর তোমার চরণ-সরোজ-মধুতে ধরার পারে।

অন্ধকার

এস এস অন্ধকার, এস ঘিরে অসিত বরণ,
অগোচর, সর্ব্ববর্ণবৈচিত্র্যের নিশ্চিহ্ন মরণ।
এস শর্ব্বরীর স্নেহ মুদাইয়া লোচন-পল্লব,
এস করালীর রূপ করালের আশ্লেষ-গৌরব,
আমারে ঘিরিয়া ফেল প্রকৃতির সুনীল অম্বর,
হে স্নিগ্ধ গাহন এস চিত্ত মম দাহন-কাতর।

বিশ্বের চঞ্চল সবি, লভি বটে সত্যের আভাস
গুহাহিত রহি তা' যে পূর্ণ রূপ করে না প্রকাশ।
বিশ্বভরা ঘূর্ণি মাঝে হায় হায় কোথা অচপল ?
ভূমার বৈচিত্র্য-মোহে মূল সূত্রে হারাই কেবল।
হারাই গোলোকনাথে ভূলোকের গোলক-ধাঁধাঁয়,
আলোর ছলনা লীলা অন্তরেরে কেবল কাঁদায়।
তর্ক দ্বন্দ্ব কোলাহলে মহাসত্য হয়ে বিড়ম্বিত
তেয়াগি আলোক মালা হয়েছেন মনোগুহাহিত।
তাই কবি ধ্যানী জ্ঞানী সাধকেরা দুয়ার রুধিয়া
তোমারে বরিল, তম, সাধ ক'রে নয়ন মুদিয়া।

আলোক বহুরে দিয়া, জানাইল একের সন্ধান,
অন্ধকার তুমি তারে মোর নেত্রে কর ভাসমান।
জ্যোতির্ব্বর্ম্মে মম দৃষ্টি বার বার লভিল বঞ্চনা,
দিবালোকে সর্ব্বচেষ্টা লভিল যে নিষ্ঠুর গঞ্জনা,

সর্ব্বদৃষ্টি সর্ব্বচেষ্টা আন তুমি একত্র সংহরি'
ফিরাও চিত্তের দিকে সর্ব্বচিন্তা কেন্দ্রীভূত করি'।
রূপে রূপে মধু পিয়ে চিত্তভৃঙ্গ গুঞ্জে মত্ততায়,
ইন্দীবরদলসম আত্মাকোষে রুদ্ধ কর তায়।
আলোকের যবনিকা অন্তরালে লুকাল যে জন
মিছে আলোকের মাঝে খুঁজে তায় পার্থিব নয়ন।
এ বিশ্বের মরুভূমে আলোকের মৃগতৃষ্ণিকায়
মিছে খুঁজি দগ্ধ মোরা স্বর্ণবর্ণ তপ্ত বালুকায়।

ধূমপুঞ্জ-ভস্মজালে মগ্ন করি নেত্র দুটী মম
চিত্তেরে জ্বালায়ে তুল' যাজ্ঞিকের অগ্নিহোত্রসম।
জ্যোতিষ্ক-সমান হোক মম আত্মা তোমায় উজ্জ্বল,
তোমার তমসা-নীরে হোক্ চিত্ত স্বর্ণ-শতদল।
অনিত্যের দীপান্বিতা নিভাইয়া এস কুহু ঘোর,
করালীর মন্দিরের খড়্গাসম কর চিত্ত মোর।
শ্যামরূপে বিশ্ব ভরি স্পন্দমান শ্যামবংশীতানে
ওগো অভিসার-বন্ধু নিয়ে যাও দোলকুঞ্জ-পানে।
লোক হ'তে লোকান্তরে মৃত্যু-পথে, জন্ম-জন্মান্তরে
ভ্রূণে ভ্রূণে কে আমারে নিয়ে এলো মায়ের আদরে?

ধ্যানরূপে ঘনাইয়া এস ভরি দুটি আঁখিপাত,
তুমি বিনা লভিব না এ শ্মশানে শঙ্কর সাক্ষাৎ।
হারায়ে বিশ্বের আলো পথভ্রমে হব না শঙ্কিত,
শঙ্করের অট্টহাস্যে মনোমার্গ হবে আলোকিত।

(১)

লোকপাল দেবেন্দ্রের শ্রীহস্তের অস্ত্র খরশান,
ধ্বংস তব ধর্ম্ম নয়। ভয়াবহ তব অভিযান
অশিবে নাশিতে শুধু। গর্জ্জি কহ মা ভৈঃ মা ভৈঃ,
প্রলয় আসন্ন ভাবি মূঢ় মোরা ভয়ে সারা হই!
মঙ্গলেরে শিশুসম বক্ষে ধরি জননী কোপনা,
ছুটিয়াছ উল্কাবেগে, নেত্রে ক্ষরে অনলের কণা;
অসুরেরি বক্ষপানে তব রুদ্র অব্যর্থ সন্ধান,
উদ্বেগ-বিস্ময়-ভয়-মিশ্ররসে এ ক্ষুদ্র পরাণ,
উদ্বেলিত, অঙ্গে তায় অতর্কিত রোমাঞ্চ-সঞ্চার,
গূঢ়মর্ম্ম জানে মর্ম্ম সেথা উঠে আনন্দ-ঝঙ্কার।

ধন্বন্তরি-করে তুমি ক্ষতহর শলাকা-বেধনী,
বিশ্বকর্ম্মা-করে তুমি ক্ষুরধার আগ্নেয়ী ছেদনী।
চিরিয়া নীরদপুঞ্জ রুদ্রহস্তে কোটি কোটি ভাগে
ঝরাও জীবনরস, শুষ্ককণ্ঠে ধরা যাহা মাগে—
যার লাগি সারা গ্রীষ্ম তপ করে তপস্বিনী ধরা,
অঙ্গে তার আঁচ লাগে, বিন্দুমাত্র নহে সে কাতরা,
ছিন্ন করি' তমশ্ছদ হের তার সুপ্রসন্ন মুখ,
ধরা হাসে তুমি হাসো, ভুঞ্জ' দোঁহে অপূর্ব্ব কৌতুক,
অঙ্গে তার জেগে উঠে রোমাঞ্চনে কোটি রোমাঙ্কুর,
উল্লাস-বেপথু জাগে—মোরা মিছে হই ভয়াতুর।

বীজবক্ষ বিদারিয়া বীজমন্ত্র উদ্ভেদনোপম
মুক্তিফল-সম্ভাবনা দাও তুমি দীক্ষাগুরুসম।
মীন-ডিম্বকোষ চিরি প্রাণময় করো জলধারা,
গিরিগাত্র বিদারিয়া ভাঙ্গিয়াছ নির্ঝরের কারা।
বনবক্ষ বিদারিয়া সঙ্গীতেরে আনিয়াছ টানি ;
ফুটালে শ্যামল ছন্দে প্রান্তরের অন্তরের বাণী।
হ্রদের স্ফটিক-বক্ষ বিদারিয়া বজ্রমণি দিয়া
প্রাণময় কারুশিল্প 'পদ্ম'-রাগে তোল ফুটাইয়া।
নিরুদ্ধ জীবন যারা গর্ভে পোষে, তোমার মহিমা
জানে তারা, সদ্যোজাত বাৎসল্যের নাহি পায় সীমা।
মোরা ভয়ে কেঁপে মরি,—জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা তোমার
জাগায় চৈতন্য-দৃষ্টি জড়দেহে চিরি অন্ধকার।

মন্ত্রময় শর তব মন্দ্রময় গুপ্ত আশীর্ব্বাদ
গ্রীষ্ম-রণশিঙ্গ-শিরে,—কহে কানে অভয়সংবাদ।
যাত্রার হুঙ্কার তুমি জীবনের জয় অভিযানে,
জীবনের অরাতিরা মর্ম্ম তার মর্ম্মে মর্ম্মে জানে।
লাঞ্ছনা-বধির বিশ্ব সুবিরাট, কোলাহলময়,
তাই তুমি বিরাটের সুবিরাট আশ্বাস অভয়,
মন্দ্রিত ভৈরব ছন্দে। নিত্য মোরা করি শুধু ভুল
আশীর্ব্বাদে অভিশাপ মনে ভাবি হই শঙ্কাকুল।
দেবের দাক্ষিণ্য-দয়া বরাভয় এই ধরাধামে,
হে অশনি, চিরদিনই তব ছদ্মে তব রূপে নামে।

তুমি শুধু মেঘে নও,—যাত্রা তব ব্যাপিয়া জগৎ
সৃষ্টির বিজয়পথে মঙ্গলের তুমি জৈত্ররথ।
ঘনীভূত তপঃশক্তি তুমি শত দধীচি-কঙ্কালে,
সংযম নিবিড়ান্বিত স্মররিপু শঙ্করের ভালে।
ঘনীভূত শব্দশক্তি তুমি বজ্র প্রণব-ওঙ্কারে,
কর্ম্মশক্তি শূরশ্রেষ্ঠে,—ধর্ম্মশক্তি মূর্ত্ত অবতারে,
কল্পশক্তি কাব্যে শিল্পে,—বোধশক্তি প্রজ্ঞানে বিজ্ঞানে,
মুক্তি-শক্তি বজ্রমণি—চিত্তশক্তি ঘনীভূত ধ্যানে,
সৃষ্টিশক্তি বিন্দু-সারে, দৃষ্টিশক্তি তৃতীয় নয়নে,
সংহত আলোক ভর্গে, তাপসার তুমিই দহনে।
অগস্ত্য-গণ্ডূষে, সিন্ধু,—জড়শক্তি, বৈদ্যুতী-ছটায়,
বজ্র তুমি ঘনীভূত রসধারা রুদ্রের জটায়।
মানবের মনে তুমি কেন্দ্রীভূত সকল ইন্দ্রিয়,
ঘনীভূত মধুরিমা, মৃত্যুজয়ী তুমিই অমিয়।

যে বলে তোমার ধর্ম্ম ধ্বংসমাত্র, বুঝে সে ত স্থূল,
দুষ্কৃত শাসনে তুমি 'প্রতিকূলে' কর 'অনুকূল'।
তব জয়-বশীভূত সে যে হয় সৃষ্টির সহায়,
মোরা তারে ধ্বংস ভাবি' মূঢ়কণ্ঠে করি হায় হায়।
শক্তি লভে রূপান্তর তব তেজে, সৃষ্টির বাধক
তোমার মঙ্গলব্রতে হয় তব উত্তরসাধক।
মঙ্গলার হাতে খড়্গ, মঙ্গলের হাতে তুমি শূল'
আপনারে বৃত্র ভাবি', বজ্র, মোরা নিত্য করি ভুল।

প্রেমাত্মক

রেবা-রোধসি

(রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে)

মন পড়ে' আছে রেবাতটভূমে বেতসকুঞ্জতলে,
যেথা তব দেখা পেতাম চকিত কৈশোর-কুতূহলে।
হেথায় পৌর সৌধ-সদনে তোমার নিবিড় বাহুর বাঁধনে
সেই স্মৃতি আজো অন্তরে ঘুরে সন্তরি' আঁখিজলে।

সেই লুকোচুরি গোপনাভিসার সেই দুরু-দুরু বুক,
এলা-গন্ধিত নিভৃত আঁধারে চকিত মিলনসুখ,
সে সুখের তুলা নাহি এ জীবনে সে সুখ-বিরহ আজি এ মিলনে
ধিকি ধিকি জ্বলে, তোমার বিলাস-জতুগৃহ তায় গলে।

নূপুর খুলিয়া নীলবাসে সেই ক্ষতপদে আসাযাওয়া,
বন-মরমরে চমকি চমকি ঠায় আশাপথ চাওয়া,
বিদায়ের ক্ষণে হৃদয় বিবশ আঁখিজলে লোণা চুম্বনরস,
এমনি কতই মনে আসে নবমালতীর পরিমলে।

আছে বা কেমন আহা রেবাতটে সেই তরুলতাগুলি,
হয়ত তাহারা নব অনুরাগে আমাদেরে গেছে ভুলি ;
জানে না হেথায় সোনার পিঁজরে বনের পাখীরা ছটফট করে,
পল্লবছায় গোপন-কুলায় স্মরিতেছে পলে পলে।

বাসর-স্মৃতি

ভুলিনি সই ভুলিনি সেই প্রেমজীবনের প্রথম সুদিন,
হলা'ম যে দিন, হৃদয়রাণী, তোমার অপার কৃপার অধীন,
লতিয়ে-পড়া অঙ্গখানি, লুলিত সেই মৃণাল-পাণি,
অঙ্কুরিত প্রেমের বাণী,——তন্দ্রাহত নয়ন-নলিন,
ভুলিনি সেই সঙ্কুচিত শঙ্কানত দৃষ্টি মলিন।

অলির প্রথম গুঞ্জ সেদিন ফোট'-ফোট' কলির ফাঁকে,
ত্রয়োদশীর শশীর পাশে প্রথম মানস-চকোর ডাকে,
মোদের অশোক-বকুলবাগে মলয় সেদিন প্রথম জাগে,
জীবন প্রথম মধুর লাগে কিশোর-হিয়ার মধুর চাকে ;
তারুণ্য মোর প্রথম সেদিন রসাঞ্জনী পরল আঁখে।

ভুলিনি সই ভুবন-ভোলা প্রথম ভালবাসার রাতি,
তোমার আঁখি থাকৃত মুদে মেল্লে আঁখি বাসর-বাতি।
প্রথম চুমায় যেদিন দোঁহার, খুলে গেল ত্রিদিবদুয়ার
কপোলতটে উঠল ফুটে পারিজাতের হিরণ-ভাতি,
ভুলিনি হেম-সিংহাসনে মোদের প্রেমের বরণ-রাতি।

কুণ্ঠায় অবগুণ্ঠিত মুখ,—যেন কতই অপরাধী,
রেখেছিলে মুখর চটুল কাঁকণচুড়ের কণ্ঠ বাঁধি।
কিশোরপ্রাণের সব অনুভব গোপন করে' রইলে নীরব,
রোমাঞ্চ হৃৎস্পন্দ ঘন গোপন করার হলো বাদী—,
কইতে কথা, মনে পড়ে? সেদিন আমি কতই সাধি?

কণ্ঠে তোমার রসের আবেশ নিল সকল বচন হ'রে,
অকথিত বচন তোমার বাচাল হলো নয়নজোড়ে।
আলসে চোখ জড়িয়ে এল দেড়প্রহরেই মুদে গেল,
স্বপনঘোরে আপন ভেবে বাঁধলে আমায় মৃণালডোরে,
যৌবনের এই ভাটির দিনেও সেই স্মৃতি দেয় বিবশ করে'।

ভুলিনিক যেদিন প্রথম বসলে হয়ে' হৃদয়রাণী,
সিংহাসনের একটী কোণে,—সঙ্কুচিত পা-দুখানি।
কিরীট হেলায় পড়ছে খসে', চাইতে সরম পাচ্ছ বসে'
ছত্র চামর ধরতে নিজেই বাড়িয়ে দিলে কমল-পাণি,
সে সব স্মৃতির ঝঙ্কৃত রূপ ধরো, আমার গানের রাণী।

পুনর্ম্মিলন

প্রথম রাতে ঝগড়া করে' শেষের রাতে মিলনটা যে হয়,
সাধ করে' কি মিটাই মোরা? দোঁহার মাঝে কম্‌তি কেহ নয়।
প্রথম রাতি পূর্ব্ব জনম যেন মধ্যরাতি কাটে গহন মোহে,
শেষ রাতে সব-স্মৃতি-হারা ফুটে উঠি এক বোঁটাতে দোঁহে।
প্রথম রাতের ছাড়াছাড়ি আড়াআড়ির বাড়াবাড়ি যত
নীদ্ পাথারে সব ধুয়ে যায় সাগর-বেলায় টানা রেখার মত।
স্বপ্ন-বিস্মরণীর পারে মিলন আরো নিবিড় হ'য়ে উঠে,
নূতন পরশ রোমাঙ্কুরে নূতন সোয়াদ দেয় সে অধর-পুটে।
প্রথম রাতির থাক্‌লে স্মৃতি হ'ত কি আর মিলন গাঢ় অত?
মোদের মাঝে কম কেহ নয়, কেহই মোরা হ'তাম নাত নত।

নীড়ের স্মৃতি

দাওগো বিদায় আজ অভাগায় পল্লীবনের প্রবাসভূমি,
আপন গৃহ হ'তেও প্রিয় স্পৃহণীয় আমার তুমি।
তিস্তা নদীর ঝরণা সম অশ্রু ঝরে নেত্রে মম,
সহস্রবার আজকে তোমার তুলসীশাখার মুকুল চুমি।
শোন্ বিদায়-ব্যথার গীতি আমার প্রীতির প্রবাসভূমি।

তরুণ প্রেমের লীলার দোলা তোমার সাদর স্নেহের কোলে
প্রিয়ার সহ ছিলাম আহা আনন্দ-হিল্লোলের দোলে।
কত খেলা, মান অনিদান নিত্য নূতন প্রেম অভিযান,
সে সব স্মৃতি জীবন-ভরা কেমন করে' এ-মন ভোলে!
পরাণ-প্রিয়ায় পেলাম হিয়ায় নিভৃত ঐ তোমার কোলে।

যে সব দিন আর ফিরবেনাক সে সব দিনের পুঞ্জ-স্মৃতি
ভরে' আছে তোমার ধূলা আকাশ বাতাস কুঞ্জবীথি।
বোশেখ রাতে হেনার সুবাস মধুরাতের স্নিগ্ধ নিশাস
প্রিয়ারে মোর প্রিয়তরা কান্ততরা করত নিতি।
উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা জাগায় যে আজ সে সব স্মৃতি।

শারদ রাতে জ্যোৎস্নারাণী দিত জরির আঁচল পেতে,
বসে' তাতে দুই জনাতে ফুল তুলিতাম আকাশ-ক্ষেতে।
শীতের স্পর্শ-নিবিড়তা উষ্ণ মধুর পীবরতা
পেয়েছিলাম তোমার নীড়েই দুরু দুরু আনন্দেতে;
যৌবনের মৌ তপ্তমদির পান করেছি নেশায় মেতে।

শ্রাবণরাতে, মনে পড়ে, জৈমিনিরে কেবল স্মরি ;
কল'কল' জলের স্রোতে টল'মল' ভবন-তরী ।
মেঘের গভীর গরজনি, পাগলা হাওয়ার হাহাধ্বনি,
দিত আকুল উদ্দীপনায় আশ্লেষণে নিবিড় করি,
বর্ষানিশার শঙ্কা-মধুর হর্ষ আবেশ আজকে স্মরি ।

শতেক অভাব ত্রুটি নিয়ে ছোট্ট গৃহস্থালী পাতি,
তোমার ঝোঁপের অন্তরালে নিত্যি মোদের চড়িভাতি ।
একটী নীড়ে আমরা দুজন, চলত সদাই কাব্যকূজন,
শাসন করার দূষণ ধরার কেউ ছিলনা সঙ্গীসাথী ।
পেতেছিলাম তোমার কোলে গৃহস্থালীর খেলাপাতী ।

অনভ্যাসের বিড়ম্বনা, উপহাসের কতই ব্যথা,
জাগাইল দোঁহার পরে দোঁহার অটল নির্ভরতা ।
প্রিয়াই হ'লেন দিবারাতি ,সচিব সখা শিষ্যা সাথী ;
বন্ধপ্রবাস করল সফল পুষ্পিত তার বাহুলতা,
রোমাঞ্চিত বাহুর পাশে ভুলে যেতাম বিদেশ-ব্যথা ।

তারুণ্যের সুস্বপ্ন-ত্রিদিব, সুধাময়ী তোমার প্রীতি ;
ইন্দ্রসভায় আসন পেলেও স্মরবো আমি তোমায় নিতি ।
মধুপুরীর আজ-আয়োজন ভুলায় কিরে কদম্ববন ?
অযোধ্যা-রাজহর্ম্যে কি যায় গোদাবরী-তটের স্মৃতি ?
জীবন-মধুমাসের কুলায়, শোন' আমার বিদায়-গীতি ।

সহধর্ম্মিণী

দেব্‌তা হ'তে নাই বাসনা চাই না তোমার আরাধনা,
শুন্‌তে না চাই তোমার মুখে 'হুজুর জনাব জাঁহাপনা।'
বাইরে পরের গোলাম হ'য়ে ঘরের ভিতর সেলাম নিয়ে,
মর্য্যাদা মান সমাজ মাঝে একটি কণাও বাড়বে প্রিয়ে?
কে হবে মোর সঙ্গিনী সই করই যদি চরণ-সেবা?
রইলে হ'য়ে পূজারিণী, আমার হবে সচিব কেবা?
প্রেমদীক্ষায় শিষ্যা কোথায় নিজ্‌কে যদি অবোধ ভাবো,
সঙ্কোচে রও দাসীর মত, গৃহিণী মোর কোথায় পাবো?
কণ্ঠে তোমার কুণ্ঠা কেন, দৈন্য কেন হায় বচনে?
মুক্ত প্রাণের কই পরিচয় উচ্চ হাসির আন্দোলনে!

সত্যে যদি হারাই মোহে, করবে আমায় শাসন, প্রিয়া,
বিপদে মোর সহায় হ'য়ো বিপথ পানে দ্বার রুধিয়া।
সগৌরবে চল্‌বে সাথে ন্যায়ের দিকে সদাই টেনো,
মাতৃজাতির মর্য্যাদাটি বজায় রেখে আদেশ মেনো।
ভামিনী হও, সইতে পারি, কামিনী মোর না হও যেন,
পথের সাথী হওগো সতি, হবে খেলার পুতুল কেন?
ভীরু যারা ভোগের কেন্দ্র দাস্য যাহার জীবন জুড়ে,
খুঁজুক তারা—দাসীর বুকে সিংহ-আসন অন্তঃপুরে।
চাই না তোমার প্রণাম-পূজা, দাসীপনা চাই না আমি,
চাই যে তোমার ভালবাসা পূজার চেয়ে অনেক দামী।

প্রেম

এ ধরাপথ দীর্ঘ দারুণ, শ্রান্তি কে তার সইত ?
ঘাড়-ভাঙা ভার বোঝার বালাই কার তরে কে বইত ?
থাক্‌তে বিশাল মুক্ত উদার পুলিন ভূধর কানন কেদার,—
লোকালয়ের কূপের আঁধার মাঝে কে হায় রইত ?

বলোদ্ধতের পীড়ন-জ্বালা সইত কে হায় মুখ বুজে ?
মরত কে এই মর্ত্ত্য লোকে ব্যর্থ লাভের পথ খুঁজে ?
সমাজ-পীড়ন রাজার শাসন হাজার গণ্ডী হাজার বাঁধন ;—
তার মাঝারে থাক্‌ত কে হায় ভেকের মত ঘাড় গুঁজে ?

ফুট্‌ল, হে প্রেম, তোমার টানে সকল পঙ্ক পঙ্কজে,
পায়ের তলের নৃ-কঙ্কালো হলো হাতের শঙ্খ যে।
বিষ হারিয়ে ব্যথার ফণী আঁধার ঘরে জ্বালায় মণি,
বনের কাঁটা পড়ল ঢাকা লজ্জাবতীর সঙ্কোচে।

কর্ম্ম-শ্রমের ঘর্ম্মে, হরি-চন্দনে আজ স্নান করি।
বৈতরণীর কূলে রয়েও গঙ্গা-বারিই পান করি।
দৈন্য-শরের শয্যা মম বাসর-ঘরের শয্যা-সম,
ভাঙা শানাই উঠল বেজে আজ সাহানার তান ধরি।

হে প্রেম, তুমি কংস-কারায় কর্‌লে মোরে সংসারী।
পোড়া বাঁশের ছিদ্রপথেও তুল্লে কী সুর ঝঙ্কারি ?
জল দিয়েছ শুষ্ক মুখে বল দিয়েছ রুগ্ন বুকে।
পথের দাহ দূর করেছ অশোক ছায়া সঞ্চারি।

করুণা ও প্রেম

আজ এ দেহ হঠাৎ যদি জীর্ণ হ'য়ে যায়,
নাহি থাকে এ লালিত্য চিক্কণতা তায়,
রোগে বিকলাঙ্গ বিরূপ পঙ্গু ম্রিয়মাণ,
বজ্রাহত তরুর মত কষ্টে ধরি প্রাণ,
তবু যদি বল "তোমায় তেম্‌নি ভালবাসি"
আত্মপ্রবঞ্চনায় তোমার, আমার পাবে হাসি।

আজ্‌কে যদি মনটি আমার বিকার লভে সখি
উন্মাদেরি ঘোরে যদি প্রলাপ শুধু বকি,
শক্তি যদি নাহি থাকে প্রেম নিতে, প্রেম দিতে,
বিস্মরণের ব্যথা জাগে কাতর চাহনিতে
তবু যদি বলো "তোমায় তেম্‌নি ভালবাসি,"
তখন তোমার দক্ষিণ্যতায় ক্ষেপার পাবে হাসি।
বল্‌বে বল প্রেম তাহারে, সেত মুখের ভাষা;
তোমার সেত অপার কৃপা, নয়ক ভালবাসা।

দেহমনের মিলেই ভালোবাসায় গ'ড়ে তোলে,
তারুণ্যের অভাবে সে প্রেম কারুণ্যে যায় গ'লে।
যৌবনে সই জন্ম যাহার রুচিরতায় ধাম,
অসুন্দরের পরশে সে রয় কি অভিরাম ?
যদি একের বিকারে রয় করুণাময় প্রীতি,
ভালবাসা নয় কভু তা,—'প্রেত প্রেমের স্মৃতি'॥

প্রেম ও শিল্প

তোমার অমৃত-রসে কবির লেখনী সিক্ত, হে প্রেম সুন্দর,
আপন জীবন-যোগে করে তারা যুগে যুগে তোমারে অমর।
এ মর্ত্তে তোমার কীর্ত্তি-কীর্ত্তনের লাগি হ'ল সাহিত্য-সম্ভব,
লোকে লোকে হল শ্লোক-মুক্তাফল ও চোখের শোক অশ্রু-সব।

তোমারি কুসুম-শরে রসিকের চিত্তে চিত্তে খাত রসকূপ।
ছন্দ কারু অলঙ্কারে তোমার মহিমা, মরি ধরে চারুরূপ।
করে বংশ, শরখণ্ড, পশুত্বক, অস্থি-শৃঙ্গ তোমার অর্চ্চনা,
তোমার বন্দনা লাগি ধাতুতে ঝঙ্কার উঠে দারুতে মূর্চ্ছনা।

তোমার উৎসব লাগি বিলোল চরণে এলো লীলায়িত গতি,
মঞ্জীর মুখর হলো, দুলিল মেখলা, কাঞ্চী, কুণ্ডলের মতি।
ভূষিল তোমার কণ্ঠ কানন মালিকা গাঁথি মালতী-মল্লীতে,
মণ্ডিতে তোমার অঙ্গ ফুটিল হীরার ফুল কনক-বল্লীতে।

ক্ষুদ্র সূচি নিশিদিন ঘুরে মরে তন্তুবনে ও তনু ভূষিতে,
ধরিছে কীটের লালা ময়ূর-কণ্ঠের রূপ তোমারে তুষিতে।
শিল্পীর তুলিকা সিক্ত হৃদি-রক্তে তব কর-চরণ-রঞ্জনে,
সে তব প্রীতির লাগি রেখার পিঞ্জরে বাঁধে কপোত-খঞ্জনে।

কুটীর-মন্দির-হর্ম্ম্য নির্ম্মাণের মূলে শুধু তোমারি গৌরব,
ভাস্কর তস্করসম পাথর খুঁড়িয়া খুঁজে তোমার বৈভব।
কল্যাণ-যজ্ঞের ভূমে সুবর্ণ-প্রতিমা তব ভবনে ভবনে,
হাজার তাজের সৃষ্টি তোমার স্মৃতির তরে মর্ম্মর-স্বপনে।

প্রেম ও পূজা *

পূবের আকাশ লাল হয়ে ঐ এলো
উঠেছে ঐ শুকতারাটি জ্বলি’,
ওগো নিদয় নয়ন দুটি মেলো
জাগো আমার হৃদয়-কোষের অলি।

পুষ্প-জীবন ফুরিয়ে এলো মোর
পূজারী ঐ আস্‌ছে হাতে সাজী,
জাগো বঁধু হৃদয়-মধু-চোর,
ভোর আরতির কাঁসর উঠে বাজি।

হাজার চোখে পুব আকাশে চাই
হাজার কানে শুনছি প্রতি ধ্বনি,
ফুরাল সব আর যে দেরী নাই
জাগো আমার হাজার চোখের মণি।

বারেক জেগে আমায় বিদায় দাও
হের এ চোখ শিশিরে যায় ভাসি’,
শেষ কথাটি গুঞ্জরিয়া গাও
কর্ণে বহি বিদায় নিক এ দাসী।

দেবীর পায়ে ভিক্ষা এবার লব
“জন্ম দিও, এবার নিয়ে প্রাণ
এমন দেশে, হয় না যেথায় তব
‘পূজার লাগি প্রেমের বলিদান।”

* লেখকের পর্ণপুট ও ব্রজবেণুতে বহু প্রেমাত্মক কবিতা ও প্রণয়সঙ্গীত আছে; ঐ দুইখানি গ্রন্থ হইতে এই শ্রেণীর কোন কবিতা লওয়া হইল না।

নিসর্গ-চিত্র

ঋতুসংহার ও কুমার-সম্ভব

মত্ত করি করভকে ফুল্ল করি কুরবকে
বসন্ত আসিল চারিদিকে
একপাত্রে মধুব্রত প্রিয়া সহ পানে রত
কানন ভরিল শুক পিকে।
রুধিয়া ইন্দ্রিয়গণে উপবেশি যোগাসনে
মগ্ন তুমি কোন্ সাধনায় ?
কর্ণে কর্ণিকার দুল গলে দুলে বনফুল
উমা তব অর্ঘ্য আনে পায়।

সহসা ভাঙ্গিল তপ জ্বলে গেল দপ্ দপ্
অকস্মাৎ তৃতীয় নয়ন।
শুষ্ক পত্র মর মর আসিল নিদাঘ খর,
ভস্মীভূত মকরকেতন।
বহ্নি-কুণ্ড-মধ্যগতা উমা তপস্যার রতা,
সূর্য্যপানে মেলি দুই আঁখি,
তরুপর্ণ হিমবারি তোমা লাগি তাও ছাড়ি
অস্থি-চর্ম্ম আছে তার বাকী।

বরিষার বারি ঝরে জীর্ণ ধরণীর পরে
চাতকীর দীর্ণ কণ্ঠ মাঝে,

তপঃশীর্ণা গিরিজারে তুমি এলে ছলিবারে
মেঘবক্সে নব ছদ্ম সাজে।
জলভরা টলমল আঁখি তার ছল ছল
পল্লবিত পুলক অঙ্কুর।
শত গুণে কান্তি তার উপচিত পুনর্ব্বার,
সর্ব্ব দাহ-জ্বালা হ'লো দূর।

আসিল শরৎ সিত আমোদিত আলোকিত
কৌমুদী কুমুদী ফুল্লকাশে,
শুভ্র কৈলাসের পরে লীলা-শতদল করে,
গৌরী আজি হাসে তব পাশে।
সুরভি লহরী ঠেলি অবিশ্রান্ত জলকেলি,
রচে মীন মেখলা সুন্দর,
মরকত-শিলা মাঝে উমার নূপুর বাজে,
সিংহ পায়ে তুলায় কেশর।

হেমন্ত আসিল ধীরে, মধুর সঙ্কোচ ঘিরে
শেফালির আরক্ত বয়ানে,
পাণ্ডুর বদনখানি তুলিয়া তোমার রাণী
চাহে নর্ম্ম-বিমুখ নয়ানে,
শস্য-গর্ভা শালিসমা অন্নপূর্ণা মনোরমা,
দোহদ-লক্ষণ সারা গায়,

পল্লবিনী অঙ্গলতা পীন শ্রোণি-ভারানতা
আকম্পিতা লজ্জায়

শীত এল পথে ঘাটে স্বর্ণ-শস্য মাঠে মাঠে
শঙ্খ বাজে উটজ-প্রাঙ্গণে।
লাজবর্ষ গেহে গেহে, নব হর্ষ দেহে দেহে
রোমাঞ্চ ফুটায় ক্ষণে ক্ষণে।
হলুদ-কাজল-মাখা দুকুলেতে আধ' ঢাকা
কুমারে সে কোলটি উজল
উমা হাসে তব পাশে, তোমার
শিশিরাশ্রু আনন্দে উচ্ছল

শিশির

শিশির রে তুই স্বপ্ন ক্ষণিক, আঁধারসাগর-সেঁচা মাণিক,
জহুরী—নয়ন এ মোর এ মন-বণিক তোর মাধুরী-শোভায় ধনী।
তৃণ-বালার নাকের নোলক, কিরণ-বালার মুকুর-ফলক
সায়রে—কমলিনীর হাস্য-পুলক—কুমুদিনীর অশ্রু-মণি।

অরুণ-বাজির কেশর-ঝরা স্বেদকণা তুই তিতাস্ ধরা,
তমসায়—স্নানের শেষে গড়িয়ে-পড়া উষাসতীর অলক-বারি,
জাগ্‌রে শিশির আঁখির পাতায় জাগ্‌রে আমার প্রাণের গাথায়
আমার এ—কল্পনাগের হাজার মাথায় সাজা রে তুই নিধির সারি।

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে

আষাঢ়ে আদি-বাসর পুন আসিল অই ফিরিয়া,
নিবিড় ঘোর মদির মোহে দিগ্বিদিক ঘিরিয়া।
কাজল চোখে অমিয়া ঝরে সজল পাতা নমিয়া পড়ে
অতীত স্মৃতি জাগিছে ধীরে ব্যথিত চিত পীড়িয়া।

কে কোথা আজি বিরহী আছ জড়তা হ'তে জাগ'রে;
চপলা-তরী ভেসেছে হের বেদনা-শোক-সাগরে।
লে ভরিয়া ডালা যূথী-বকুলে গাঁথিয়া মালা,
অর্ঘ্য রচি স্বর্গচারী দূতের কৃপা মাগ' রে।

দরদী সে যে ঘুনিয়ে তাই ঘনায়ে আসে গোপনে,
বয়ান তার করুণা মাখা সহানুভূতি নয়নে।
ভুবনে যেন আড়াল করি নিভৃত রচি, কণ্ঠ ধরি
শুধায় তোমা কোন বারতা পাঠাবে প্রিয়া-সদনে?

বারতা তব বিরহ-দূত প্রিয়ারে তব বলিবে,
ভুব-বিদিত কূলে সে জাত কখনো নাহি ছলিবে।
দিয়াছে কবি নিদেশ যবে যুগে যুগে তা রহিতে র'বে,
বিরহ-লিপি তাহার বুকে দামিনী হ'য়ে জ্বলিবে।

হিয়ার হ্রদে প্রিয়ার মুখ-ফুটিছে কার পুলকে ?
সুধীরো শুনি উদাস মতি নামিলে মেঘ ভূলোকে।
বিরহী তরে উদাসমনা ফেলিও কৃপা-অশ্রু-কণা।
দীনা ধরারে ক'রো না ঘৃণা রহিয়া সুখ-দ্যুলোকে।

হে কবি, তুমি কল্পলোকে পাঠালে কোন্ বারতা ?
প্রতি জনমে জাতিস্মর দূতটি স্মরে সে কথা।
প্রিয়ারে প্রতিলিপিটি তার পাঠাই মোরা ভাবি না আর,
বহিয়া বুকে অমর তারে করেছে ঘন-দেবতা।

মেঘ-মসীতে লিখিল তব চপলাময়ী লেখনী,
স্মৃতি-ফলকে প্রতি পলকে গুমরে আজো সে ধ্বনি।
প্রেম-তৃষারে চাতকী-রূপ দিয়াছ মেঘে হে কবি-ভূপ,
ত্রিলোক লাগি লিখেছ কবি, একের লাগি লেখনি'।

হে কবি, তুমি, জানি না, কোন অলকা পানে চাহিয়া,
শোকেরে শ্লোকে সান্দ্র করে নৃ-লোকে গেলে গাহিয়া।
উজ্জয়িনী রাজসভার পূজ্য যিনি কি ব্যথা তাঁর ?
খুঁজেছ কোন দ্যুলোকে কূল মেঘের তরী বাহিয়া !

হে কবি, অভিশাপের কথা ব্যথিত চিতে স্মরি যে।
ইহ-জীবনে নির্ব্বাসনে কাহারে দূত বরি হে ?
অলকা-স্মৃতি ভূলোক-তীরে উদাসী করে এ প্রবাসীরে।
স্বদেশে যাব কবে যে ফিরে অকূলে কোথা তরী রে।

শরতের গান

বরিষা গতে মরাল রথে শরৎ এলো বঙ্গে,
চকোর কলবিঙ্ক অলি মকরকেতু সঙ্গে।
বরিষে লাজ লতিকা-শাখী
স্বাগত গায় চক্রবাকী,
সিনানে শুচি ধবল-রুচি বরিল ধরা রঙ্গে।
তরল পথে মরাল-রথে শরৎ এল বঙ্গে।

বন-দুহিতা অপরাজিতা করবী হলো ফুল্ল,
সিত বকের শাখায় শত বকের শিশু দুল্লো।
বাতাবি নাগরঙ্গ-বনে
পশিল চোর সঙ্গোপনে।
ফুটিল আজি কমলরাজি কান্তানন-তুল্য,
অরুণাধরে হাসিটী তার শেফালিবনে ফুল্ল।

গগনরাজ খুলেছে আজ বিরাট দানসত্র,
বিথারে শোভা শীর্ষে কিবা সিত বারিদ-ছত্র।
লহরী নাচে পাইয়া মণি,
আঙিনা হলো সোনার খনি,
বাড়ায়ে পাণি হয়েছে ধনী নিঃস্ব তরু-পত্র,
কিরণ দান-সূত্রে মণি-হিরণ-দান-সত্র।

ছাতিম ছায়ে পাতিল ঘর-করনা বন-লক্ষ্মী,
ফুটিল পায়ে থল-নলিনী জুটিল মধু-মক্ষী।

দুধের ঢেউ কাশ-কুসুমে
আল্‌তা মাখে ও-পদ চুমে'
ছন্দোহারে বন্দে তারে অযুত বনপক্ষী।
ছাতিম তলে সদল বলে জুটেছে বনলক্ষ্মী।

গর্ভভরে নীবার শালি ঢলিয়া পড়ে ক্ষেত্রে,
সরসী রস-চপলা চায় চল সফরী-নেত্রে।
নদীরা আজি অধীরা নয়,
তটের বিধি মানিয়া রয়,
নন্দী গিরি-পুলিনে বুঝি শাসিছে হেম বেত্রে,
ইক্ষু চাহে ঘোম্‌টা খুলে চক্ষু মেলে' ক্ষেত্রে।

চপলা আজি অচলা হলো সন্ধ্যা-রাগ-পুঞ্জে,
চাতক এসে অলির বেশে ফুলের দেশে গুঞ্জে।
জলের বান শুকিয়ে ব্যোমে
আলোর বান তপন-সোমে,
মেঘের রঙ লুটিয়া ভূমি শ্যামলা শত গুণ যে।
ইন্দ্রধনু কোটিধা হলো বনকুসুম-কুঞ্জে।

শরতে বারি অমল পূত মুক্তাভাতি-যুক্ত,
'ভারত'—পাঠে জনমেজয় যেন কলুষ-মুক্ত।
মদির লোল বাসনারাজি
শান্ত শুভ শাসনে আজি।
বিভুর কৃপা-বিভব ধীরে নীরবে উপভুক্ত।
গগন বন, জীবন, মন, পাবন রূপযুক্ত।

দখিনা

ওগো দখিন সমীরণ,
এসেছ ভাই, রঙ্গীন মধুর সুরভি তাই বন।
লোকে বলে গাচ্ছে পাখী পুষ্পে ভরে যাচ্ছে শাখী।
মূলের খবর কেউ রাখে কি বকায় অকারণ।

আমায় কেবা ফাঁকি দেবে কার কথা বা মানি,
বনের হৃদয়-পঞ্চতারায় বাজাও তুমিই, জানি।
ঐ বীণা-তান শাখায় জাগে মাতাল করে কানন বাগে,
পুষ্প ও নয়, রঙীন রাগে ঝঙ্কৃত স্বপন।

গমক তোমার নীড়ে নীড়ে কূজন হয়ে বাজে,
তোমার সুরই মীড়ে মীড়ে কীচক-বেণু ভাঁজে।
ছন্দ তোমার গন্ধরূপে ঘুরে বেড়ায় চুপে চুপে
সুরভি মূর্চ্ছনা তোমার মাতাল করে মন।

সুরের মধু জাগছে ফুলে জমছে চাকে চাকে,
ফিরে আবার হচ্ছে মুখর অলির ঝাঁকে ঝাঁকে।
তোমার যত রাগ রাগিণী পরশে ভাই সবই চিনি।
কাঁদায় আমায়, হাসায় আমায়, জাগায় শিহরণ।

পঞ্চশরের সখা,—বাজাও পঞ্চ-তারা বীণ,
পঞ্চমে তান তুলে গাহ নিত্যই নবীন।
গন্ধে, পরশে, রূপে, রসে সে সুর আমার মর্ম্মে পশে
পঞ্চ দুয়ার খুলে প্রাণে করছি আবাহন।

আম্র-মুকুল ছন্দোদোদুল গন্ধে মৃদুল মিঠে,
বনের তূণীর ছাপিয়ে জাগিস্ রতিপতির পিঠে।
রূপ ছেড়ে কোন্ তৃষ্ণা লয়ে তীক্ষ্ণ কুহুঃ শব্দ হ'য়ে,
আসিস্ ছুটে বিঁধিস মোদের প্রাণের গিঁঠে গিঁঠে।

আম্র-মুকুল অমৃত ফুল মদির রসের ঝোরা,
বন-বালাদের হাজার হাতে পিচকারী কি তোরা?
রাখিস বাগান রঙ্গীন ক'রে তুলিস কূজন গগন ভ'রে,
তোদের দোলে মনে প্রাণে রঙ্গীন হলাম মোরা।

রঙের মশাল, মুকুল রসাল, আছিস রসে ফুলি,
মাধবিকার আঙ্গুলে সব আতস-রঙ্গিল তূলী।
নানান রঙের চিত্র এঁকে দিলি বনের শ্যামল ঢেকে।
গগন-পটে আঁকবি বুঝি বনের স্বপনগুলি।

রসাল মুকুল, সঙ্গীতাকুল ফুলন্ত মঙ্গল,
কষায় দুকুল জয়কেতু তুই দিগন্তে উজ্জ্বল।
ভ্রমর-পাঁতির আঁখর লেখা জয়-গাথা তায় যাচ্ছে দেখা,
নবৎ বাজায় তাহার তলে বৈতালিকের দল।

রসাল মুকুল, রসরাজের পূজার আয়োজন,
ধূপশলা—নৈবেদ্য—মধুপর্ক—নিবেদন,
ভোগ আরতির বাদ্যঘটা হোমানলের শিখার ছটা,
বোধন-কলস অর্ঘ্য-বিলাস সবার সম্মিলন।

বসন্ত-বিদায়

পাংশুল হইয়া আসে কিংশুকের কুঞ্জ সুশোভন,
পাণ্ডুর, ভাণ্ডীর-চম্পা কুরুবক অশোক-কানন।
নীরক্ত, বনশ্রী নব-জাতকের প্রসূতির মত।
পিঙ্গল, কামনাবহ্নি পূর্ণাহুতি লভি ভস্মগত।
স্বপ্নের মুকুল লভে রূঢ় সত্য-ফলে পরিণতি,
'দাড়িম্বের' শাখে শাখে 'অলাবুর' লতা ফলবতী।
আজিকে চৈতালি-ক্ষেত্র ভুলি মধু উৎসব-বারতা.
শুষ্ক পত্র-পুষ্পে কহে ধরিত্রীর দগ্ধোদর-কথা।
যৌবনের বাধাহীন নৃত্য-গীতে আনন্দ-মেলায়
সহসা কি অবিবেকী গুরুজন দেখা দিল হায় ?
লাস্য-লোল চরণেরে থামাইয়া আনে লজ্জা-ভার,
মাঝখানে থেমে আসে মজলিসে বসন্ত-বাহার।
'গোলাপী' কেশর ঝরে রাখি' বৃন্তে জামরুল-গুটী,
বেলা-শেষে খেলাশেষ ছকে ছকে গড়াগড়ি ঘুঁটী।

হায়রে তিত্তিরি শুক সুর করি তত্ত্ব-কথা গায়,
পেচক তর্জ্জনে আজি স্বপ্নলোক কোথায় উড়ায়।
জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় কেরে আঁখি করে উন্মীলন ?
'চোখ গেল, চোখ গেল' বিশ্বময় উঠিল রোদন।
হৃদয়ের দান-সত্রে কে আনিল হিসাব নিকাশ ?
ছাড়িছে মালিনী-কুঞ্জ ঋষি-শাপে মর্ম্মর-নিশ্বাস।
অক্রূরের ক্রূর বাণী কে শুনা'লো তমাল-তলায় ?
বেণু-বনমালা ত্যজি নিল আজি বসন্ত বিদায়।

রূপকাত্মক *

টবের গাছ

বন্দী আমি বারেন্দাতে টবের চারা গাছ।
খাঁচায় পোষা ময়না, যেন চৌবাচ্চায় মাছ।
উজল রবি-চন্দ্রকরে নাই নীলাকাশ মাথার পরে
পাই না শিশির পাই না হাওয়া পাই না আলোর আঁচ।

মায়ের বুকের স্তন্য রসের অধিকারীই নই,
মাতৃহারা শিশুর মত দাইয়ের বুকেই রই।
বোতলভরা দুধের মত ঝারির বারি পাই যা' যত
হায় রে তাতে মায়ের দুধের তৃষ্ণা মিটে কই?

আহা যদি ঐ মাটীতে নীল আকাশের তলে,
একটুখানি জায়গা পেতাম তরুলতার দলে,
সবার সাথে অশেষ আশায়, আলো-হাওয়ার ভালোবাসায়
ফন-ফনিয়ে বেড়ে হ'তাম শোভন ফুলে ফলে।

আহা যদি ঐ কাননে একটু পেতাম ঠাঁই—
ঘন-শ্যামল হর্ষে যথা দুলছে সকল ভাই।
শাখায় শাখায় গলাগলি মনের কথা বলাবলি
কতই হতো, ভাবতে গেলে পুলকে চমকাই।

* আহরণীর বহু কবিতার বাচ্যার্থের অন্তরালে কিছু কিছু ব্যঙ্গার্থ আছে। ব্যঙ্গার্থ বাদ দিলে যে কবিতাগুলির একেবারে কোন সার্থকতাই থাকে না—সেইগুলির দুই চারিটিকে 'রূপকাত্মক' শিরোনামায় সঙ্কলনে স্থান দেওয়া হইল।

বনের পাখী শাখায় বসে' গাইত কতই গান,
কুলায় রচি করত মুখর আমার শ্যামল প্রাণ।
হয়ত কোন লতা মোরে জড়াইত বাহুর ডোরে,
মৌমাছিরা করত শাখায় মৌচাকও নির্ম্মাণ।

জানি আমি, করকাঘাত, গ্রীষ্ম দাহ খর,
শ্রাবণ-ধারা সহ্য করা কঠিন বটে বড়।
জানি আমি ঝড়ের দাপে শাখাও ভাঙে পরাণ কাঁপে
তবু সকল দুখেও স্বাধীন জীবন প্রিয়তর।

ছিঁড়ত পাতা, ভাঙ্‌ত শাখা, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
দপ্‌দপিয়ে ছুট্‌ত শোণিত আনন্দ উচ্ছ্বাসে।
ভেঙে চুরে দ্বিগুণ জোরে অটুট জীবন উঠত গ'ড়ে।
ডুব্‌ত সকল ক্ষয় বা ক্ষতি প্রচণ্ড উল্লাসে।

স্বপ্ন সবি, ও সব কথা বলে কি আর হবে?
বামন-জীবন বইতে হবে গণ্ডী-ঘেরা টবে,
বাধা পেয়ে শিকড় যথা ফিরে এসে জানায় ব্যথা।
জানি না এই টবের জীবন শেষ হবে বা কবে?

তবু আমায় হাসতে হবে নেইক পরিত্রাণ,
উৎসবে হায় করতে হবে আনন্দেরি ভাণ।
বুকের রুধির নিঙড়ে হেসে ফুল ফুটাতেও হবে শেষে,
এইজন্যই সবার চেয়ে কাতর করে প্রাণ।

গোষ্পদের জয়

দূর দিগন্তে উদিছে ইন্দু মধু-পূর্ণিমা সাঁঝে,
তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিল সিন্ধু-তড়াগ-নদীর মাঝে।
লম্ফে ঝম্ফে প্রসারিয়া বাহু সিন্ধু গরজি কয়,
"বিশাল বক্ষে পূর্ণ চন্দ্রে ধরি নিব নিশ্চয়।
ফেনিল তটিনী গরবে নাচিয়া কয় কলকল তানে,
"সুন্দরী আমি,—পূর্ণ চন্দ্রে আমি ধরি' নিব প্রাণে।"
কুমুদ ফুটায়ে মরাল ছুটায়ে তড়াগ হাসিয়া কয়,
"কেন এ দ্বন্দ্ব? পূর্ণ চন্দ্র মোর বই কারো নয়।"
উদিল ইন্দু! লজ্জিত সবে, ভাঙ্গা চাঁদ বুকে ভায়,
গোষ্পদে তার পূর্ণ বিম্ব বিস্ময়ে হেরে হায়!

ধূলি

হা ধূলি, তোমায় কেমন করিয়া নিঠুর চরণ দলি?
প্রাণহীন হয়ে তপ্ত শয়নে আজি পড়ে আছ বলি'।
আমিও ছিলাম তোমারি দোসর কত শত যুগ নীরস-ধূসর,
আজিকে না হয় মানবাত্মার অনলে উঠেছি জ্বলি'।
সে কথা স্মরিয়া, হা ধূলি, তোমায় কেমনে চরণে দলি?

আজ যাহা আছে চরণের তলে প্রাণহীন কণা অণু,
কালি তাহা পাবে নিয়ম প্রভাবে জীবনোদ্ধত তনু,
কালি যদি তুমি গজরাজ হ'য়ে রাজাধিরাজেরে গৌরবে বয়ে'
মম কঙ্কাল-চূর্ণ চরণে উড়াইয়া যাও চলি,
সে কথা স্মরিয়া, হা ধূলি, তোমায় কেমনে চরণে দলি?

মধুপের নিবেদন

মধুপেরে দিতে হবে মধু পি'তে, কণ্ঠের যদি মাধুরী চাও,
সুষমার মাঝে মধুপ-সমাজে ফুলবনে তারে রহিতে দাও।
তড়াগে ভবনে প্রান্তরে বনে কুসুম-পুঞ্জ ফুটাও তবে,
মধু চাই তার, কেন না মধুর গুঞ্জন তায় করিতে হবে।

মধু নাহি দিলে মধু কোথা পাবে? সুধাধারা কভু মিলে কি বিষে?
মধুপ-কণ্ঠ না র'লে সিক্ত শ্রবণ তোমার জুড়াবে কিসে?
মরুতে মেরুতে খনি খাতে কেবা অলি-গুঞ্জন শুনেছে কবে?
মধু চাই তার, কেন না মধুর ঝঙ্কার তায় তুলিতে হবে।

কি হবে সে ফুলে রঙীন হলেও মধু নাহি চাহে একটি কণা?
পাতাবাহারের যত শোভা থাক মধু তায় কভু মিলিবে ত না।
ঘাস-ফুলো ভালো কিসলয় চেয়ে মধু যদি অলি তাহাতে লভে।
মধু চাই তার কেন না তারে যে শ্রবণ তোমার জুড়াতে হবে।

মধু মিলে যদি গহন বনেও সেই লোভে অলি যাইবে ছুটি;
পরাগে অঙ্গ হোক পিশঙ্গ হউক অন্ধ নয়ন দুটী।
রহিবে রুদ্ধ কুসুমের কোষে কণ্টক-ক্ষত সকলি সবে,
মধু চাই তার, মধু না জুটিলে কল-মূর্চ্ছনা নীরব হবে।

তিক্ত কষায় তীক্ষ্ণ করিবে শুধু ভৃঙ্গের বিষের হুল,
মধু-ঝঙ্কার চাহ যদি তার বিশ্ব ভরিয়া ফোটাও ফুল।
মধুপ-জীবনে চির মধুমাস ক'রে দাও, মধু যোগাও সবে,
মধু চাই তার, কেন না তাহারে গুঞ্জনে মধু ঢালিতে হবে।

রথ

১

অই আসে রথ

পদাঙ্গুষ্ঠে দিয়ে ভর উৎকণ্ঠিত নারী-নর

ভরে' আছে সারা রাজপথ।

তরুণ বালক বৃদ্ধ কৃপণ দরিদ্র ঋদ্ধ

গৃহ ফেলি' দুধারে দাঁড়ায়।

প্রহরী বন্দীর সাথে, যন্ত্রী তার যন্ত্র হাতে

পশারিণী পশরা মাথায়।

শিশুরা উঠেছে কাঁধে এ উহার হাতে বাঁধে,

শত্রু মিত্র সবে গায়-গায়,

ভাণ্ডার পেটিকা খোলা ছড়ান টাকার ঝোলা

চোর তবু জুটেছে হেথায়।

এক পায়ে লাক্ষা পরি' কটিতে বসন ধরি

বাতায়নে জুটে বধূ যত,

শুনিয়া মেঘের ধ্বনি রথচক্র শব্দ গণি

বার বার ভুল করে কত।

২

অই এলো রথ।

হুড়োহুড়ি জনদলে চারিদিকে, কোলাহলে

সমবেত নিখিল জগৎ।

আগে যেতে সবে চায় কে কাহার পড়ে গায়,

নাহি খোঁজ ঠেলাঠেলিমাঝে,

কেবা ডরে সিপাহীরে? চামারো সে চলে ভিড়ে
পাশে ঠেলে ফেলে মহারাজে।
হুলুধ্বনি করে নারী লাজ বর্ষে দুই ধারই,
বাজে শাঁখ-ঢাক-ঢোল-কাঁসী,
বালক হারায়ে যায় খুঁজিয়া মিলায় তায়
ফুঁয়ে-বাজা তালপাতা-বাঁশী।
রথের দেবতাটিরে হারাইয়া ফেলে ভিড়ে
মহোৎসবে সবে মত্ত হায়,
তর্ক দ্বিধা দ্বন্দ্ব দোলে মূঢ়ানন্দ কলরোলে
প্রত্যয়েরে যেন গো হারায়।

চলে গেছে রথ
নিমেষের কোলাহলে কোন্ দিকে গেল চলে,
মিলাইল সুখ-স্বপ্নবৎ!
চক্র-চিহ্ন বুকে ধরি বক্র পথ আছে পড়ি
হাহাকার করে শূন্যতায়।
ফিরিতে আপন ঘরে মন আর নাহি সরে
ভরে হৃদি হতাশ ব্যথায়।
রথ চির গতিশীল স্থির নহে এক তিল,
এসে চলে দিগন্তের পারে,
শ্রীক্ষেত্রের শ্রীমন্দির- সম ইহা নহে স্থির,
একবারই যায় দ্বারে দ্বারে।

দুয়ারে পেয়েও মোহে ঘটা-ছটা-সমারোহে
ভুলিলাম ঠাকুরে হেরিতে,
দেখি সেই চাঁদ মুখ জুড়ানো হলো না বুক,
রথ হেরে হলো যে ফিরিতে।

কুন্দ

অতসী গাঁদা হেম-গরবে মগন সুখ স্বপনে,
দৈন্য-হিমে,—ফুল না ভুল ?—জাগিনু হেথা গোপনে।
তাদের আভা লভিয়া মম অশ্রু হলো ভূষণসম,
সকলে ক্ষম সাহস মম, বরিতে ঋতুরাজেরে
পুষ্পময় শুভ্র লাজ আমি এ বন মাঝে রে।

বাণীরে সঁপি বরণ মম লভিনু যাহা তুষারে,
অলিরে সঁপি মাধুরীটুকু পরাগ সঁপি উষারে।
ফুটায়ে প্রিয়া-দন্ত-রুচি কবিরে সঁপি হর্ষ শুচি,
রবিরে সঁপি নীহারটুকু সুরভি করি পরশে।
পল্লী-রমা-কেশে বরিব মরণ শেষে হরষে।

ফুটেছি আমি, কচি কুঁড়িতে হয়নি মোরে ঝরিতে,
তুচ্ছ হোক্—সবিত মোর পেয়েছি দান করিতে।
এ সুখময় সার্থকতা গর্ব্বে স্মরি ! কিসের ব্যথা ?
আদর প্রীতি ? উপরি-পাওয়া না মেলে যদি কি ক্ষতি ?
ফোটার সুখে বেদনা তৃষা লভেছে সবি তৃপতি।

বঙ্গভূমি

নমি শ্যামা মৃগাজিন-বসনা ।
কূজন-গুঞ্জ-কল-ভাষণা ।
মঠে মঠে পূজা তব তটে তটে বৈভব,
দেশে দেশে তব যশোঘোষণা ॥

ঘনবট-সুশীতলা, নবঘন-কুন্তলা,
সরসিজবিলোচনা, স্ফুটনীপকুণ্ডলা,
উশীরানুচর্চ্চিতা ধূপদীপে অর্চ্চিতা—
কুন্দকোরকচারুদশনা ॥

[illegible] তব খনিভরা, তনুভরা বনভূষা ;
শ্রিতফণিমণিমালা, ধৃতহেমমঞ্জুষা ;
গিরিবন্ধুরদেহা বেতসকুঞ্জগেহা,
বিরচিতমীনযূথ-রশনা ।

হ্রদনদগদ্‌গদ্‌-মধুনাদবন্দিতা,
চমরীবীজিতকায়া মৃগমদগন্ধিতা,
সিন্ধুদোলনধৃতা, সুরধুনী-ধারাপূতা,
তুষার-সুশীত-সিতহসনা ॥

মঙ্গললক্ষ্মী

(মালিনীছন্দে)

নমি সুরনরবন্দ্যা, নন্দিতা কাব্যকুঞ্জে,
নব নব মধুছন্দে, মণ্ডিতা অর্ঘ্যপুঞ্জে,
শুভ বর তব হস্তে, দৃষ্টিতে দুগ্ধকুল্যা,
চরণ-নলিন-গন্ধে মুগ্ধ এ মর্ম্ম-মক্ষী।

সুতগণ তব অঙ্কে তুষ্ট মা স্তন্য অন্নে,
পুরজনপদ রঙ্গে পুষ্ট মা স্বর্ণপণ্যে।
রহ তবু অতি খিন্না দুঃখিনী দৈন্যপিষ্টা,
নহ তুমি সতি ঘৃণ্যা চৌদিকে দৈবরক্ষী।

শতশত মঠ-চৈত্যে মন্দিরে শঙ্খঘণ্টা,
বিগলিত মধুচিত্তে ভারতী মুক্তকণ্ঠা,
কমল-কুমুদ-মল্লী-মালিকা দিব্যবক্ষে,
মুখরিত রসবল্লী, কৌতুকী লক্ষ পক্ষী।
জয় জয় নমি মাতঃ ভারতী ক্ষেমলক্ষ্মী॥ (ধ্রু)

সুন্দর

ওগো—সুন্দর, তব মন্দিরে মোরে কর কৃপা করে' পূজারী।
ঢালি পায় তব জীবনের সব অর্ঘ্যবিভব উজাড়ি॥
দাও এ কণ্ঠে মন্দার মধু-রসতরঙ্গ, সুন্দর বঁধু,
তোমারি নান্দী পরমানন্দে—নবীন ছন্দে প্রচারি।

তোমার আসন-বসন-ভূষণ চিন্তামণিতে খচিব,
মনোদীপ জ্বালি সারারাতি থালি আরতি-দেয়ালী রচিব।

বনদেবীদের কবরীভূষণ কুসুমগুলিরে করিয়া চয়ন,
ভরি আনি ডালা গাঁথি দিব মালা ওগো ফুলদোলাবিহারী ॥

দিবস-রাত্রি জুটিবে যাত্রী আমারি শঙ্খ-বাদনে,
সবার অর্ঘ্য নিজ হাতে তুলি দিব অঞ্জলি চরণে—
শ্রী-বেদমন্ত্রে দীক্ষা আমার দাও সুন্দর, ভিক্ষা আমার—
পদতলে রব আমি শুধু তব সেবাগৌরব-ভিখারী।

আমন্ত্রণী

এসগো—শ্যাম বনমা-লী কাননে অলক দুলায়ে।
হেথা যে—দোল লেগেছে খোল বেজেছে পাখীর কুলায়ে।
কুহুর ঐ—পিচকারিতে রঙ-ঝরণা পিকপতি ছুটায়।
সহকার—লাল পরাগের ফাগ ছুড়িছে মঞ্জরী-মুঠায়।
সারিকা—নটকোনাতে ফটফটিয়ে কুমকুমি ফুটায়।
মহুয়া—ভার নিয়েছে চোখ রাঙাবার নেশায় ঢুলায়ে ॥

মধুতে—রঙ গুলে মৌ-বন রেখেছে অশোক শিমূলে,
চাঁচরের—আঙ্‌রা গুলো ভোমরা হয়ে কিংশুকে বুলে,
দখিনা—হিন্দোলাতে দোল হানে বন-বালারা দুলে,
হরিণী—কস্তুরী-বাসে দেবে গোঠ-গোধন ভুলায়ে ॥

যশোদা—মায় ছেড়ে হে-থায় আসিতে ভয় কি নীলমণি?
মাধবী—চুম দিয়ে খাওয়াবে বঁধু ফুলমধা ননী।
শিখীরা—ঘাম পেলে ঢু-লাবে গায়ে পাখার ব্যজনী,
শাখীরা—ঘুম পেলে ঘুমঘোর ঘনাবে আঙুল বুলায়ে ॥

মধুমাসে

সেথা—কি সুখে রয়েছ বঁধু আজিকে দূরে ?
হেথা—মধুমাস এলো ফিরে গোকুল জুড়ে,
হেথা—চল আবেশে নব—মলয়া এসে
তব—বেণুর কুহরগুলি খুঁজিয়া ঘুরে ॥

পুন—পিয়ালতলায় মৃগ এসেছে ফিরে,
শুন—দোয়েল ফিরেছে তার তমালনীড়ে।
শুক—শারিকা দুহুঁ কেন—কূজিছে মুহু ?
বনে—কোয়েল কুহরে কুহু করুণস্বরে ॥

ঐ—পাপিয়া ফুকারে ‘পিউ কাঁহারে’ বলি’
কারে—বনে বনে গুঞ্জনে খুঁজিছে অলি ?
হায়—ফিরিয়া স্মর হলো—হতাশ বড়,
কোথা—লীলাসাথী পাতিপাতি কাননে ঢুঁড়ে ॥

নব—পলাশ বিলসি পুন আলসে ঢুলে,
রাঙা—অশোক সশোক বুকে ঝরিছে মূলে,
নব—বকুলদলে মধু—মদিরা জ্বলে,
চূত—মুকুলে পরাগ অলি-নিশাসে উড়ে ॥

হায়—আজি মধুমাসে বুঝি বরষা এলো,
তার—গোকুল অকালমেঘে ছেয়ে যে গেল।
রাঙা—ঐ আঁখির পুটে মুহু—বিজুরী ছুটে,
কালো—কাজর গলিয়া লোর অঝোরে ঝুরে ॥

সেত—নামে মধুপুরী, সেথা কোথায় মধু ?
আজি—পূরা মধুপুরী ব্রজ হয়েছে বঁধু।
তবু—সেথায় রবে ? মোরা—বুঝিব তবে
নব—কংস হয়েছ কাল মথুরা-পুরে ॥

পল্লীব্রজ

গ্রামের ঐ,—প্রান্তঘেরা বনটি আজি কেন আমার মনটি হরে ?
অদূরের,—কুম্ভভরণ-মুখর নদী নীল যমুনার রূপটি ধরে ॥
বাগানের,—বাবলা-শিরীষ-নিম-সজিনা,
তমালের—মতন দেখায়, যায় না চিনা।
ওপারে,—কাশের বনে দধির নদী, গোকুল আমার মনে পড়ে ॥

ও কি ও,—ঝিল্লী ?—না—না; ঝুমুরঝুমুর ঘুঙুর বাজে—
কি শুনি ?—শুকসারী কি কইছে কথা বনের মাঝে ?
সাদামেঘ,—যায় না চেনা আজকে দেখে,
ধেনুরা,—নামছে যেন পাহাড় থেকে,
আজিকে,—কীচকবনের উতল হাওয়া পাগল করে রেণুর স্বরে ॥

ফুলে ঐ,—নুইয়ে পড়ে কৃষ্ণচূড়ার উজল শাখা,
দেখা যায়,—উহার তলে কা'র যেন পা'র আলতা-আঁকা,
কোঁকড়া,—চুলে গোঁজা-সন্ধ্যামণি,
কোমরে—গামছা বাঁধা, ঐ পাচনি,
রাখালের,—বেশটি মোহন বাঁকা চলন আজি আমায় উদাস করে

অকূলে পাড়ি

তরী মোর কূলে বাঁধা দেবতা তুফান আনো ;
এ কূলের বাঁধন কাটো অকূলের পানে টানো।
চড়া সব ডোবাও জলে মরা গাঙ ভরাও ঢলে ;
গগনে আঁধার করো সঘনে তড়িৎ হানো ॥
আমার এই শীর্ণ পা'লে কর দেব পীনায়ত ;
অলস এই জীর্ণ দাঁড়ে কর আজ বলোদ্ধত।
পাথারে গাইব সারি, অকূলে দিব পাড়ি,
কোথা যে ভিড়্‌বে তরী সে কথা তুমিই জানো ॥

বাউল বাতাস

আজ ফাগুনে বাউল বাতাস বেণুর বনে বাজায় বাঁশী।
ও তার—ঝাঁকড়া চুলে ঠিক্‌রে পড়ে কৃষ্ণচূড়া রাশিরাশি ॥
খোলা মাঠের তলাট ভরি গোঠের পথে ধূলোট করি
বেবাক উলোট পালট করে, গোধন হারায় অবাক চাষী ॥
বাউল বাতাস হয়েছে আজ মউলবনে মাতোয়ালা,
আম-বৌলের বৌলি কাণে গলায় দোলে অশোকমালা।
ঐ হের তার পাগল নাচে, আটকে গেল পলাশগাছে,
গেরুয়া আলখাল্লাখানি বন-বাগানে ছুটল হাসি ॥
পানকৌড়ি ডুব দিয়ে ঐ ডুবকি বাজায় তালে তালে
গাবগুবাগুব বাজায় ঘুঘু রঙীন গাবের ডালে ডালে।
চরণে তার হাজার ভ্রমর, ঘুঙুর বাজায় ঝমর-ঝমর,
উদাসবিভোর পরাণ আমার চায় হ'তে তার সেবাদাসী ॥

গীত-ময়ী

হয়ত আমার নাম হারায়ে আমার গীতি যত,
তোমার মহিমাতেই হবে নিখিলে সম্মত ॥
খালী ক'রে আমার এ বুক তোমায় দিয়ে অমৃতটুক,
মধুহারা ফুলের মতন পড়বে ঝরে স্বতঃ ॥
তোমায় অমর করবে আমার গোত্রহারা গীতি,
সেই গরবেই তোমার কথা গাচ্ছি আমি নিতি।
কবি-বঁধুর নাম না রবে, গীতময়ী অমর হবে,
কথক্কারা উপকথার রাজদুলালীর মত ॥

বিরহ

বিরহেরে বিরোধী ঘোর কেমন ক'রে বল্‌ব ওরে,
প্রণয়ে সে বন্দী রাখে, বাঁধে নতুন নতুন ডোরে ॥
পরিণয়ের প্রফুল্লতা হারায়নাক জীবনলতা
নতুন নতুন গ্রন্থিতে সে ফুটায় কুসুম জোড়ে জোড়ে ॥
দুটী ধারার মধ্যে পাষাণ যৌবনের এই গিরির গায়ে,
দূরে দূরে ঘুরায় বটে দেবদারু-শালবনের ছায়ে,
ঘুচিয়ে দিয়ে উপলব্যথা পাগ্‌লা ঝোরার উদ্দামতা,
কস্তুরীময় মনঃশিলায় মিলায় আবার নতুন ক'রে ॥
দিনের ক্ষুধা রাতের সুধায় করে যেমন রোচন স্বাদু,
সুপ্ত প্রেমে তেম্নি মাতায় ব্যবধানের মোহন যাদু।
প্রেমের ঝিঁঝির মর্ম্মজ্বালায় গড়া,—তাহার কর্ম্মশালায়,
গাঁথছে সে যে নর্ম্মমালায় মিলনফুলে সূঁচের ফোঁড়ে ॥

কাজরী

(১)

বায়ূ বহে পুববৈঞা আজিলো বায়ু বহে পুরবৈঁয়া,
স্নায়ুভরে স্মরবহ্নিশরে ত্বরা আয়ু হবে মোর সৈঁয়া ॥
দেয়া ডাকে সখি গম্ভীর মন্দ্রে, মর্ম্মে না অম্বরে বাজে ?
বজ্র হয়ে শ্যামকান্ত-বিরহ জ্বলে শ্যামকান্তি ঘন মাঝে।
অন্তরে বাহিরে বর্ষা এলো, আঁখি নীদ গলায়ে নীর ঢালে,
চন্দ্রতারা রবি মগ্ন মেঘে সবি মোরি দুঃখে দুখী হৈয়া ॥
কান্ত দূরে ঋজু পন্থা পেয়ে কু-তান্ত ধরেছে এ কেশে,
মল্লীজাতী যূথী রঙ্গভরে মোরে ব্যঙ্গ করে সখি হেসে,
নীপবনে জ্বলে লক্ষ শিখা চিতা মোরি জন্য বুঝি জ্বালে,
স্নানপথে ফিরে আসিব না চলি কাঁথে গাগরীটি লৈয়া ॥

(২)

শোভন গহনে ঘন হরিৎ ঘটা ত্বরা বনে এস সই ॥
সঘন গগনে হেন তড়িৎ ছটা মোরা কোণে কেন রই ?
কি কথা শুনাল দেয়া নীপের কাণে সে যে—শিহরে শাখে,
রজনীগন্ধা কেয়া গন্ধ হানে অলি—বিহরে ঝাঁকে,
বুলবুল কূজে মুহু গুলবাগানে শিখী—ডাহুক ডাকে,
ষোল সাজে সেজে এস বনের পানে,—নাচ তাথৈ তাথৈ ॥

কবরী দুলায়ে এস ঘাঘরা পরি, এস—গাগরী কাঁখে,
মঞ্জীর-রবে সারা নগরী ভরি এস—নোলক নাকে,
বরষা চলিয়া যায়, এসেছে তরী, ফিরে—পাইবে তাকে,
ফিরিবে না যৌবন বিশ-বছরী তুমি— কাঁদ না যতই।

প্রেমের গান

আমাদের—দোঁহার প্রেমের দুই পাখাতে ভর করে' গান
ছুট্‌লো দেশে দেশে,
বলাকা—শ্রেণীর মত মাল্য রচি নীল আকাশে
চল্‌লো ভেসে ভেসে।
চমকি – পল্লীবধূ ঘাটের পথে কল্‌সী কাঁখে,
থমকি—তুল্‌বে গ্রীবা চাইবে কিবা উদাস আঁখে।
নাগরী – হর্ম্ম্যচূড়ে নাগর প্রিয়ে নর্ম্মভরে
দেখাবে তায় হেসে॥

সহসা—তরুণ পথিক তাদের হেরে উদাস প্রাণে
যাত্রা যাবে ভুলে,
মাঝিরা – দেখবে অবাক, ঠেকবে তাদের অলস দাঁড়ের
নৌকা গিয়ে কূলে।
ইহারা—বাসর ঘরের বাতায়নের আশে পাশে,
সারারাত – করবে কূজন, শুনবে দুজন রসোল্লাসে,
আঙিনায় – রচবে কুলায় তুলসীতলায়, বধূ-সভায়
বসবে ঘেঁষে ঘেঁষে॥

এ গানে—সুবর্ণেরে পায়ে ঠেলে সুবর্ণারেই
বাস্‌বে সবাই ভালো,
ইহারা—বিরহিণীর জীবন-নিশায় আনবে উষা
ঢাল্‌বে আশার আলো।

ইহারা—উড়ে উড়ে বস্‌বে অনেক হৃদয় জুড়ে,
এ গানে—মানিনীদের মান অভিমান যাবে দূরে।
এরা সব—পাখার হাওয়ায় উড়িয়ে বাধা তরুণ জগৎ
জিনবে অবশেষে॥

পল্লী-গীতি

দাঁড়াও দাঁড়াও ওগো দখিনপাড়ার রূপসী,
নেকনজরে আমার ঘরে হও লো প্রেয়সী।
দিব শাড়ী শান্তিপুরে   গামছা দেব রঙীন সুরে,
জল আনিতে দেব তোমায় পিতল কলসী।
ফিতে কাঁকুই দেব তোমায় খোঁপা বাঁধিতে,
দেব নতুন তাতারসি পায়স রাঁধিতে।
পৈছা শাঁখা দেব হাতে   রাখ্‌ব তোমায় দুধে ভাতে,
না হয় নিজে বাদলা রাতে থেকে উপোষী।
দেবনাক মাজতে বাসন গোয়াল কাড়িতে,
ঢেঁকী জাঁতা চালুন পাবে নিজের বাড়ীতে।
কর্‌তে আমোদ রসিকতা   কইতে পাড়ায় মনের কথা
অনেক পাবে রসবতী সমান-বয়সী।
হাঁটতে পাছে কাদা লাগে আল্‌তাপরা পায়,
আষাঢ় মাসে ঝামা পেতে দেব আঙিনায়।
নতুন-ছাওয়া আমার ঘরে   নতুন-বোনা মাদুর 'পরে,
এসো তোমায় পূজ্‌ব দিয়ে দূর্ব্বো তুলসী।

বিদায়াশ্রু

বিধুমুখি সখি একি একি দেখি কপোলে গড়াল চোখের জল,
গলিল যে হিয়া কোথা গেল প্রিয়া এত গরবের বুকের বল ?
বলেছিলে সখি বিদায়ের ক্ষণে
রহিবে অটল দেহে, প্রাণে, মনে,
হাসিমুখে হায় হানিবে বিদায়, এবে হেরি সব মুখের ছল।
বড় ছিল ভয় বিদায়-সময় শুষ্ক ও আঁখি হেরিতে হবে,
সারাপথ মম, ধূধূ মরুসম মৃগতৃষ্ণায় জ্বলিতে রবে।
আহা সখি আঁখি মুছনা মুছনা.
শুচি শোচনার ও শুভ সূচনা,
বয়ানে ঢলেছে, নয়ানে ফলেছে প্রেম-মিলনের সুখের ফল।

নৈরাশ্যে

মালা গেঁথে আর কি হবে বলোনা মালিকা-বিলাস হয়েছে শেষ ;
কি হবে টানায়ে ফুলের দোলনা নিয়ে এস সখি যোগিনী-বেশ।
ছিঁড়ে ফেলে দাও লীলাশতদল দ্রাক্ষার বনে জ্বালাও অনল,
মল্লীকুঞ্জে চালাও কুঠার রেখনাক তার সুষমালেশ।

পিঁজর দুয়ার দাও খুলে দাও উড়ে যাক মোর ময়না-শুক,
প্রিয় বঁধু মোর হলো অকরুণ কুসুমশয়নে সয়না সুখ।
খুলে লও সখি হেম আভরণ ধুয়ে দাও মোর রাঙান চরণ,
মুছে দাও রাঙা ঠোঁটের বরণ, মুড়াইয়া দাও মাথার কেশ।

জীর্ণদেউলে

দীনদেউলের হে দেবদয়িত, আমি হব চির সেবিকা তব,
তব বেদিকার ধূলিমলাভার মাথার চিকুরে মুছিয়া লব।
দীনের ছদ্মে রয়েছ গোপন
সে কথা আমি যে জেনেছি স্বপনে,
সারানিশি ভাঙাদেউল-সোপানে আঁচল বিছায়ে শুইয়া রব।
নাহি ও দেউলে ভাস্করকলা, জ্বলেনা শীর্ষে কনকচূড়া,
অশথের মূল বেড়িয়া বেড়িয়া তোরণস্তম্ভ করেছে গুঁড়া।
আসিনিক আমি দেউলে পূজিতে
এসেছি দেবতা তোমারে খুঁজিতে,
করিব প্রাণের অর্ঘ্যরাজিতে জীবন-দেউল পুনর্ণব।

বিরহে

মিলনে তোমার পাইনি যা সখি বিরহে তাহাঁর সকলি পাই,
আজি সখি তুমি জুড়ে বসে' আছ মম মানসের নিখিল ঠাঁই।
আজ তুমি সখি নহ অকরুণ
আঁখিযুগ আজ নহে রোষারুণ,
আজি নহ তুমি মানিনী ভামিনী আজিকে নয়নে ভ্রূকুটী নাই।
আজি নহ তুমি মনের বাহিরে মানসবৃন্তে রয়েছ ফুটি,
প্রেমদেবতার সেবা-অপরাধে করনাক আজ হাজার ত্রুটি।
শিশিরসিক্ত নয়নোৎপল,
করুণায় আজ করে ছলছল,
আজিকে তোমার প্রতিবিন্দুটি আমার জীবনে পেয়েছি তাই।

দিন ফুরালে

এ দিন যদি ফুরিয়ে যায় আঁধার আসে ঘিরে,
চিন্তা কিসের ? গগন ছেড়ে ফির্‌ব তখন নীড়ে।
মিলিয়ে যাবে রূপের ভুবন, প্রসার পাবে রসের জীবন
করবে পরশ সরস তখন রূপের স্মৃতিটিরে।
তোমার ভূষণ বেশ প্রসাধন লাগ্‌বে না আর কাজে,
তনু ছেড়ে লোভন শোভা জাগ্‌বে মনের মাঝে।
কাঁদবনা'ক পদ্ম-শোকে ফুটবে কুমুদ চন্দ্রালোকে,
নিবিড় হবে বাহুর বাঁধন স্বপ্নসায়র তীরে।

দুঃসময়ে

কাঙাল হ'লে, কুটীরতলে আরও হব কাছাকাছি,
সোনার মালা নাইবা জুটুক, জুটবে ত ফুলমালাগাছি।
না পাই যদি পায়সপিঠে শাকভাতই মোর লাগ্‌বে মিঠে,
ভাব্‌না কিসের ? আছে তোমার অধরপুটে সুধার চাঁচি।
দেহে যদি না রয় ও রূপ, মনে তা ত' রবেই র'বে,
প্রেম যদি রয়, পিঞ্জরে তার যৌবনেরেও রইতে হবে।
স্বাস্থ্য যদি না রয় সাথী, তোমায় পা'ব দিবসরাতি,
উঠ্‌ব বেঁচে তোমার প্রেমে যত্নে সেবায়, যদিই বাঁচি।
যশ যদি যায়, সহস্রগুণ গাইবে তুমি পুরাণো যশ,
দৃষ্টি গেলে, স্পর্শগোচর দ্বিগুণ হবে আমারই বশ।
অটল যখন মোদের এ প্রেম, যায় যাবে যাক্‌ রূপযশোহেম,
অদৃষ্টেরে কশায় শাসি', তেম্‌নি র'ব যেমন আছি।

হৃৎপদ্মে

এই দেহটির পরে অত কর'না সই কর্মোনা নির্ভর,
মরদেহের বালাই কত আজ সে তরুণ কাল সে যে জর্জ্জর।
এই দেহটির ফুল-শয়নে হাজার কীটই রয় গোপনে,
কত কাঁটাই গুপ্ত আছে, অনেক আঠাই ঝর্‌ছে নিরন্তর।
তা' ছাড়া এই ফুলশয়নের এ ফুল তাজা রইবে কতদিন?
কতক হবে বিদলিত কতক হবে শুক্‌নো রসহীন।
পাপ্‌ড়িগুলি যাবে ঝরে' ভরবে এ শির মালার ডোরে,'
গন্ধবিহীন রেণুর ধূলায় ধূসর হবে কনক-কলেবর।
তার চেয়ে এই মানস-সরের শতদলে আসন রচ্য় রাণি;
প্রেমের কলতরঙ্গেরা নাচাইবে তোমার আসনখানি।
এ যে সজীব তারুণ্যময় কীট বা কাঁটার নেই কোন' ভয়,
দেহের শয়ন ত্যেজে সখি, বিরাজ কর' হৃদয়-সরোজ' পর।

জপ

জ্ঞানে ধ্যানে তপে ফুলচন্দনে অনেক হয়েছে বন্দিত
শুধু নাম জপে মম মনে মনে হও হে বন্ধু নন্দিত।
ঋতুনেমি-রাশিচক্র অয়নে
ব্যোমে ব্যোমে সোমে তারকা তপনে
তব জপমালা ক্রমাবর্ত্তনে নিখিল বিশ্বে নন্দিত।

থেমে যাক যত শঙ্খ, ঘণ্টা, ঢক্কা, ডঙ্কা, ঝঞ্ঝনা,
থেমে যাক যত তর্ক-দ্বন্দ্ব তত্ত্ব-বিচার-জল্পনা,

গন্ধপরশে রসে রূপে রূপে,
তব নাম জপি শুধু চুপে চুপে,
উশীর-কুসুম-ধূপে ধূপে ধূপে হোক জপ-মালা গন্ধিত।
শুধু তব নাম জপি অবিরাম নিশিদিন প্রাণমন ভরি,
কণ্ঠের বাণী লুণ্ঠন কর সঙ্গীত সহ সংহরি'।
করুক শুষ্ক বীজের আঘাত,
গীতি-মন্ত্রিত সন্ধ্যাপ্রভাত,
অমৃত ভূমায় ডুবাক আমায় প্রেমরস-নিঃস্যন্দিত॥

সন্ধ্যাকালী

আজ বরষার দিবসশেষে তোমার পূজা সন্ধ্যাকালী,
শ্মশান্ করে আরতি তায় উল্কামুখীর দেউটি জ্বালি।
অঞ্জলি দেয় আলেয়াতে, নৃ-কঙ্কালে মাল্য গাঁথে,
চিতায় চিতায় হোম করে সে মজ্জাবসার আজ্য ঢালি।

বিদ্যুতেরি খড়্গাঘাতে পশ্চিমাকাশ-যূপাঙ্গনে
কালো মেঘের মেষমহিষের রক্ত ছুটে প্রস্রবণে।
তুলছে তমাল-ঝাউয়ের চামর তুলছে সমীর ভুমুল ডামর,
কল্পিত ঐ নীপযূথীতে শ্বেতাব্জে নৈবেদ্যথালি।

খদ্যোতেরা ধূপ জ্বালে ঐ লাল-করবী জবার শাখে,
দাদুরী দেয় হুলুধ্বনি ঢাক বাজে ঐ মেঘের ডাকে।
বিল্ববনে ঝিল্লী-নিকর বাজায় পূজার কাঁসর ঝাঁঝর,
অট্টহাসে পট্টবাসে নদ-নদী দেয় করতালি।

বিদ্রোহী

তুমি যা গড়বে প্রভু ভাঙ্‌ব আমি ভাঙ্‌বে যা, তা গড়ব হে।
তুমি যা করবে খালী যা-খুসীতে ভর্‌ব তারে ভর্‌ব হে।
যে পথে বল্‌বে যেতে যাব কি সেই পথেতে ?
কখনো শুন্‌বনাক নিষেধ-মানা উল্টা পথই ধর্‌ব হে॥

জানি হে তোমার ধারা নিরীহ সুবোধ যারা
তাদেরে—দাওনা ধরা ভোগাও শুধু
ঘোরাও ক'রে ছন্নছাড়া।
আমারে বোঝাও যত, আমি নই অবোধ তত,
যাব না ঘুরের পথে সোজা পথেই বোঝাপড়া কর্‌ব হে॥

আমার যে সয়না দেরী অসহ প্রায়ের বেড়ী,
বাড়ায় যে—অধীরতা অবিরত
মুক্তিলোকের বিজয়-ভেরী।
ওগো-ও বজ্রপাণি তোমারে আন্‌ব টানি,
ভেবেছি রিক্তহাতে তোমার সাথে বোঝাপড়া করব হে॥

যাবে যে বেজায় ক্ষেপে আমারে ধর্‌বে চেপে
দুহাতের—বাঁধন দিয়ে করবে পীড়ন
ভয় ভরসায় মরব কেঁপে।
তখনি ঐ সুযোগ পেয়ে আনন্দে গেয়ে গেয়ে
মরিয়া জিন্‌ব তোমায়, চরণ-ধূলায় সগৌরবেই মরব হে॥

অপূর্ব্ব আগমনী

দোলায় চড়ে' আয় জননি রোদনে তোর বোধন বাজে,
অট্টহাসির কোলাহলে আয় এ ভীষণ শ্মশানমাঝে।
শ্মশান ভালবাসিস্ বলি' করলি এ দেশ শ্মশানস্থলী
মানুষ কোথায়? কুকুরশৃগাল পিশাচবেতাল হেথায় রাজে॥

মড়ার কাঁথায় আসন রচি, ভাঙ্গা কলস নেচে বাজাই,
গাঁথি মহাশঙ্খমালা করোটিতেই সাজাই।
শ্মশানভরা শবের পরি রুদ্রাণী তোর বরণ করি,
আয় মা তারা মহাকালী আয় মা শবাসনার সাজে।

অসময়ে

আজি—শারদপ্রভাতে কোরকসভাতে করুণ পূরবী ধরিলে কে?
কিশোর আশার কল-উল্লাস একটি নিমিষে হরিলে কে?
না ভরিতে শুভবোধনগাগরী কে বাজালে আহা বিজয়াবাঁশরী?
ঝলসি লুলিত নবপত্রিকা, হেন অঘটন করিলে কে?

তরুণ প্রেমের বাসর-সভায় গীতগোবিন্দ থামাইয়া হায়
বজ্রকণ্ঠে প্রস্তাটিকায় মোহমুদ্গর পড়িলে কে?
ভাসায়ে গোকুল অকুলসাগরে কেবা দিলে ডাক মথুরানগরে?
প্রমোদকুঞ্জ রতিবিলাপের শোকসঙ্গীতে ভরিলে কে?

গানের বাণী

এ গান আমার নিজের বলি জানাই এবং জানি।
একটু ভেবে দেখ্‌লে ঘুচে সকল অভিমানই॥
মোদের দোঁহের মিলেই প্রিয়া এ সুর উঠে ঝঙ্কারিয়া
মৌনী হ'লেও বেশীর ভাগই তোমার গাওয়াই রাণী।

আঙুল আমার, তুমিই প্রিয়ে একতারাটির তার।
তটের বাঁধন তুমিই,—আমি তরঙ্গ গঙ্গার।
বংশী তুমি হে সুন্দরি, আমি সমীর, রন্ধ্র ভরি।
আমি যে সুরছন্দ কেবল তুমিই আমার বাণী॥

দেহ ও আত্মা

দেহটারে ভালবাসিতে না পারো, নাহিক ক্ষতি।
দেহাহিতে ভালবাসিতেই হবে ওগো ও সতি।
পুরাজনমের পাপ-অর্জ্জিত
এই দেহখানা রূপবর্জ্জিত
মৃণালের মত তাই হলো তার পঙ্কে গতি।

আত্মা আমার রাঙা ঢল ঢল সরোজসম,
মধু-সৌরভে গৌরবে তব চরণরম।
শত দলে সেযে রহিবে আঁকড়ি
কেমনে তাহায় যাবে পরিহরি
অনাদরে তারে কেমনে ঠেলিবে, সরস্বতি?

আসল পাওয়া

সব চেয়ে মোর আসল তারেই পাওয়া
এই অসীম মাঝে তার চাহনিই ধ্রুব-তারার চাওয়া।
মিলনে পাই সুখের মাঝে বিরহে সে ব্যথায় বাজে
ঘুমের ঘোরে আরো আপন সোণার স্বপনছাওয়া।

দূর অতীতের স্মৃতির রাঙা কমল পরে সে,
ভবিষ্যতের ভীতির মাঝে আঁকড়ে ধরে সে।
যুগেযুগে তপ আচরণ তারেই বরে করতে বরণ,
জন্মে জন্মে তাহার পরেই অটল দাবি দাওয়া।

সোনার চাঁদের হাটে তাহার তাহারে পাই ফিরে,
এক চাঁদেরে বহুধা পাই—জীবনধারার নীরে।
যত-সেবা-গৃহশ্রীতে সংসারে তায় পাই প্রীতিতে
তারে পাওয়ার কথাই গীতে ছন্দে আমার গাওয়া।

নিশ্বাসে পাই স্পর্শনে পাই তাই তাহারে প্রাণে
কায়মনোবাক ধেয়ানে পাই পাই তাহারে প্রাণে।
ভেলার মত পাই সাঁতারে, তারেই অপার শোক-পাথারে
ওপার হতে পাওয়ায় তারে এপার-ছোঁয়া হাওয়া।

ভাষান্তরী

শিবসঙ্কল্প

ওগো প্রবুদ্ধ মানস আমার অমৃতের সন্ধানে
সব সীমা বাধা লঙ্ঘন করি যাও অসীমের পানে।
দিব্যধামের অধিবাসী তুমি সকল জ্যোতির জ্যোতি,
দেশকালাতীত ওগো মন হও কল্যাণ-ব্রতে ব্রতী।
তুমি প্রজ্ঞান, দৈব-চেতনা, তুমি ধৃতি, তুমি প্রাণ,
চির অরাধ্য দৈবত, তুমি ভাস্বর দ্যুতিমান।
সব অনুভূতি চিন্তারে দাও সাধনায় পরিণতি,
সত্য-প্রেরণা-উৎস হে মন হও কল্যাণ-ব্রতী।
হে অমৃত মন তোমার অমৃতে প্রাণবান নন্দিত,
ভূত-ভবিষ্য বিশ্বভুবন জাগ্রত নিয়মিত,
হোম-হুতি-হোতা তোমারি সৃষ্টি, নাশ' তুমি ক্ষয়ক্ষতি,
বিশ্বস্রষ্টা ত্রিলোকদ্রষ্টা, হও কল্যাণ-ব্রতী।
রথনাভি হতে অরার মতন চারিদিকে প্রসারিত,
ঋক যজু সাম বেদসংহিতা তোমা হতে নিঃসৃত,
তোমাতে নিহিত মানবাত্মার সব জ্ঞান-সংহতি,
বেদ-বেদান্ত-প্রতিষ্ঠাভূমি হও-কল্যাণ ব্রতী।
নিত্য নবীন হে অজর মন ধীর সারথির মত,
বল্গিত করি বিশ্বধারারে রাখিয়াছ সংযত,
তুমি লঘিষ্ঠ বিশ্বভুবনে অবারিত তব গতি,
বেগবত্তম হও মন মম কল্যাণ-ব্রতে ব্রতী।

শুক্লযজুর্বেদ

সীতার প্রতি রাম

কুন্দকোরক-দন্তে শোভন সুন্দর মুখখানি,
যেন বা মূর্ত্ত পরমোৎসব বর্ত্তুল পীন পাণি,
কণ্ঠে আমার যেন তা চন্দ্রকান্তমণির হার,
তব মুখেন্দু-মরীচিতে স্বেদ-বিন্দু-বিলাস যার।
বাণী তব, ম্লান জীব-রাজীবের বিকাসিকা, অবিরাম
শ্রুতিমণ্ডলে বীণাপাণি হ'য়ে তুলে মঙ্গল-সাম।
অর্পণ করি ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণ মধুরস,
অবসাদহত চিত্তে সতত রসায়নে করে বশ।
তোমারি দৃষ্টি দুগ্ধের হ্রদে নিত্য করাও স্নান,
করিয়া রাজীব-কুট্মলনিভ প্রণামাঞ্জলি দান।
নয়নে জ্যোৎস্না, কমলশূন্যা কমলা আমার গেহে,
জীবনের সার, হৃদয় আমার মূর্ত্ত দ্বিতীয় দেহে।
বর্ষোপলের মতন শীতল চারু অঙ্গুলি তব,
যেন ঘনসারসিত সুকুমার লবলীকন্দ নব।

পরশ তোমার মূর্ত্তপ্রসাদ, সব তাপ হরে মম,
চন্দন-নদে পরমানন্দে অবগাহনের সম।
হাস্য মোহন করে মোর মন সুধালিম্পনে ভরা,
পুলকাঞ্চিত ও-তনু ললিত ইন্দু-মৃণালে গড়া।
বেপথু পুলক স্বেদে মণ্ডিত তনু তব প্রেমমাখা,
প্রাবৃট্-সমীরে স্পন্দিত ধীরে পুষ্পিত নীপশাখা।

উত্তররাম চরিত হইতে।

অলকাপুরী

হেথায় শুভ্র সৌধ-নিকর অভ্র ভেদিয়া রাজে,
দামিনীর মত পুরকামিনীরা বিহরে তাহার মাঝে।
চারু চিত্রিত কাচ-বাতায়নে   চীনাংশুকের কেতনে-কেতনে
শোভিছে ইন্দ্র-নিকেতন সম ইন্দ্রায়ুধের সাজে,
মর্ম্মরময় হর্ম্ম্যনিকর অভ্র ভেদিয়া রাজে।

গুরু গুরু উঠে মুরজধ্বনি বারিদ-মন্দ্রোপম,
কূটে কূটে শোভে কুটজমালিকা বলাকার শ্রেণীসম।
পুর-অলিন্দে কুট্টিমবুকে   নীর-লবসম নির্ঝর মুখে,
ঝর ঝর ঝরে মৌক্তিকমণিরত্ন রম্যতম,
অলকাপুরীর সৌধ শোভিছে শারদ নীরদোপম।

হেথায় ললনা সমৃণাল লীলাকমলে ব্যজন করে,
নব অবদাত কুন্দ-কলিকা অলকে পুলকে ধরে।
বিলেপি লোধ্রপরাগ মোহন   গণ্ডেরে করে পাণ্ডুবরণ,
শ্রবণে শিরীষ চূড়াপাশে চারু নবকুরবক পরে,
নবনীপ শোভে সীমন্তিনীর সীঁথিপথে থরে থরে।

ষড় ঋতু তথা দ্বন্দ্ব ভুলিয়া একই দেহে হলো লীন.
ষড়াননসম বনগৌরীর শ্রীঅঙ্কে সমাসীন।
সারা বৎসর দ্রুমলতিকায়   হাসে ফুলবালা বনবীথিকায়।
মঞ্জরী' পরে মধু পিয়ে অলি গুঞ্জরে নিশিদিন,
রচিছে রশনা সরসীসতীর হংস সারসী মীন।

আহরণী

সারাটি বরষ সরসীকাসারে সরসিজ ফুটে রয়,
ভবনে ভবনে চিত্রভাস্বর শিখীর কলাপচয়,
বিতত বর্হে মোহন মাধুরী কেকাকাকলীতে মুখরিত পুরী।
নিশি নিশি যথা পৌর্ণমাসীর গরিমা গগনময়,
তিমির, তমালকুঞ্জেরো মাঝে প্রবেশিতে পায় ভয়।

পরমানন্দ ভিন্ন তথায় আঁখিনীর নাহি ঝরে,
যাহা কিছু ব্যথা প্রণয়িহৃদয়ে মন্মথফুলশরে।
প্রণয়-কলহ অভিমান ছাড়া ছিন্ন হয় না মিলনের ধারা,
নাহি শৈশব জড়জরা হেথা রূপে না ম্লানিমা ধরে,
চির-যৌবন-বৈভব যথা বিরাজিছে ঘরে ঘরে।

বিম্বিত তারাপুঞ্জের প্রায় পাটল-প্রসূনে ভরা,
তোরণ-বেদিকা-সোপান হেথায় স্ফটিকমণিতে গড়া।
যক্ষের চারু কররুহঘাতে পুষ্কর হেথা বাজে মধুরাতে,
বাজায় বধূরা অদূরে তাদের মধুরা সপ্তস্বরা।
কণ্ঠ তাদের নিয়ত কল্পতরুজাত সীধুভরা।

মন্দাকিনীর সলিলশীকর-সুস্নাত বায়ে বায়ে,
শ্রমসম্ভব রোম-জলরব বিদূরিয়া গায়ে গায়ে,
যক্ষবালারা হেমসিকতায় নিহিত করিয়া মণিমুকুতায়,
লুকোচুরি খেলে বেশভূষা ফেলে মন্দার ছায়ে ছায়ে,
বাজে মঞ্জীর উড়ে হেমরেণু লোল রাঙা পায়ে পায়ে।

প্রণয়িণী যথা মধু-যামিনীতে কুসুমের শয্যায়,
চপলদয়িত-কর্ষণজাত কৃত্রিম রোষণায়,
লাজ-আবরণী একহাতে ধ'রে চূর্ণমুষ্টি ছুঁড়ে আন করে
নিলাজদৃষ্টি বিলাসদীপেরে অন্ধ করিতে চায়,
নিঠুর নাথের হাসিতরঙ্গে সবি নিস্ফল হায়।

অভ্রংলিহ প্রাসাদের শিরে বিভ্রমশালা রাজে,
তস্করসম বাতায়নপথে পশে মেঘ তার মাঝে,
তিতায়ে বধূর বদন-নলিন চিত্রাবলীরে করিয়া মলিন
শীর্ণ হইয়া পলায় তূর্ণ ভয়ে সঙ্কোচে লাজে,
ধূপধূমসম ধূসর বরণে বাতায়নপথ সাজে।

নিশীথে যখন মেঘযবনিকা গগন হইতে সরে,
গৌরোজ্জ্বল কৌমুদীছটা সৌধ-শিখরে পড়ে।
নিতম্বিনীর নগ্ন হিয়ায়, চুম্বন করি উরোজে গড়ায়,
চন্দ্রকান্ত-মালিকায় তার শীতসুরধুনী ঝরে,
রোমে রোমে পশি স্মরপীড়িতার তনুর উষ্মা হরে।

যক্ষের গৃহে লক্ষ্মী অচলা ময়ূর-সিংহাসনে,
দিনযাপে তারা অপ্সরা সহ মধুর সম্ভাষণে।
ধনপতি-গুণ-বন্দনারত মধুর কণ্ঠে কিন্নর যত,
তাদের সমাজে ঘুরে নিশিদিন বৈভ্রাজ উপবনে।
শ্রীঅচলা তথা ভবনে, জীবনে, দেহে, মনে, যৌবনে।

মৃত্যুর কাল

শরতের শেষে পাতা পড়ে খসে রহেনাক কেউ তরুর গায়,
শুকাইয়া ঝরে ফুল ধরা 'পরে তুহিনশীতল মেরুর বায়।
আছে তারকার চক্রবালের তলে ডুবিবার কালের ঠিক,
হে মরণদেব, তব অধিকারে সকল সময় সকল দিক!

জীবনের কাজ সাধনের লাগি আছে নিরূপিত দিনের বেলা,
নর-নিলয়ের উৎসব লাগি সন্ধ্যায় মধু-মিলন মেলা।
সুপ্তি, শ্রমের উপশম লাগি মার স্নেহসম রাত্রি আসে,
হে মরণ, তব নাহি কালাকাল, সমান সকলি তোমার পাশে।

জানি কবে আসে অমার আঁধার জানি কবে হাসে পৌর্ণমাসী,
জানি নিদাঘের পাখীগুলি কবে অর্ণবপারে যাইবে ভাসি।
জানি শ্যামতরু কবে পীতবাস পরিয়া হাসিবে গহনে গোঠে।
কে শিখাবে মোরে হে মরণদেব, কবে চুমা দিবে আমার ঠোঁটে?

সেকি মধুমাসে, চম্পকী হাসে যবে মলয়ার কম্প্র চুমে?
মল্লিকা যবে আঁখি মেলে চাবে, বল্লীদোলায় রবে না ঘুমে?
সেকি ধুতুরার ফুটিবার দিনে ম্লান যবে লাল গুলের গাল?
কে বলিবে তাহা? সকল কালের মালিক তুমি যে, হে মহাকাল।

সেকি গো যথায় ফেনিল সিন্ধু উর্ম্মি গরজি কাঁপায় প্রাণ?
সেকি গো যথায় মরুবিহগেরা মৃগতৃষ্ণারে শুনায় গান?
সেকি গো সোনার সংসারে যথা ফুলে ফুলে ভরা বাসক-সাজ?
কে বলিবে তাহা? দীন দুনিয়ার মালিক তুমি যে রাজাধিরাজ।

তুমি আছ যেথা সখা সখী মিলি রচে বটছায়ে মোহন মেলা,
আছ যেথা পুর-সৌধ-শিখরে বরবধূ খেলে মধুর খেলা।
তুমি আছ হ্রেষা বৃংহণে যেথা শাণিত আয়ুধে শোণিত ছুটে,
রথ-কেতু যেথা শতধা ছিন্ন, রথীর কিরীট ধূলায় লুটে।

তরুশাখা হ'তে পলিত পত্র ঝরে প'ড়ে যায় শরৎ সাঁঝে,
শিশির ঋতুর বিষ-নিশ্বাস কালব্যাধি আনে ফুলের মাঝে।
গ্রহতারকারা ডুবে যায় নভে, আছে নিরূপিত সময় তার—
দিগ্ দিগন্ত যুগ-যুগান্ত তোমার শাসনে, হে সংহার!

প্রাণ দিল যারা সাধিতে দেশের কাজ,
শায়িত তাহারা রয়েছে ধূলির মাঝে,
নাহি হেথা কোন' স্তম্ভ মীনার তাজ,
তাহা হতে উঁচু গৌরব-চূড়া রাজে।
মধুমাস তারে সাজায় কুসুম-হারে,
এত মনোরম স্বপ্নও নাহি পারে।

হুরীপরীগণ ফুলচন্দন-দানে
আত্মাগুলিরে লয়েছে ত্রিদিবে বরি,
বন্দিছে কল-জয়মঙ্গল গানে
মহিমা, হেথায় তীর্থ-যাত্রা করি,
স্বাধীনতা হেথা তপোরতা, ব্রত পালে,
আশ্রম রচি অশ্রু-শিশির ঢালে।

হাফেজের আত্মদান

বাঁধিতে হরিণ হিয়া কোথা হতে এলো প্রিয়া
তোমার অলকে এত ফাঁস,
তোমার নয়ন-কূপে স্বপনেরা ব্যাধরূপে
নীরবে গোপনে করে বাস।
তব—চিকন চাঁচর চুলে চামেলি চমকি উঠে,
'আদীন'-প্রবাল গুলি ও-অধরতটে লুটে,
সুরার সুরভি সুর শিরায় শোণিতে ছুটে
মদালস তব মৃদুহাস।
শীত বায়ু-চঞ্চল তব পীত অঞ্চল
বিতরিছে আতরের বাস।

প্রিয়ে—তব রূপ রশ্‌নিতে সবার গরব গুঁড়া,
হুরী পরী গড়াগড়ি লুটায় হীরার চূড়া।
লাজে হেম ঊষা ম্লান জ্যোছনা শ্যামায়মান,
বাগে বাগে গোলাপ হতাশ,
মিছে আভরণ ফেলি পিছে আবরণ ঠেলি,
কর যদি সুষমা প্রকাশ।

তব—গমন-পথের 'পরে পাতি' দেই এই হিয়া,
ঘুমালে চরণরেণু রুমালে মুছাই প্রিয়া।
ও স্মিত কপোল-কূপে পরাণ সঁপিয়া দিয়া,
নিবারিব মরুভূ-পিয়াস,
তব তনু লতিকার ছোঁয়া পেতে একবার
হ'তে পারি চির ক্রীতদাস।

মগ্নবাসর

ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সন্ধ্যা তিমিরে উতরোল ভাগীরথী,
ফেনিল অশ্বে উপজিল তীরে মগধের সেনাপতি,
সঙ্গে তাহার ভীতি-কম্পিতা
কোশলরাজের সোহাগী দুহিতা,
প্রণয়ীর সহ পলায়ে এসেছে না হেরি অন্যগতি।

নাবিকেরে তারা ডাক দিয়ে বলে, "পার ক'রে দাও ভাই,
কণ্ঠের হার দিব উপহার,—দিব যাহা চাও তাই।"
নেয়ে কহে, "এই ঝঞ্ঝা-ঝড়িতে,
কেমনে উঠাই খেয়ার তরীতে,
মাঝ-গঙ্গায় এসেছ মরিতে,—মরার পেলে না ঠাঁই।"

সেনাপতি কহে, "বাঁচিবারই লাগি, মরিবার লাগি নয়,
দারুণ বিপদে তরুণ নাবিক, তোরে করি অনুনয়।
যদি মুহূর্ত্ত দেরী হয় আর,
ধূলায় লুটাবে এ শির আমার।
অশ্ব-পদের ধ্বনি শুনিছ না? সময় করো না ব্যয়।

মগধ দেশের সেনাপতি আমি রণধীর, ওরে নেয়ে,
সঙ্গে আমার প্রণয়িনী ইনি কোশলরাজের মেয়ে,
চলেছি পলায়ে আমরা দু' জন,
পার করে দাও নাবিক সুজন,
জাহ্নবী মার অঙ্কও ভাল কোশলের কোপ চেয়ে।"

উল্লাসে কহে যুবক নাবিক "উঠ মোর তরী 'পরে
মাঝ দরিয়ায় দিব আজ ঝাঁপ তোমার প্রেমের তরে,
প্রেমিকের লাগি যায় যাবে প্রাণ,
বল প্রাণভরে 'জয় ভগবান',
তরুণ প্রেমিক তরুণী প্রেমিকা ডাক তাঁয় জোড়-করে।"

ডুবিয়া ভাসিয়া গিয়াছে তরণী নদীর মধ্য নীরে,
নরপতি শেষে উপজিল এসে তখন গঙ্গাতীরে।
প্রাণপণে ডাকে, "ফিরে আয় নেয়ে,
তরীখানা আন এই কূলে বেয়ে,
একটি রাজ্য ছেড়ে দিব তোরে, আয় আয় তুই ফিরে।"

একহাতে বালা প্রিয়ের কণ্ঠ জড়ায়েছে প্রাণপণে,
আর হাত তুলে বলে "ভগবান, রাখ বিপন্নজনে।"
চপলা আলোকে হেরিয়া নৃপতি
বলে, "আয় মোর হয়েছে সুমতি,
ফিরে আয় বাছা বুকে আয় ফিরে",—ধারা বহে দুনয়নে।

"তোমার দয়িতে প্রাণের সহিতই করিয়াছি মাগো ক্ষমা,
ফিরে আয় ওরে ক্ষমা করি মোরে ফিরে আয় প্রাণসমা।
এস জননীর বুকভরা ধন
আঁধার করোনা মোদের জীবন,
ফিরে এস সতী স্বর্গের জ্যোতি, ফিরে এস রাজরমা।"

বৃথা হাঁকাহাঁকি হা হা করে' ঝড় তরণীর পানে ছুটে—
ফেনিল উর্ম্মি লক্ষ ফণায় ফোঁস্ ফোঁস্ করি উঠে।

নৃপ করে তীরে বুকে করাঘাত,
পাথারের তাহে নাহি দৃক্‌পাত,
তনয়ার চির বাসর শয়ন পাতাল-হর্ম্ম্যকূটে।

প্রেমোন্মেষ

মাঠ দিয়ে সে চলে যখন আঁচল উড়ে বায়,
যতদূর মোর চাউনি চলে দাঁড়িয়ে থাকি ঠায়।
সাধ যায় যাই পিছন-পিছন হয় না সাহস মোটে,
দেখ্‌লে তারে প্রাণটা আমার কেমন ক'রে ওঠে।

সইতে নারি চায় যদি সে অন্য কারো পানে,
সইতে নারি কথা যদি কেউ কহে তার কাণে ;
মোদের দলের আর কারো সে তারিফ যদি করে,
প্রাণের ইয়ার দোস্ত হলেও চটি তাঁহার পরে।

সাঁতার-কাটা, গান তামাসা জল্‌সা আমোদ খেলা,
ঠাকুর-বাঁইচ, চড়ক, গাজন, দোল-ঝুলনের মেলা।
সে যদি রয় হাজির তবেই সবেই লাগে মন,
তার বিহনে সব লাগে বিষ বিফল আয়োজন।

সে যেন ভাই গাঁয়ের রাণী, রূপের দেমাক ভারি,
গ্রাহ্য তারে করবনাক·ভাবি-ত কই পারি ?,
নিজের এ হাল ভেবে আমার·নিজেরই পায় হাসি।
এই কি স্যাঙাৎ ভালবাসা ? তায় কি ভালবাসি ?

ইউসুফের প্রতি

দয়িত, তোমায় দেছেন বিধাতা গুলভাতি, তব কপোলে ফুটে,
রূপ-চঞ্চল দুনিয়া পাগল, হের তব পদ-যুগলে লুটে।
ও ললাট-তটে যে দ্যুতি প্রকটে চন্দ্রমা তায় পাণ্ডু ম্লান,
তব অপাঙ্গে চারু ভ্রূভঙ্গে পেল অনঙ্গ ধনুর্ব্বাণ।
তোমার তনুর বসনে ভূষণে শুভ সুষমার আলোক লাগে,
লোহিত স্মিত কুসুম অযুত ফুটে যেন তায় দ্যুলোক বাগে।
মধুর অধরে মদির হাসিটি চারু কোরকের বিকাশসম,
গুলের পাপড়ি-ঝরার মতন তব পদক্ষেপ মানস-রম।
তুমি আছ বলি সর্ব্বংসহা সব গুরুভার বহিতে পারে,
তোমারে হারালে সে বুঝি পাতালে অতলে ডুবিবে ভূধর-ভারে।

তুলে ধর' মোরে, ডাকি করজোড়ে শরণ-বন্ধু, করুণা কর'
শুন এ কাকুতি প্রাণের আকূতি ব্যথা হর' মোর শোচনা হর'।
তপ্ত শ্বসনে বহ্নি-শোষণে চপল অশ্রু উপল-ঘায়,
অশনি-আহত অশথের মত অন্তর মোর বিদরি যায়।
প্রলেপ স্নিগ্ধ করি নিদিগ্ধ ভুলাও দগ্ধ হৃদির জ্বালা,
দুলাও বন্ধু দুলাও কণ্ঠে তোমার বাহুর নিধির মালা।
নিরাশা-তপন দহেছে স্বপন, হয়েছে জীবন সাহারা যেন,
খোসবাগানের খোসবো এমন বহাইলে তায় আহা রে কেন?
বহাইলে যদি, ঝলসিত হৃদি-কুট্‌মলে ঢালো সোমের সুধা,
চির-অনশন-ক্লিষ্ট জীবন, মিটাও মোহন, প্রেমের ক্ষুধা।

বিরহে

যতদিক হতে বায়ু বয়ে আসে, তার মাঝে,
আমি—দখিনেরে বাসি ভালো,
সেই দিকে মোর মনপ্রাণচোর প্রিয়া রাজে,
আহা—সেইদিক করে আলো।
বন, প্রান্তর, পল্লী, নগর, খনি-খাত
হায়—দোঁহা মাঝে রহে কত,
তারি সাথে থাকি মম মন-পাখী দিবারাত,
তবু—ঘুরে ফিরে অবিরত।

আমি হেরি তায় কুসুমসভায় গুণ্ঠনে
যেন——পুষ্পিত অনুনয়,
শুনি তার স্বর মধুপনিকর-গুঞ্জনে
কল——মধুঝঙ্কারময়।
যত ফুটে ফুল সুরভিব্যাকুল নামহীন
হ্রদ——সরোবর উপবনে
যত পাখী গায় শাখায় শাখায় নিশিদিন
তারা—তারে শুধু আনে মনে।

আয়রে অধীর দখিনা সমীর বয়ে আয়
যত—গাছে গাছে ফোটা ফুল,
পুলকি' হৃদয়, বনপথময় লয়ে আয়
শত—প্রজাপতি অলিকুল।

এনে দে' ফিরায়ে হৃদয়কুলায়ে প্রিয়ধনে
যার—নাম জপি দিবাযামী,
আন তার হাসি, সব জ্বালারাশি-বিমোচনে
বুকে—তারে শুধু চাই আমি।

বিদায়ের ব্যথা কত কাতরতা দু'হুমাঝে
মুখে—কত যে শপথবাণী,
আহা সেই শেষ-মিলন আবেশ, আজো বাজে
বুকে—স্মৃতিশেল-শূল হানি'।
কি ব্যথা যে প্রাণে আর কেবা জানে, ভগবান,
এক—তিনিই জানেন শুধু.
আজি খনে খনে তাহার বিহনে মম প্রাণ
হায়—মরুসম করে ধূ-ধূ।

গোলামের তেজ

ঘুড়ি ডেকে কয় "ওরে প্রজাপতি, যোজন খানেক তলে,
রোস্ তুই, তবু দেখি তোরে শুধু দিব্য দৃষ্টি-বলে।
আচ্ছা বলত,—গ্রহমণ্ডলে চলা-ফেরা দেখে মোর,
অবাক হ'য়ে কি রোস্নাক চেয়ে হিংসা হয় না তোর?"

প্রজাপতি কয় "মর, কি বুদ্ধি, কাগুজে চিড়িয়া ঘুড়ি,
আমি কেন তোরে হিংসে করব? মধু খেয়ে খেয়ে উড়ি
তুইত বন্দী, কর না বড়াই যতই উপরে থেকে,
স্বাধীন কখনো হিংসে করে কি গোলামের তেজ দেখে?"

শ্রমিকের গান

কামারশালে আগুনতাত ঐ নিভ্‌ল ধীরে,
নেহাই পেল রেহাই আজ এ দিনের মত।
ধুলোয় ঝুলে ভূত সেজে সব চল্‌ছি ফিরে,
বিশ সারিতে বিশ কর্ম্মার সেবক যত।
বাজাও বাঁশী জোরসে বহুৎ বাজাও বাঁশী,
ফেরার বেলায় এলায় শরীর চরণ-রথে।
বাজাও তবু বাঁশের বাঁশী ছড়াও হাসি,
নাচব তাহার তালে তালে নগর-পথে।

তাঁতগুলোতে থাম্‌ল এখন ঠকঠকানি,
ঘূর্ণি হতে রেহাই পেল নাটাই টাকু।
টানা-পড়েন থামায় তাদের টানাটানি,
আসা যাওয়ার পথে এখন ঘুমায় মাকু।
বাজাও বাঁশী বাজাও সানাই সানাইদারও
চুলের গোছো দুলিয়ে নাচো বালিকারা।
রাজা উজীর ধার ধারি না এখন কারো,
ধুলোয় ঘামে যদিও সব ভূতের পারা।

হাঁফাচ্ছিল ময়লা বাতাস ধোঁয়ায় তাতে,
মোদের মত একটুখানি জুড়াক আহা।
শ্রান্ত আকাশ সেও ছুটী পাক মোদের সাথে,
গাঙের বুকে একটু থামুক নৌক বাহা।

বাজাও বাঁশী, মাৎ করে দাও চাঁদের গানে,
খাটুনী কেলেশ তুড়ির চোড়ে যাক্‌গে উড়ে।
সূর্য্যটাকে অস্তে নামাও প্রাণের টানে,
গলাও তারে মন-মাতানো প্রাণের সুরে।

নেহাৎ ছোট গরীব মোরা, নেহাৎ হেয়,
সাধ মিটিয়ে নাচতে তবু হাস্‌তে পারি।
কেউবা পিতা, কেউবা ভ্রাতা, প্রেমিক কেহ,
প্রাণভরে-ত মোরাও ভালবাসতে পারি।
বাজাও বাঁশী মাতাও ভালবাসার গানে
সে গান যেন জাগায় প্রাণে নতুন আশা,
সে গান যেন চোখে জলের পাথার আনে,
জোগায় গলায় দরদ-রাঙা প্রাণের ভাষা।

আশমানে ঐ নাম-না-জানা তারার মালা,
তাদের মতই তবু বহুৎ শক্তি ধরি,
আমরা দেশের ভাঁড়ার-ঘরের চাবি তালা,
সমাজ-দেহে ফুসফুসেরি কাজটি করি।
বাজাও বাঁশী রাত্রি আসে দিনের পরে,
বিধির এমন কড়া আইন বারো-মাসই,
খাটুনি শেষে খেলার মাতন মোদের তরে,
কাজের শেষে পেলাম ছুটী, বাজাও বাঁশী।

পাড়ার মেয়ে

যতগুলি আমি কিশোরীরে জানি তাঁর মত কেবা সুন্দরী ?
মোদেরি পাড়ায় বাস করে সেযে আমারি পরাণ মন হরি।
ধনীর বাড়ীতে এত যে রূপসী তার মত বল কোন্ জনা ?
মনবাগিচায় সেযে শুধু গায় ভোমরার মত গুঞ্জরি'।

চৌকীদারের কাজ করে' বাপ পালে গুটি পাঁচ সন্তানে,
মুড়ি চিঁড়ে ভেজে' বেচে তার মাতা, পাড়ার লোকের ধান ভানে,
তারা হেন মেয়ে কোথা হতে পেল দুনিয়ারে করি বঞ্চনা ?
অই রূপসীরে কত ভালবাসি শুধু তাএ মোর প্রাণ জানে।

ভুলে যাই কাজ, পথ দিয়ে যবে চলে যায় মোর প্রাণমণি,
কত্তা অমনি গাল দিয়ে বলে 'দূর হয়ে যা'রে এক্ষণি।'
দেয় দেবে মেরে দূর করে' আর করুক যতই লাঞ্ছনা,
প্রিয়ার সঙ্গে ভেখ নিয়ে ভিখ মাগিব বাজায়ে খঞ্জনী।

মনিব আমারে পাঠালে বাজারে তারি পাশে যাই টুক ক্রুরি',
ভিনগাঁয়ে মোরে পাঠাতে চাইলে ব্যারামের মত মুখ করি,
তামাক টানতে টানতে যদি বা হন কভু তিনি আনমনা,
প্রিয়ার কুটীর-জানালায় গিয়ে হেরি তারে আমি বুক ভরি।

ধুতির বদলে শাড়ী নিব চেয়ে ভেবেছি, এবার আশ্বিনে,
যাহা কিছু পাই সকলি জমাই দিব তাঁরে আমি দুল কিনে।
হাজার টাকাও পেলেও কোথাও তার কাছ ছাড়া রাখব না,
মন্ত্রণাদাতা অনেক আছেন, কাহারো কথায় ভুলছিনে।

দিনগুলো যেন লম্বা ঠেজায় রাতগুলো আরো, কই চলে ?
এই ফাগুনের পরের ফা-গু-ন ? যুগ যে আমার এক পলে ।
পাড়ার লোকেরা চোখ-ঠারাঠারি ক'রে দেয় মোরে গঞ্জনা,
তারা ত জানে না তারে সাথে পেলে যেতে পারি বন জঙ্গলে ।

বিজ্ঞানের অভিযান

বিজ্ঞানের স্থূল হস্ত অবলেপ লভি,
মিলাইছে একে একে বিশ্ব হ'তে মাধুরীর ছবি ।
গগনে আছিল রামধনু,
জানিতাম কত স্বর্গ-সুষমায় গড়া তার তনু ।
আজি সে যে রাজে
অবজ্ঞাত প্রাকৃতিক বিচারের তালিকার মাঝে ।
তত্ত্বের ধারালো কাঁচিখানি
ছেঁটে দিবে পক্ষগুলি স্বর্গদূতগণে ধ'রে আনি' ।
বিজ্ঞানের বিধান নির্দেশ
সকল রহস্য-স্বপ্নে করিছে নিঃশেষ,
ধরণীর কোষাগার খুলি,
রত্নবেদী শূন্য করি মণিমুক্তা করি চূর্ণ ধূলি,
নিখিল জীবনময় পবনেরে শূন্য ক'রে তুলি,
বিশ্লেষিছে হায়
আখণ্ডল-ধনুখানি খণ্ড খণ্ড তুচ্ছ ক্ষুদ্রতায় ।

সনেট

পরিণতি

বসন্তে অশোককুঞ্জে মিলন তরুণ,
জীবনে হোলীর দিন, সকলি অরুণ
গ্রীষ্ম এলো। ঝঞ্ঝাহত ত্রস্ত বেশবাস,
ঢেকে দিল মোরে তব স্রস্ত কেশপাশ।
বাসনার বহ্নিতাপে স্বিন্ন দেহমন,
আলসে লুলিত খিন্ন ও কুঞ্জ-ভবন।
সহসা প্রেমের উষ্মা হলো বাষ্পঘন,
মঞ্জীর-শিঞ্জন হলো কঙ্কণের ক্বণ।
জীবন-প্রাবৃটে সখি কতছল ভাণ,
অকারণ বরিষণ কত অভিমান।
সে সব গিয়াছে দূরে আজি তোমা, সখি
ভবন-জ্যোৎস্নার রূপে শরতে নিরখি।
তুলসী-মাধবী-কুঞ্জ অলিন্দ অঙ্গনে
আলোকিত ক'রে আছ, অয়ি স্মিতাননে।

সন্নাতনী

অন্নপূর্ণা তব করে ভিক্ষা লভিবারে,
সাধ ক'রে' হইয়াছি শাশ্বত ভিখারী।
যাচিয়া লয়েছি কণ্ঠে অনন্ত তৃষারে,
লভিবারে তব প্রেম-ঝরণার বারি।
তোমার অঞ্চল-স্নেহ লভিতে, নয়ন
হ'য়ে আছে যুগে যুগে অশ্রুর নিলয়।
ব্যাধিয়ে করেছি সাধি এ দেহে বরণ,
তব কর-কিসলয়ে হ'তে নিরাময়।
মধুবাণী শুনিবারে করি অভিমান,
মমতা লভিতে করি বিরহ-সৃজন,
শয়নে নয়নে শুধু করি নিদ্রা-ভাণ,
জাগিয়া উঠিতে তব লভিয়া চুম্বন।
ঝরাইতে অশ্রুবারি তোমার নয়নে,
জনমে জনমে আমি বরি যে মরণে।

প্রাক্তনী

কতবার স্বয়ংবর-সভা উপেক্ষিয়া,
এ কাঙাল কণ্ঠে তব দেছ বরমালা।
ঘুরিয়াছ বনে বনে আমার লাগিয়া,
কতবার সাজায়েছ বরণের ডালা।
কতবার রাখিয়াছ সতীতেজোগুণে,
শমনের দণ্ড হ'তে আমার জীবন।

কতবার সাজায়েছ তরবার-তূণে,
রথ-রশ্মি শতবার করেছ ধারণ।
নতুবা সহজ সবি হইল কেমনে ?
কিছুই তোমার যেন নহেক নূতন।
কোথা পেলে ? কই ? কিছু শেখনি জীবনে।
সবি চিরপরিচিত প্রবুদ্ধ প্রাক্তন।
কোন আদিকাল হতে আছ মোর সাথে,
জন্ম হতে জন্মান্তরে মানস-সত্তাতে।

রূপময়ী

তুমি মোর আঁখিতারা, তুমি মোর আলো,
তুমি মোর ক্লিষ্টক্লান্তদৃষ্টি-সঞ্জীবন।
এই বিশ্বখানি মোর লাগে বড় ভালো
তোমার স্বচ্ছতা ভেদি নেহারি যখন।
আপনারে দেখাইলে মহাবিদ্যা-সাজে,
বিশ্বময় যত স্বপ্ন মূর্ত্তি ধরি নাচে,
সব মায়া ভাব রস, রূপ হয়ে রাজে,
সব মন্ত্রগুলি যেন ঘুরে কাছে কাছে।
চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা-দীপ-খদ্যোতিকা,
মাণিক্য-ওষধি-রশ্মি গড়েছে তোমায়।
শত জনমের মোর স্বপ্ন-নীহারিকা,
কেন্দ্রীভূত পুঞ্জীভূত তব প্রতিমায়।
মুদ্গরের মোহ তুমি বেদান্তের মায়া,
মোর নেত্রে একমাত্র সত্যময়ী কায়া।

রসময়ী

আনন্দ-মদিরা তুমি নিত্য রসায়ন,
তোমারে পিইয়া মোরা চিত্ত ঢুলু ঢুলু।
রসের নির্ঝর, লভি তোমার জীবন
আমার জীবন-নদী বহে কুলু কুলু।
তব প্রেমমধুগঙ্গা এলো কি ধরায়
রসরাজ-পাদপদ্মে জনম লভিয়া ?
সুধাব্ধিসমুত্থিত মন্দারের গায়
তোমার অঙ্গুলিগুলি ফুটিল কি প্রিয়া ?
সম্মিলিত সপ্তবর্ণ পরিণত রসে,
সৃজিল তোমার শুভ্র গোরস-হৃদয়।
রক্তিম আনন্দ হাস্যে অধর বরষে,
চন্দ্রবিম্বে যেন স্ফুট রক্তাম্বুজ চয়।
ইহেরে করেছ প্রিয়ে স্পৃহণীয়তম,
জীবনে করেছ ঘন চুম্বনের সম।

দেহাহিত

বলেছেন ভর্ত্তৃহরি নারীর যৌবন
অস্থি মাংস মজ্জামেদ ক্লেদের মিলন।
এ সবের অন্তরালে কিছু নাই হায় !
মিথ্যা কথা ! অন্তরাত্মা নাহি দেয় সায়।
দেবতা জাগ্রত যদি না রহে দেউলে,
কে জাগিবে নিশিদিন সোপানের মূলে ?

সুন্দরে মিলেনা বলি 'বুকে বুক দিয়া
লাখ লাখ যুগ ধরি, জুড়ায় না হিয়া।'
অরূপে মিলেনা বলি 'নাই তিরপতি
জনম অবধি রূপ নেহারিয়া নিতি।'
বাঁশরী বাজায়ে কানু কোথায় লুকায়,
আমরা ঢুঁড়িয়া ফিরি ঝোপে ঝাড়ে তায়।
মানিনা কণ্টক ক্লেদ অমেধ্য পল্বল,
শ্যামের সন্ধান সবি করেছে নির্ম্মল।

দেহাতীত

বাঁশরী শুনেছি, তায় দেখিনিক চোক্ষে,
তুমি প্রিয়া তার সাথে মিলনের দূতী,
এ লোক হইতে নিয়ে যাও অন্তলোকে
ওগো স্বাহা, জীবনের সকল আহুতি।
তোমারে সকলি সঁপি নিরুদ্বেগ আমি,
জনমিল পূর্ব্বরাগ তোমারি কৃপায়,
মম নিবেদিত অর্ঘ্য তুমি দিবা-যামী,
বহিছ গোপন পথে সে প্রভুর পায়।
তুমি যদি মোর প্রেম না কর' বহন,
একেবারে তাঁর কাছে দাঁড়াব কেমনে?
লজ্জায় কুণ্ঠায় প্রেম হইবে স্বপন,
অভিসার-পন্থা যদি না দেখাও বর্ণে।
তোমারে বিরাগী কবি বলে ঘৃণ্য? হায়!
দেব-দেউলের সিঁড়ি ভাঙিবারে চায়?

আর্য্যাবর্ত্ত

'নিম্নে' অই ম[illegible] রত্ন-খনি,
বরুণের কোষাগার লক্ষ্মীর নিবাস,
ঐহিক তৃষ্ণার পরিতৃপ্তির আশ্বাস,
অনন্তের শীর্ষে যথা জ্বলে কোটী মণি।
'ঊর্দ্ধে' অই ভারতের দৃষ্টি সনাতনী।
হিমাদ্রির শৃঙ্গরূপে বিদরে আকাশ,
নামে তাহে পুণ্য ব্রহ্মধারা বার মাস;
অই মন্দাকিনী শুভ ধ্রুবের জননী,
মহাযোগ-ধারা, এই [illegible]-সঞ্জীবনী
স্বর্গে মর্ত্তে, অনিত্যে ও নিত্যসত্তা সনে,
শ্রেয়ে প্রেয়ে, গৌরী-হরে, লক্ষ্মী-নারায়ণে,
শক্তি-কর্ম্মে, ভক্তি-জ্ঞানে যোগ-সম্মিলনী।
ইহ-পরত্রের মহা মিলন-নিলয়।

অ